বিষ্ণু দে

একুশ বাইশ

বিষ্ণু দে

এম. সি. সরকার অ্যান্ড সন্‌স প্রাইভেট লিমিটেড
১৪, বঙ্কিম চাটুজ্যে স্ট্রীট, কলিকাতা—১২

মুখবন্ধ

শ্রীযুক্ত সুধীরচন্দ্র সরকার মহাশয়ের দীর্ঘপরিচিত সাহিত্য-সৌহার্দ্যের জন্যই এই পাঁচটি কবিতার বই একত্রে পুনর্প্রকাশিত হল —প্রায় একুশ বছরের লেখা।

বন্ধুবর শ্রীমান সত্যজিৎ রায় কর্মব্যস্ততার মধ্যেও প্রচ্ছদচিত্রটি এঁকে দিয়ে নন্দিত করেছেন। তাঁকে ধন্যবাদ আমার পক্ষে বাহুল্য মাত্র।

অনিবার্য কারণে বইটিতে কিছু মুদ্রণ-বিভ্রাট ঘটেছে। তার অধিকাংশই সহিষ্ণু পাঠকের কাছে স্বতই সংশোধিত হবে। বাকিগুলি মুদ্রণশুদ্ধির চেষ্টা করা হল, পাঠকের মার্জনা ভরসায়।

বিষ্ণু দে

১লা মে, ১৯৬৫

সূচীপত্র

পূর্বলেখ

অন্বিষ্ট

তুমি শুধু পঁচিশে বৈশাখ

পূর্বলেখ

উৎসর্গ

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

হ্বয়ামি তে মনসা মন ইহেমান গৃহান্ উপজুজুষাণ এহি ।
সংগচ্ছস্ব পিতৃভিঃ সংযমেন স্যোনাস্ত্বা বাতা উপবান্ত শগ্মাঃ ॥
ইহৈবৈধি ধনসনিরিহ চিত্ত ইহক্রতুঃ ।
ইহৈধি বীর্যবত্তরো বয়োধা অপরাহতঃ ॥

বিভীষণের গান

(জ্যোতিরিন্দ্র মৈত্র-কে)

আহা! আজ যদি পুষ্পকে হানো অগ্নিবাণ
মন্থিয়া নীল অগ্রচক্রঘর্ঘরে,
লুকাব না কেউ প্রাকারছায়ায় গহ্বরে।
স্বাগত গেয়েছি স্বগতে নাচার দীর্ঘকাল,
হে বজ্রপাণি! স্বধর্মে মোরা সন্দিহান।

কবে কোনকালে শ্যামাঙ্গী মাতা স্বর্গগত!
আত্মহনের-আত্মরতিতে স্বর্ণহীন,
অতিপুষ্টির অতিসাররোগে বর্ণহীন
স্বর্ণলঙ্কা শোথাতুর, সব ধূম্রলকায়।
ভর্গে তোমার, বরেণ্য! করো খড়্গাহত।

জানি জানি তুমি শকুনের পালে পুলক আনো,
তবু তুমি আনো মড়কের বনে দাবদাহের
মুক্তির আশা, শ্যাম জলধর! প্রাণপ্রবাহের
সঞ্জীবনীর তৃষায় কাতরে গোপনে গাই:
নয়নাভিরাম! প্রবলমরণে এ রোগ হানো।

বাহুবল তব বিঘটনে দেশে প্রাণ বিথারে,
উদ্বায়ু জানি অবনত তব নির্গমে।
ক্ষাত্র দয়ায় বীরোচিত দানে ধীর দমে
ছত্রপতিরা জলসত্রই মোচন করে
বৈশাখী ঝড়ে, বিদ্যুৎকাঁপা নীল ঈথারে।

কবে যে ছেড়েছি স্বর্গজয়ের দুরাশা যত !
বক্ষে আঁকড়ি' ধরেছি স্বর্ণসীতারেই,
তেত্রিশকোটি ছেড়ে সসাগর পিতারেই
পাকড়ি, বিষম রুদ্রের বিষ উগারি দেখি
উষার আকাশে শ্মশানগোধূলি কুয়াশাহত ।

১৯৩৬

চতুর্দশপদী

(বুদ্ধদেব বসু-কে)

(১)

নাট্যকাব্যে সাঙ্গ হল নেপথ্যবিহার ।
ভগ্নদূত ফিরে এল চংক্রমণ-শেষে ।
তুষারকৈলাসে ক্ষান্ত ভ্রমণস্পৃহার
কেলাসিত অভীপ্সাও পরিক্রান্ত দেশে ।
শান্ত হল কৈশোরের নিঃসঙ্গ বিচার,
বলিষ্ঠ বিলাসে ক্লান্ত স্বয়ম্বর মন ।
যাযাবর অহঙ্কারে আপন ইচ্ছার
নিরালম্ব সীমা পেল বিহঙ্গ যৌবন ।

হে আদিজননী, আজ তীর্থযাত্রী ফিরে
তোমার সহস্রবাহু নীড়ে খুঁজি বাসা ।
অজানা অনুজদল আছে বটে ঘিরে,
তবুও অতীত স্মৃতি, ভবিষ্যৎ আশা
তোমারই আননে দেখি, বিশ্বরূপমাঝে ।

অগ্নিকুক্কুটের মুখে তাই স্তোত্র বাজে ॥

(২)

হাইকোর্ট পাড়ায়

চারিধারে সরীসৃপ ধূর্ত নাগরিক
অর্থকামস্বর্গ-ছিদ্র খোঁজে ঘুরে ফিরে।
ধর্মরাজ্য লণ্ডভণ্ড, সহস্র সরিক।
অধিকার-ভেদে আর ভেজে নাকো চিঁড়ে।
দিকে দিকে বক্রগতি উদ্ধত কৌরব
চলে সূর্য-বিতাড়িত অন্ধকার ঘরে।
নীরন্ধ্র অবীচি আর দুর্গন্ধ রৌরব
মর্ত্যে এ কে কালকেতু জনতায় ভরে!

হে প্রকৃতি! এ কি মায়া! দৈব অভিলাষ!
আত্মরক্ষা রুদ্ধ, চণ্ডী, বেঁধেছ খঞ্জ-রে।
তোমার ভ্রূকুটিভঙ্গে ভাঙে ইতিহাস
নৃত্যময় পদক্ষেপে ঈশান-পঞ্জরে।

ছিন্ন ভিন্ন শবমাত্র বিরাট পুরুষ!
অতীত-কৈলাসে তাই ছুটি কাপুরুষ॥

(৩)

ডালহৌসির দিকে

গ্রীষ্মের আকাশ হল ম্লান নিঃস্ব নীল,
দানোপাওয়া ময়দানের দগ্ধ শ্যামলিমা।
আগ্নেয় ঈথারে কাঁপে গুটি তিন চিল।
দারোগার ভয়ে পথে গোরু মোষ ঢিমা।
ডালহৌসির ডালে ডালে তবু আনাগোনা!
ক্লাইভের পুণ্য নামে দিবানিদ্রা ভুলি,
হিরণ-মধ্যাহ্নে যদি খুঁজে পাই সোনা,
গায়ত্রীস্মরণ ক'রে ভরি তবে ঝুলি।

লটারি ডার্বিতে আশা গ্রহের ছলনা।
মনকোকনদ শেষে কচুরিপানার
পাঁকে মজে, বাঁধা পড়ে অর্ধাঙ্গ-গহনা।
বিধি বিরূপাক্ষ হলে কি থাকে কানার ?
প্রাতে মঠে স্বস্ত্যয়ন, দিন হাওড়াতে,
লিবিডো জোগায় তার রাত্রে স্বকীয়াতে ॥

(৪)

লায়ন্‌স্‌-রেঞ্জ

দুর্দিন, সন্দেহ নেই। গ্রহ-দুর্বিপাকে
অথবা কলির চক্রে ইতিহাস-বলে
স্বার্থপর অনাচার গড়ে থাকেথাকে
বেবেল্‌-শিখর। স্পর্ধা যবে ভূমিতলে
ঝরে যাবে, মরে যাবে লেলিহ-রসনা
উগ্রোদর নহুষেরা, সর্বনাশা মুঠি
খুলে যাবে, ধূলিসাৎ হবে স্বর্ণকণা।
ধ্বংস-স্তূপে, দেখো সখা, শুধু রবে ফুটি'
অশ্রু-বাষ্পে প্রাতঃসূর্য আমাদেরই চোখে।
আপাতত বলুক্‌ না শুধু ঝরাপাতা,
দরিদ্র দুর্বোধ বলে' ছাড়ুক না লোকে
মনস্তাপে মরি না হে, যদি বলে যা'তা'।
রয়েছে স্বভাবদুর্গ, চৈতন্যশম্বুক,
সে আঁধারে গুপ্ত ভ্রষ্টা লক্ষ্মীর উলূক ॥

(৫)

গুমোট

তুঙ্গী মেঘ শুভ্রকেশ মাথা নাড়ে নাকো,
বঙ্গোপসাগর তাই কর্তব্যবিমূঢ়,
বাতাসেরা রুদ্ধশ্বাস আর লাখো লাখো
স্বর্ণসূর্যরশ্মি হানে মর্মভেদী রূঢ় ।
লাগে বুঝি উচ্চে নিচে সঙ্ঘর্ষটঙ্কার !
জলস্থল দ্বন্দ্বে মাতে বাদীপ্রতিবাদী !
হ'ল বুঝি ন্যায়যুদ্ধে দিগন্তে সঞ্চার
অগ্নিফণা সরীসৃপ, ছোঁড়ে মেঘনাদই ।

আহা ! এ যে লঙ্কাজয়ী নবজলধর !
মাতলির বেগে আসে শিরস্ত্রাণ মেঘ !
চাতকউদ্বেগে চাই ঊর্ধ্বে হলধর,
অষ্টাবক্র মনে হয় সঞ্চিত আবেগ ।
রক্তস্রোত দ্রুত চলে বিদ্যুৎসঙ্গীতে
সহরের শিরে শিরে, গ্রাম্য ধমনীতে ॥

(৬)

রেড রোডে

ধুয়ে' গেল রক্তস্রোত, পাণ্ডুর সন্ধ্যায়
নেমে এল মৃত্যুহিম মৌন গাঢ় নীল ।
তবু কেন অবিশ্রাম আপন ধাক্কায়
বিবর্ণ খেয়ালে করো অস্থির নিখিল ?
বিজ্ঞের দুরাশা রাখো ; কর্তব্য ছলনা ;
জ্ঞানের সোপানমার্গে বৃথা আরোহণ ;
মন্দিরে মানৎ, অন্ধ, তুমিই বলো না,
ভক্তিক্ষেত্রে অজাচার ছদ্ম উচাটন ।

তাই বলি, অতিকশ স্বার্থের বল্‌গায়
রাশ টানো, নাভিশ্বাসে ক্লিষ্ট দেশাচার
মায়ায় মিলাক্‌। এই নীল অকল্কায়
নিজব্যক্তিবিম্ব দেখ নাকাল নাচার।
ব্যক্তির কৈবল্যে সখা, বাহুল্য ব্যক্তিও,
জনসমষ্টিতে জীব্য তোমার ব্যষ্টিও॥

(৭)

ফার্‌পোর সামনে

সূর্যঘটে ছায়া নামে, পরশ্রীকাতর
বিশ্বব্যাপী দুঃস্বপ্নেরা নিঃশব্দ সঞ্চারে
বাদুড় পাখায় নামে আঁধারে প্রখর,
ছড়ায় যন্ত্রণারশ্মি প্রবল বেতারে।
দিন হয়ে এল শেষ, আত্মম্ভরী কাজে
আর বুঝি চলে নাকো স্বয়ম্ভূ প্রকাশ।
নির্বিকল্প নির্বিদের নাগপাশমাঝে
পুরুষসিংহেরও হল ব্যক্তিত্ববিনাশ।

ট্রাফিকের ভিন্নস্বর, বিজলীআলোয়,
সিনেমা দোকান পথে কোলাহল ভরে।
প্রাণের মায়ায় হাসে সাদায় কালোয়,
আদিম নিঃসঙ্গ পাছে বুক চেপে ধরে।
মৃত্যুনীল আলো শোষে মানুষের রিপু।
শব্দসঙ্গী খোঁজে ভীরু হিরণ্যকশিপু॥

(৮)

চৌরিঙ্গী

সন্ধ্যাতারা ডেকে আনে শ্যামশান্ত ঘরে
সূর্যের শাসনে ক্ষিপ্ত ছত্রভঙ্গ যারা—
চৌরিঙ্গির গোষ্ঠ হতে ধেনু, আত্মহারা
কর্মবীর কেরানী ও পেরাম্বুলেটরে
শিশুকে মায়ের বুকে।

এ ঘন প্রহরে
ঈশারা বিছায় পথে কোন্ ধ্রুবতারা!
উদ্ভ্রান্ত বিচ্ছিন্ন মন ঘুরে মরে সারা
নির্নিমেষ নির্বিকার বিরাট শহরে।
সহে না দুর্বহ এই নিঃসঙ্গ মাথুর।
স্নায়ুতে অরণ্যভীত আদিম ক্রন্দন।
সিনেমা, দোকান, কাফে, অলিগলি-মোড়ে
লক্ষ লক্ষ রক্তবীজ পাণ্ডুরোগী ঘোরে
নষ্টদৈব ছিন্নভিন্ন একতাআতুর—
বুঝিবা ভূকম্পে আসে কংসের স্পন্দন॥

(৯)

সন্ধ্যা

বিরাট নীলিমা চিরে' খুঁজে ফিরি প্রিয়া।
ভ্রূকুটিকুটিল শূন্য সময়ের ভয়ে
নিঃসঙ্গের অনুচর স্বপ্নজাগানিয়া
ঈশ্বর পাকড়ি, যদি পাই পাপক্ষয়ে।
ইতিহাস পথ জোড়ে, দ্বাপরের লয়ে
ঈশ্বর মুণ্ডিতশির, মাৎস্য হিস্টিরিয়া।

সন্ধ্যার স্বপ্নালু নীলে, উদাস মলয়ে
পরশপাথর তাই খুঁজি পরকীয়া।

বিপুল পৃথিবী আর নিরবধি কাল!
ভেদাভেদে ছিন্ন ভিন্ন চতুর্বর্ণ বুঝি!
স্বার্থের প্রবল বেগে বিচ্ছিন্ন করাল
আপনার ভারে মরি আত্মীয়াকে খুঁজি।
হয়তো-বা অন্বেষণ পরিক্রমা-সার—
আত্মবাহী খুঁজি আত্মদানে অপস্মার॥

(১০)

হাওড়ায়

বৈরাগিনী চলে নিচে চঞ্চল জোয়ারে।
পণ্টুনের দিকে দিকে তুরন্ত স্টীমার।
সেতু টলোমলো বাসে, পদাতিকে, কারে,
দলে দলে চলে, যেন পালায় সওয়ার।
স্টেশনে বেগান্ধ যন্ত্র আকণ্ঠ চীৎকারে
ছত্রভঙ্গ আকাশের অনুরেণু ছোটে।
বন্ধুরা যাত্রার ঝড়ে ভুলেছে আমারে।
বিজলীতরঙ্গ চোখে লবণাক্ত ফোটে।
মুহূর্তে বিষুবরেখা ক্রান্তিমাঝে লোটে।
দণ্ডপলে হয়ে' যায় বিশ্বপরিক্রমা।
পৃথুল পৃথিবী আর সূর্য একজোটে
অক্ষৌহিনী সাথে ছুটে ছুটে চায় ক্ষমা।
সানুকম্প চিত্ত মোর কেন্দ্রীভূত-গতি
স্তব্ধ মেরুবিন্দুশীতে খুঁজে ফেরে যতি॥

(১১)

খিদিরপুর

নিজবাসভূমে পরবাসী হল যে, সে
বৃথা চায় সনাতন কেন্দ্রে পরিস্থিতি।
প্রজাপতি নাভিচ্যুত! আদিমেরুদেশে
গলেছে নিবিদ্‌-বেদী, ভেঙেছে জ্যামিতি।
অন্তরবিহবি যদি পাই জলপথে
এই ভেবে, ভগীরথ! চাই আজ বর।
মনপবনের চেয়ে ক্ষিপ্র মনোরথে
হায়! নীল শূন্যে ভাসি চাঁদসদাগর।

কোথায় স্লুপ? পাল যুগধর্মে নত।

মুক্তপক্ষ খালাসির বাসনাউদ্বেল
গান কোথা? ঊর্মিচারী ক্রৌঞ্চ শরাহত!

আল্‌কাৎরা, কয়লাকুচি, ধোঁয়া আর তেল!
দূরদেশী গন্ধবহ ফিরে গেল, আর
কপিলা বসুধা হল বাসুকী-আহার॥

(১২)

মানিকতলা খাল

মৃত্যুর তমসাতীরে, কীটদষ্টশিরে
তোমার মুক্তির বাণী ঝরে চক্রবাক!
উন্মোচিত, হে বাচাল! শূন্যক্ষরা নীরে
বিড়ম্বিত জিজ্ঞাসার বক্র জটাপাক।
ব্যর্থ বটে মাধুর্যের সাধনা নিবিড়,
ব্যক্তিত্বের রন্ধ্রহীন দরবারী বিকাশ,
স্বয়ম্বশ ধর্ম বৃথা, হায় নষ্টনীড়!

অশ্বত্থে বজ্রাগ্নিপাতে বৃথাই আকাশ !
মৃত্যুর তমসাতীরে তীব্র আত্মদানে
শূন্যের বিরাট নীলে মেলে দাও পাখা !
প্রাণসূর্যে স্তব করো, যদি আর্তগানে
খুলে যায় আদিগন্ত হিরণ্ময় ঢাকা,
যদি তব শূন্যে স্থূল জনতাসঙ্ঘাতে
আনন্দতড়িৎ নৃত্যে অণুসূর্য মাতে ॥

(১৩)

তোমাকে খুঁজেছি আমি। পদক্ষতে ভিজেছে প্রান্তর,
সমুদ্রে কমেছে জল, হিমানীর বিহঙ্গ তুষার
হয়েছে ঘর্মাক্ত ম্লান। চোখে আর উষসী-উষার
নামে রূপে পরিছিন্ন ভেদাভেদ হল অবান্তর।
তোমাকে খুঁজেছি আমি, হে অধরা অলখ সুন্দর।
দরিদ্র অস্থি-র লাজে, লোভে স্ফীত বাণিজ্যভূষার
স্বার্থের চুনটে, ক্রুর গর্বে। তবু জগৎপূষার
অত্যন্ত মাথুর হায়! হে সুন্দর প্রচণ্ড সুন্দর!
প্রণাম প্রণাম তবু। নই স্বর্ণ-রাক্ষস রাবণ,
সুগ্রীবদমন বালি নই পেশীস্থূলত্বে অধীর।
ছেয়ে দিল সর্বজয়ী তোমারই যে আনন্দসঙ্গীত
বিরাটপক্ষের ছায়ে ঢেকে দিল আমার সম্বিৎ।
পরিত্যক্ত শূন্যজীবী বেটোফেনী বিকল বধির,
তোমারই সঙ্গীত শুনি হিরণ্ময়, হে সূর্য পাবন্।

(১৪)

পিতা তার ছিন্নভিন্ন, শকুনি ও শিবার আহার
যাযাবর দস্যুদল-দমনের ব্যর্থ শ্রমে হত।
পূতিগন্ধ ভিড়ে শুধু নতমুখে পরিব্রজরত
সুভদ্রা বা সত্যভামা।

উৎসবের বসন্তবাহার
অশ্রুজলে সুরহীন। ধ্বংসবহ তুষার-ভৃঙ্গার
ঢেলেছে নৃশংস ঝড়ে কংস বুঝি প্রেতলোকগত।
মথুরার মৃত্যুহীন স্মৃতিভারে ক্লিষ্ট পরাহত
দ্বারকার দীর্ণ পথ, জীর্ণ শীর্ণ পল্লব বৃন্দার।
মাতা তার পথচারী, অন্নের আদিম অন্বেষায়।
দুর্ভিক্ষ এসেছে রুদ্র মড়কের রাসভবাহনে।
ঠগে ঠগে গাঁ উজাড়, বর্গী এল শ্রাবণপ্লাবনে।
গলিতবলভী ঘরে মুক্তদ্বারে যুগান্ত-হ্রেষায়
নির্বোধ নির্বোধ শিশু হাসে একা আনন্দিত মনে!
বসুন্ধরা দেখে তাই, হয়তো বা বাসুদেব শোনে ॥

মুদ্রারাক্ষস

আমাকে আজ বিদায় দাও ভাই
চুকেছে যত কৌটিল্য-ঘেঁষা
মারণাচারে ইষ্টঅন্বেষা।
মেনেছি হার, তুলেছি দেখ হাই।
ঘরের খেয়ে রাজনীতি কি পেশা?

মার্কস্ না মথি শুনেছি নাকি বলে,
কল্কি যবে বৃহন্নলা-বেশে
চালাবে রথ, মাড়াবে দলে দলে,
শুনবি তাতে ইতিহাসেরই হ্রেষা।
তাইতো ভু'লে রাজনীতিকে পেশা।

কুহকী আশা, হারাই ভাষা, ছলা
কতই তার, সে চিরচঞ্চলা!

অর্থ যে রে অনর্থেই মেশা !
ধর্ণা দেওয়া আশ্রিতের পেশা !
রেষারেষিতে ইতিহাসের নেশা

ছুটল বুঝি, ফুট্‌ল ত্রিলোচন।
মন্ত্রী খুঁজে' তবু বেড়াস মন ?
নানা মুনির নানাদলের বন
হায়েনা আর শিবার দলে ঠাসা
সেখানে কিবা অমাত্যের পেশা ?

যেখানে যাই মৌরসী পাট্টারে !
নগরপাল হবার চাল নেই।
ধারে তো নয়, আশ্রিতের ভারে
রাজন্যেরা গুপ্তচরে মেশা।
বিদ্যালয়ও বংশগত পেশা।

তোমাতে, মাগো, ইষ্ট খুঁজি তাই,
নির্বিকার সোঽহমে যাবে মেশা।
নির্বিচারে হৃদয়ে ঢালো নেশা
বাহুতে তুমি শক্তি, মাগো, তাই
ছেড়েছি আজ গণেশঘেঁষা পেশা।
একান্নটি প্রণাম করে যাই,
আমাকে আজ বিদায় দাও ভাই ॥

Oisive jeunesse A tout asservie
Par delicatesse J'ai perdu ma vie—Rimbaud

(চঞ্চল চট্টোপাধ্যায়-কে)

থেকে থেকে দেয় মুখর বিরস প্রহরে হানা
ধূসর দিনের রেশারেশি আর নির্জনতা,

কর্মকাণ্ডে বিবশ শহরে মানে না মানা,
রেখে যায় ঘরে অনিদ্রাজীবী নির্মমতা।

প্রত্যহ হানে অত্যন্ত যে অভাব রোজ,
প্রত্যহ সে তো চলে অনন্তকাল ধরেই!
মূর্খ মানব! নির্বোধ মরস্বভাব! ভোজ-
বাজির আশায় মরিয়া ঝুলছে ডাল ধরেই।

জাগে অনর্থ প্রত্যহ! চোখে নিদ্রা নেই,
কালের কেরানি টোকে যতো ছোটোখাটো বাকি।
সহৃদয়ও তাই ভুল বোঝে, আর ছিদ্র নেই,
পুনর্মূষিক বুদ্ধির পথে তাই ফাঁকি।

বাইরে কোথায় মেলাবে তোমার বেতালা সুর!
হে নিঃসঙ্গ শামুক! তোমার কুটিল মন!
কথা শোনো, করো ঘরকে বাহির, আপন পর,
হৃদয়কে করো আকাশের নীলে উন্মীলন,

যে আকাশে চলে প্রাজ্ঞ বটের নীলবিহার,
শঙ্খচিলের মিছিল ওড়ে যে আকাশ জুড়ে
সূর্যমুখী যে শূন্যে পেতেছে হৃদয় তার,
নক্ষত্রের আবেগে পথের ধূলাও ওড়ে,

বৈশাখী সেই ঝড়ের আকাশে কান পাতো আর
বিরাট শূন্যে মৈত্রীর গানে মেলাও স্বর
দুহাতে হৃদয় মেলে দাও আজ ভীরু গোঁয়ার।
বিনয়ের জালে আঁধার তোমার শূন্য ঘর।

অনিদ্রাঘেঁষা স্বপ্নসাগরকিনারে ঘর,
আকাশে বন্দী সে গজমোতির মিনারে ঘর—
বৃথাই লজ্জা, বৃথা ভয় আজ স্বয়ম্বর
বারণাবতের ছদ্ম ছিন্ন দগ্ধ দীর্ণ হে বর্বর।

নিরাপদ

অন্ধকার ইন্দ্রপ্রস্থ
বনানীর বৈদেহী মর্মরে
ভ'রে ওঠে রোমাঞ্চ-কণ্টকে।
সঙ্গীহীন বন্ধদ্বার
আকণ্ঠ আরামে জানি ঘরে
নিরাপদ সুখে দুঃখে শান্তিতে বা শোকে
কেটে যাবে কাল যাবে এ নৈমিষকাল।
দুরগম্য কর্কশ শহরে—
অরণ্যের দুশ্ছেদ্য বহরে সঙ্গোপন প্রশান্ত প্রহরে
আমি আছি দীনহীন সাংখ্যের পুরুষ, বলি,
হে ঈশ্বর! বলি বারবার—
দুঃশাসন দুরন্ত শহরে
জোটে বটে দিশাহারা ছোটে পালে পাল
হে ঈশ্বর! ছোঁড়ে বটে, ওড়ে বটে শকুনির পাল
ঘোঁট করে, কেটে কুটে খুঁটে খায় নেশা করে
পেশাদার পাশা খেলে শকুনির পাল।
তবু বলি বারবার, হে ঈশ্বর! বাঁচাবে তোমার
নির্বিরোধ নিরীহ বঞ্চকে
সঞ্জয়ের শ্লোকে,
ইন্দ্রপ্রস্থে অন্ধকারে
সর্বংসহা বনানীর বৈদেহী মর্মরে,
শালপ্রাংশু সঙ্কটকণ্টকে॥

আবির্ভাব

(প্রভাস চন্দ্র ঘোষ-কে)

কানে কানে শুনি
তিমিরদুয়ার খোলো হে জ্যোতির্ময় !
কাটে ভয় যত সংশয়, ফোটে ভাষা,
আশা বলে যত অতীতের টান মরণের গান
সমাজের আর রাজকীয় মান

ভোলো, ভোলো ভয়।
বলে মৃদুস্বরে।
চলে আর চলে টলমল টলমল পদভরে
যত যাত্রী, শতশত যাত্রী
কিষাণ ঈশান
দিবারাত্রি ছিঁড়ে ছিঁড়ে পায়ে পায়ে ফেলে,
আলোর তরঙ্গে ঠেলে লক্ষ পদক্ষেপে
ঘোড়া, রথ, মোটর আর লরি,
ভোর হল বিভাবরী, পথ হল অবসান,
জাগো জাগো সীতা,
উনপঞ্চাশ পবনে পঞ্চভূতের ঐক্যতানে
নবসাম নব্যসংহিতা।
চলে রথ, চলে ঘোড়া,
বায়ান্ন জোড়া হাতী আর ঘোড়া, পাঁচশো আর পঁয়ত্রিশ হাজার
পদাতিক আর রাজদূত, চলে উট, ট্র্যাক্‌টার্‌, অর্গ্যানাইসার্‌,
এঞ্জিনিআর্‌, ডাক্তার, সমবায়-সর্দার
পঞ্জাবসিন্ধু উৎকল মারাঠা দলে দলে চলে বুঝি জাঠা
দেশদেশ নন্দিত করি

অবতার সাক্ষাৎ
সবিতুর্বরেণ্যম্
ধীমহি প্রচোদয়াৎ

মনে আছে সাধ
প্রভু ফুটে উঠি ফুল
শরতের পদ্মবনে,
তেপান্তরের স্থলকমল,
উপত্যকার নীলোৎপল,
গোচারণের লালকরবী,
তারা খাটে না, বোনেও না, তারা মাথা কাটে না, কোটেও না
অনুকূল সুযোগের সবুজ ঘাসে
সূর্যালোকে বিহ্বল সামান্য মানুষ,
চেয়ে থাকে তারা স্বল্প সার্থকতার অধিকারে
স্বয়ম্বশ সম্পূর্ণ সবল।
সাধ হয়—
অবসাদহীন আদিম অপরাধ—
পদ্মভুক্ দেশে যাব ভেসে
সাধ হয়
নীলে নীলে হই অবাধ স্বাধীন
ভেদাভেদহীন নীলে পক্ষলীন
নীল পাখী, শ্যেন, বাজ
ঝিকিমিকি লাল সোনালি ঈগল সামান্য মানুষ
মনে সাধ যায়
সেলাম সরকার
উমেদার ভিখারি বেকার
ক্লান্ত চাকুরিয়ার
সর্বান্ কামান্ পরিত্যজ্য
সাধ হয়

সম্বরো সম্বরো বজ্র
এ যে মৃদু মৃগের শরীর
অথবা তিত্তির
কিম্বা চড়াই কিম্বা মানুষ
করি না বড়াই প্রভূ
চড়াইএর ভার
সেও তো তোমার সেই তো তোমার
কানে কানে শুনি
আর দিন গুণি।

অবতার সাক্ষাৎ
করে দিলে মাৎ!
দূরবীণে দেখি আর কানে কানে শুনি জনগণমনে ওঠে ঢেউ।
আর দিন গুণি ॥

ভাংচি

তারার আলো যাক না ওরে নিভে।
বিজলিবাতি আছে তো পথজোড়াই।
মরে মরুক্ আদিম বুনো ঘোড়া!
স্বপ্নলালা ঝরাবে তবু জিভে
এঞ্জিনের মাতানো হুঙ্কার।
মাভৈ তাই গেয়েছি, সর্দার।

পরকীয়াকে কেআর্ করি থোড়াই,
প্রেম না হয় পালায় রে অতীতে!
পেয়েছি ঘর শহুরে বসতিতে,
মরুভূমিতে ডুবে মরুক্ ঘোড়া!
আমার ভালো ওআগন সারে সার,
মজুরি জোটে, মা-বাপ সর্দার।

চাঁদের আলো, তারার চির মেলা
আমার পথে ঘরের চারপাশেই,
দিনরজনী চলে মেঘের খেলা,
বাজের ডাক ক্ষণে ক্ষণে আসে,
দাবদাহের গা-সওয়া হাহাকারে
ভুলেছি শীত, ফাগুয়া সর্দার।

কাঁচা মাটিতে ফলে না আর সোনা,
মরেছে নদী, আকাশ দিওআনা,
বাস্তুঘুঘু করে যে আনাগোনা,
ভাগ্য করে দুহাতে তুলোধোনা,
নিজের বাসভূমে অস্থিসার
হয়ে কি লাভ, কি বলো সর্দার ?

এখানে দেখ চকমিলানো ঘর,
বন্দী হাওয়া গ্রীষ্ম করে দূর
কন্যাহীন শিবসওদাগর
শান্তি আর শৃঙ্খলার সুর
কচিৎ ভাঙে, হাঁকে খবরদার
প্রবলস্বরে পাইক সর্দার।

১৯৩৭

রসায়ন

সোনালি গোধূলি এল, তবু এই শূন্য চিদম্বরে
মধ্যাহ্ন পিঙ্গল রুক্ষ। নীলে লীন হৃদয় আমার!
পাণ্ডুর বিহ্বল হল প্রাণদীপ্ত ক্ষেত ও খামার
আকাঙ্ক্ষায় আসক্তিতে তবু চিত্ত বিড়ম্বিত মরে।

সজ্জিত মদির প্রেমে পাল তুলি, দগ্ধ বিগলিত
দেহ তবু, বৈতরণী জলহীন, গোষ্পদেরও জল !
হে গ্রাম্য রাখাল, রেললাইনের কুলি ! জীবনে চঞ্চল
করো সরস বন্যায়, করো সাধারণ্যে প্রচলিত।

দেহ ও মনের দ্বন্দ্ব, এই দ্বিধা—ব্যক্তি ও বিশ্বের,
সর্পিল দ্বৈতের স্তূপে প্রাণধর্মে রসালো কঠিন
ঋজু বনস্পতি হোক্ মৃত্তিকায় ঘনিষ্ঠ আকাশে
সমাহিত। ঢেলে দিক্ টাইমনেরা পলাতক ঋণ,
হেগেলের আত্মশ্লাঘা ভূমিসাৎ কারখানায় চাষে,
মাতিসের আল্পনায়, সঙ্কীর্তনে মালার্মে-শিষ্যের ॥

১৯৩৭

বৈকালী

(১)

অরুণ মিত্রকে

মর্মর নিথর
নিস্রোত ঢাকুরিয়ার দীঘি
ঘাসে ছাওয়া পাড় শুধু আগ্নেয়গিরির
গলিত উপত্যকায় তেরো নদীর পারে শূন্য শুক্নো তেপান্তর।
ক্ষমা নেই আর।
অবিশ্রাম ঘোরে
মোটাসোটা ধামাচাপা গাড়ী ঢাউস্ নহুষ
এমেরিকান্ কার
একআধটা নির্লজ্জ টুরার্
সাইকেল বা ফীটন
বাদাম আর হ্যাপিবয়
এসকিমো পাই সাইকেল চড়ে’।

কদাচিৎ যদি হাওয়া দেয়
ম্যাকাডামে যদি ধূলো ওড়ে।
বেজায় গরম
হগ্‌মার্কেটে ভিড় কম।
কৃষ্ণচূড়ার নিষিদ্ধ বিলাসে
গুল্‌মোরের বিবর্ণ সোনায়
শোনা যায় নাভিশ্বাস
দিকে দিকে চৌরিঙ্গীর উদ্বায়ু ট্র্যাফিকে
পড়ন্ত বাজার
পড়ন্ত রোদ্দুরে চিকচিকে
ঘোলাটে নদীর জল
সাইরেনের ডাক ছাড়ে নাকো
ক্ষমা নেই, ক্ষমা নেই যেখানেই থাকো
সিনেমায় নরম শীতেই
যদি ব'সে বাঁচি
নিনোচ্‌কার হাসি দেখি, হাসি
আর শেষে হাঁচি
ক্ষমা নেই মৃত্যুঞ্জয় কঠিন সময়
ক্ষমা নেই তার।
গ্রাম তো হাপর
হাঁপ ধরে সেই মরা ঝ'রে পড়া বাগানে ভাগাড়ে ঝোপে ঝাড়ে
ঘুঁটের ধোঁয়ায় শ্যাওলায় আগাছায় নোংরায় ভাঙাপথে
মড়াখেকো কুকুরের বিবর্ণ রোঁয়ায়
জীর্ণ মঠ বিদীর্ণ মন্দিরে
ঝির্‌ঝিরে মরা নদী, মজা খাল, কচুরিপুকুরে
দুই হাটে মারামারি, মেলা নিয়ে বোর্ডের ব্যবসায়
টিউব্‌ওয়েল্ কেউ বা বসায়!
প্রকৃতির কোলে আর শান্তি নেই, পাটকলে যায়!
দূর থেকে নম নম সুন্দরী মম জননী বঙ্গভূমি!

ক্ষমা কোরো ক্ষমা কোরো তুমি দুর্মর জীবন ভরো গানে ঃ
গান আমার ছড়ায় মাঠে ধানের ক্ষেতে বর্ষাজলে
আউষের বীজবপনের উতোল হাতে ছন্দে চলে
জ্যৈষ্ঠের আশ্ কারাতে আড়ংজমা জয়জয়কার
ভেসেছে আষাঢ়ধারায় রেলের বাঁধের ডুববে দুপার
বাজের হাঁকে শমন ডাকে ছড়ায় গানের বীজ মাটিতে
গাঁয়ের জমি উথলে ওঠে, নদী উছল ভরাটিতে।
নদীর পাকে বাজের ডাকে চিকুরজ্বালা এই বরষায়
ভাঙবে গদি ভাস্‌বে বানে গানের সুরে এই ভরসায়
শালিজমির মাটি চষি, একলা ভাবি দলে দলে
বীজবপনের ছন্দ কবে কাস্তে চালার ছন্দে চলে।

এ গরমে ক্ষমা নেই, মৃত্যুঞ্জয় কঠিন সময়
নীলকণ্ঠ ক্ষমাহীন। ইতিহাসে বিরাট প্রাসাদে
মহলে মহলে ঘোরে সময়ের ক্ষিপ্র গুপ্তচর
অবারিতগতি, চুপিসাড়ে স্থয়োরাণী ভাবে
তারই ঘরে মেটে বুঝি মিতালির সখ অন্তরঙ্গ
সে রাজদূতের, সাতমহলের সেরা সন্তফুল
অসহায় সুয়োরাণী ভাবে, কোটালের দূত তবু
আপন ধান্দায় চলে দিশাহারা একাগ্রসন্ধানে।
অম্লান সে ব্যাজহাস্যে মর্মভেদী আসন্ন আঘাতে
ক্ষমা নেই। অনাগত সসাগরা ধরিত্রীর এক-
চ্ছত্র দণ্ডধর সময়েরই হাতে। জানি জানি, তাই
শান্তি নেই ঘর্মাক্ত গুমোটে, সদাগর গোমস্তারা
ঘোরে শ্রান্তিহীন স্বার্থের ব্যসনে মরীয়াপ্রহরে
আপন মৃত্যুর পথে বৃদ্ধ বন্য পশুর মতন।
ক্ষমা নেই। ফিরে যাই ঘরে, উল্টাডিঙির প্রান্তে
আঁধার খোপের টানে সর্দার কলের সরকার
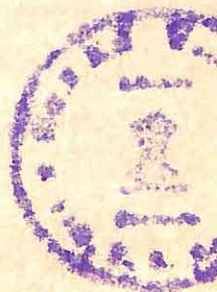
ফিরে যাই সাথে লয়ে মৃত্যুহীন প্রাণ
দূর থেকে ভেসে আসে ভাঙাসুরে বেকসুর গান ;
তবু চলে বুঝি বীর নয়, শুধু
লাখো কৃষাণ
ধূসর আকাশে দুর্মর শিরে
ওড়ে নিশান।
প্রখর তাপের আগুনের গোলা
সেজেছে মাটি
বিলাসী বর্ষা পাহাড়ের শীতে
পেতেছে ঘাঁটি।
সূর্য হেনেছে পক্ষপাতের
লাখো কৃপাণ।
চলে বীর নয়, হাজারো মজুর
লাখো কৃষাণ।
আঁধার খনির বুকচাপা তাপে
তারাই ঘোরে
চিমনির ধোঁয়া তারাই টেনেছে
কলিজা ভ'রে।
বহু বঞ্চনা বহু অনাচারে
অমর প্রাণ
বীরদল চলে হাজারো মজুর
লাখো কৃষাণ।
হে সূর্যদেব সাজেনা তোমার
এ অভিমান
শাণিত আকাশে উগ্র নিশানে
শোনো বিষাণ॥

(২)

কুমার-কে

পশ্চিমে দূর রাহুর কোটরে গত
জ্যৈষ্ঠের পোড়া দিন।
সূর্য তোমার কোমল শরীরে যত
ঢেলে গেছে তার ঋণ।

অক্ষের সীমা আঁধার, দ্রাঘিমা ক্ষীণ
দিগ্‌বলয়ের মতো।
দিগ্‌বধূদের বাষ্পে গোধূলি লীন,
দৃষ্টি শূন্যাহত।

মৌন কাকলি, বিরাট তেপান্তর
বিরাট, বর্ণহীন।
আজকে তোমার পৃথিবী অবান্তর,
আকাশ যে সঙ্গীন!

ঘোড়া কেন বলো নাচে হ্রেষাচঞ্চল
নাসাপুট উদ্ধত!
সে কোন পাহাড়ে চলেছে, নীলকমল
বলো কি তোমার ব্রত?

সাগরে-সেঁচানো কড়ির পাহাড়ে চুনি
ডালিমের লালে লীন?
প্রবালচূড়ায় পারিজাত চাও শুনি!
তাই কি ওড়াও দিন?

হৈমবতীর চোখের মুক্তা জোড়া
করবে হস্তগত?
শুধবে বলো সে কার নাচিকেত ঋণ
হে কুমার তথাগত?

চলেছে উধাও নক্ষত্রেরা যত
বিদ্যুতে পাখা লীন।
পিছু পিছু ধাও, ধূলায় ওষ্ঠাগত,
পক্ষীরাজ তুহিন।

পশ্চিমে দূর তুষার-চূড়ার পারে
গত জ্যৈষ্ঠের দিন।
সূর্য তোমার শরীরে দীপ্ত, আর
আলেয়া ঈর্ষাহীন।

(৩)

চঞ্চল-কে

জেগেছে হৃদয়ে প্রেমের মধুর জ্বালা,
তুমি তো পড়েছ সুললিত পদাবলী,
সেই আমাদের হৃদয়ের পাঠশালা ?
সেই ভাষাতেই আমরা তো কথা বলি।
তাই সংক্ষেপ, সব লক্ষণই জানো—
বসন্ত আসে শহরে মানো না মানো,
গরম হাওয়ায় সেই সুখবর রটে,
গলা পিচে আর উচ্ছল ডাস্ট্‌বিনে,
স্ক্যাভেঞ্জারের অকাল ধর্মঘটে
বসন্ত আসে দুর্গন্ধের দিনে !
হৃদয় জেনেছে তোমার পায়েই লোটা।
যুগধর্মের তালে তালে এসো চলি,
এদিকে ওদিকে বদলিয়ে পদাবলী,
বাহুবন্ধনে গন্ধশিশির ফোঁটা ॥

(৪)

কাজলা-কে

বৃষস্কন্ধে সূর্য স্থির, বৃষ্টিহীন গ্রীষ্মের মড়কে
বর্ষভোগ্য রুক্ষ শাপ চৈতালির গড্ডল-চড়কে
আজো দেখি রিষ্টি বর্ষে। বৈশাখের অজবন্ধু মেষে
কর্কটক্রান্তির পাপ ক্লান্তিহীন দুর্বাসার শ্লেষে
তাপমানে আজো জাতিস্মর। বজ্রপাণি উদাসীন,
স্বয়ম্বশ অমরার শীতকম্প্র ফরাসে আসীন।
দয়াহীন ইরম্মদ! ইন্দ্র হিম কুলিশকঠিন—
অন্যমনে গিয়েছে কি ভুলি'! হায়! হে পিতৃপ্রতিম
হে কালের অধীশ্বর! দানধর্মে দম্য তব রাগ!
হিরণ্ময় হে আদিত্য! সম্বরো সম্বরো পুরোভাগ!
হে পূষণ! বধো বৃত্রে বধো শীঘ্র বিশ্বলোপ হয়,
দম্ভোলি নিক্ষেপি বধো, গ্রাম্যের পৈশুন্য নাহি সয়।
কালিদাসী স্বর্ণযুগ জীয়াইয়া আতাম্র শহরে
কদম্ব কাননে, আম্রে, মেঘদূতে বৃষ্টি যেন ঝরে,
সন্ধ্যাকাশ ঢাকি কালবৈশাখীর নবধারাজলে
গলিত পিচের পথে, নীপবনে, ছায়াবীথিতলে।

(৫)

সর্ জি-পি-র গান

বেগোনিয়া ঝরে, ক্ষীণ পদভরে দোলায় শাখা
কৃষ্ণচূড়া ও পাতাবাহার ও শুপারিতাল,
ম্যাগ্নোলিয়ার পাপ্ড়ি খসায় রুপালি আঁকা।
বাতাসের পিঠে চেপেছে সিন্দবাদী বেতাল।

গায়ে ফোটে এযে স্পানিশ গরম, গীটার্‌-গীতে
নরম দেহের ইশারা বিছায় আঙুর-ক্ষেতে।
আল্‌হাম্‌ব্রার জ্যোৎস্নামদির সন্ধ্যামায়া !
গরম হাওয়ায় টোলেডো ছড়ায় গ্রেকোর ছায়া।

চীনে জুঁই কবে ফুটবে কে জানে স্বদেশী বেল !
রজনীগন্ধা, উজ্জয়িনীর মধ্যে-ক্ষামা !
এস নীপবনে ছায়াবীথিতলে দগ্ধ ঝামা
আকাশে ছড়াও হাব্‌সী মেঘের কঠিন শেল।

হে পর্জন্য ! ঐরাবতেরা দোলাক শাখা
কৃষ্ণচূড়া ও আম্‌লকি আর নিমের ডাল।
ভেঙে যাক্‌ ঝড়ে ল্যাম্পপোষ্টের কাচের ঢাকা।
হে ত্রিশূলপাণি ! কোথার বিশপঁচিশ বেতাল !

(৬)

এমার্সন-দের

আকাশে উঠ্‌ল ওকি কাস্তে না চাঁদ
এ যুগের চাঁদ হল কাস্তে !
জুঁইবেলে ঢেকে দাও ঘন অবসাদ,
চলো সখি আলো করো ভাঙা নেড়া ছাদ,
শুকাবে ঘামের জ্বালা মলয়প্রসাদ,
মরা জ্যোৎস্নায় চলো ভাস্‌তে।

ভয় কিবা ? কিছুতেই গণি না প্রমাদ
হাতে হাত, দোঁহে উঠি আস্তে।
কৈলাসসাধনায় কত শত খাদ !
কষ্টে কেষ্ট-লাভ জানো তো প্রবাদ !

আকাশে উঠ্‌ল কাস্তের মতো চাঁদ—
এ যুগের চাঁদ বুঝি কাস্তে !

সুখে নেই, তাই ভূতে কিলানোর সাধ !
কল্কির দেরি আছে আস্‌তে।
অনাচার অনাহার চলুক্‌ অবাধ
টর্‌পেডো চষে যাক্‌ নীলিমা অগাধ,
আজ আছি, কাল নেই, কেন সাধি বাদ
নগদবিদায়ে আজ হাস্‌তে ?

আপাতত নেই শিরে বোমার ফেঁশাদ,
অভাবেও আছি বেশ স্বাস্থ্যে,
বর্গীর দলে ভেড়ে যত প্রভুপাদ,
ঠগেরা বেনেরা পাতে চশমের ফাঁদ।
স্বার্থ ছিটায় মুখে মৃত্যুর স্বাদ,
চাঁদের উপমা তাই কাস্তে ?

নৃসিংহ চিনি নাকো, নই প্রহ্লাদ।
শুধু চাই শেষ ভালোবাসতে।
পোড়া ক্ষেত, সাইরেনে ক্ষীণ হল নাদ,
পিশাচের মুখে নামে মুখোস্‌ বিষাদ,
হৃদয়ে হাতুড়ি ঠোকে প্রেম, ওঠে চাঁদ,
এ যুগের চাঁদ বাঁকা কাস্তে ॥

(৭)

ক্ষিতীশ রায়-কে

দেশে ও বিদেশে শুনি ঘুরে ঘুরে শিবের গাজন,
রাজন্যসম্পদ শুধু ছদ্মবেশী বিদ্বেষ-ভীষণ।
দেশান্তরী প্রাণভয়ে ছিন্নভিন্ন সগরসন্তান
খোঁজে প্রায়শ্চিত্ত তীর্থ, মরুভূমি খোঁজে মুক্তিস্নান।

উন্মত্ত স্বার্থের শক্তি, অর্থ আনে অট্টহাসা বায়ু।
সর্বনাশে শুষে নেয় বর্ণহীন বণিকের আয়ু।
বসুন্ধরা সর্বহারা, ক্ষুধার্তের ঘর্মে শূন্য খনি,
স্তূপাকার রসদের বস্তা পচে, খুঁজে মরে ধনী।
ধামাচাপা ধর্মঘটে, নির্মনন শূদ্রচল রথে।
ধর্মধ্বজ লোভ ঘোরে সৈন্যকণ্টকিত রাজপথে
জলেস্থলে অন্তরীক্ষে ক্ষাত্রমৃত্যু খুজে' পায় মিতা
রক্তবীজ ব্যাসিলাসে, নিত্য শুনি মরণসংহিতা।
জনতায় আর্তনাদে অস্বাস্থ্যে ও কোলাহলে ভরে
ধোঁয়ায় মলিন ধূম্রলোচনের পীঠস্থান ঘরে।
ক্লান্তদেহে কর্মবীর—সর্বনাশা অর্থাভাব ঘিরে,
ভাবে গৃহস্থের সুখ বন্ধ্যা স্ত্রীতে, পুন্নামেরই তীরে,
নিদেন বধিরমূক সন্তানে বা লটারি বা রেসে,
নিদ্রার সাধনা আছে, কাল মেল, তাগাদা আপিসে।
হতাদর ঘরে, মনে আত্মগ্লানি জীবিকাপন্থায়।
ঘোড়া কি কুকুরে পাটে আশা নেই মলিন কন্থায়।
ক্রস্‌ওয়ার্ড্‌ রেখে দেয়, আজ কিসে কিবা যায় এসে?
হুণ্ডি দেবে কি কেউ বিশ্বব্যাপী দেশে কি বিদেশে?

(৮)

শ-অ-কে

পাহাড়তলীর গোপনগলির ফর্ণ্‌বনে
ছোট ছোট আলো লুকোচুরি খেলে ক্ষণে ক্ষণে
পাহাড়ধ্বসার শঙ্কাবিহীন স্বচ্ছ মনে।

সূর্যমুখীর সম্ভাষে কবে ঝরল চেরি
সিরিঙ্গা তাই পসারিনী হাসি করছে ফেরি।
দাবদাহ হতে অনেক দেরি।

ভূর্জের গায়ে রুপালি আলোর উপমা লাগে
ঝাউবীথি তাই নবযুবতীর শিহরে জাগে।
শিলীভূত হিম স্তম্ভিত বুঝি এ সংরাগে।

ডেজিভায়োলেটে সচ্ছলসুখে বনস্থলী
মন্দাকিনীর নির্ঝরে ধোয় রূপের বলি,
পঙ্গপালেরা সানু-প্রান্তরে, মুখর অলি।

তুষারহ্রদের নীলোৎপলের গন্ধ ভাসে
মুহুর্কম্প দেওদারে, লঘুহরিৎ ঘাসে।
কোথায় কিরাত? বৃথা সঙ্কোচ মিথ্যা ত্রাসে।
ছুটি তো ফুরাবে নৈনিতাল বা দার্জিলিঙে,
দিনযাত্রায় গলাবে মহান্ হরিৎহিমে,
হাল্‌কাহাওয়ায় খরবেগ হবে ক্রমশ ঢিমে।

হিংস্র শহরে ফিরবে হৃদয়ে মধুর স্মৃতি
ঘোর অভ্যাসে শিখবে জীবনযাত্রা-নীতি,
মানসবলাকা ফেলে দেবে পাখা এই তো রীতি।

অতএব এসো পাইন-মুখর ঝর্ণাতীরে
লাইম-ছায়ায় থাকুক আপেল গাছটি ঘিরে—
তাকিয়ে মরুক্ কালের দূত সে ধূর্ত চিতি॥

(৯)

অ-ব-কে

সূর্য হানুক তাপের বর্ষা
ক্লান্ত দেহে,
যাক্ না পাহাড়ে বিলাসী বর্ষা
অলকা-গেহে,

মড়কের পালা চলুক নাচার,
জেলায় জেলায়
বাধুক দাঙ্গা, চলুক প্রচার,
কালের ভেলায়,
স্বার্থপরের উৎসবও হবে
নৌকাডুবি ?
মহাজন তার মাহাত্ম্য তবে
কি মুলতুবি
করবে কখনো, কখনো তর্‌বে
সব বকেয়া ?
কখনো ফসলে জাঁকিয়ে ভর্‌বে
কালের খেয়া ?
তবু আছে মাটি, আর আছে ঘর,
দুর্মর প্রাণ,
কত কাল বলো পাশায় হারাবে
লক্ষ কৃষাণ ?

(১০)

অডেনজা-কে

সোনালি সূর্য যুগসন্ধ্যার লগ্ন
তোমার জন্মে সে কোন্ আদরে পাতল।
হোক্ না আঁধার, জহ্নুর জানু ভগ্ন,
কালান্তরের হ্রেষায় জগৎ মাত্‌ল,
তবুও তোমার জন্ম শুষ্ক গ্রীষ্মে
স্বল্পখুশিতে স্বল্পলোকের বিশ্বে।

জানি শেষ হবে রোষকষায়িত সন্ধ্যা
নাম্‌বে রাত্রি, হয়তো ঘুমের শান্তি

ভেঙে দেবে এই স্বার্থপরের বন্ধ্যা
জীবনপ্রতিমা, বুদ্ধিহীনের ভ্রান্তি।
তাই তো তোমার জন্ম ভয়াল গ্রীষ্মে
স্বল্পখুশির ইসারা গুঞ্জ্ বিশ্বে।

তোমার জীবনে নূতনকালের সূর্য
হাসি কান্নার সুস্থ আলোয় হাস্‌ছে।
সে আলোর প্রাণ মুক্তি-প্রবল তূর্য
তোমার কণ্ঠে হাসিকান্নায় ভাস্‌ছে।
তোমার জন্ম বরাভয়ে এল গ্রীষ্মে
পূবপশ্চিমে, প্রাসাদকুটীরে, বিশ্বে ॥

১৯৩৬-৪০

কোনো বন্ধুর বিবাহে

নবঅলকার স্বপ্নমায়া
উল্কা ছড়ায় তারায় তারায়।
রচনায় তবু পড়ে তো ছায়া—
হৃদয় যদিই তোমায় হারায়!

চোখ মেলে দেখি ভাঙা ও গড়া,
মেলাই মেলায় আপন সুর।
আগত পুলকে ক্রমেই চড়া
মিলিত কণ্ঠে প্রাকার চূর্।

আগত সিদ্ধি! খোলে রে দ্বার!
জনতাদীপ্ত চলি সবল।
তবু দ্বিধা, ভাবী অন্ধকার
যদি দূরে যাও, কালের ছল!

নবঅলকার স্বপ্নমায়া
জানি খুলে দেবে আলোকদ্বার।
তবু পাশে চাই এ প্রিয় কায়া,
হৃদয় আমার! হৃদয় যার।

কোনো বন্ধুকন্যার জন্মে

কন্যকাদানে ধরাকে করেছে ধন্য
পিতা যে তোমার, তাই তো সন্ধ্যা রাঙবে।
থাকবে না জানি সেদিন এ জনারণ্য,
কাঁদুনিতে নয়, সহজে হৃদয় ভাঙ্‌বে,
রূপসীর মেয়ে! চড়া জয়গান গাও রে
নবজাতকেই নূতন আলোক পাও।

জানি হে নবীনা! তোমার যুগের কর্মে
আত্মগ্লানির ব্যর্থতা থেকে বাঁচবে;
শূন্যের নয়, পূর্ণের প্রাণধর্মে
হাহাকারে নয়, সম্ভাবনাই আঁচবে।
অতএব দায়ভাগে জয়গান গাও রে
ভাবীসৃষ্টিতে জীবনধর্ম চাও।

সূর্যাস্তের সোনাকে হানবে লাস্যে,
সূর্যোদয়ের হাল্‌কা আলোয় হাস্‌বে,
পিতৃলোকের স্বল্প তোমার লাস্যে
সমস্বযোগের সহজ জীবনে আস্‌বে,
প্রৌঢ়ত্বের ফেরানো ঘাড়েও গাও রে
যদি আসে প্রাণ, মৃত্যুকে কেন চাও রে॥

যামিনী রায়ের একটি ছবি

স্থবিরের স্থিতি চাও, স্বভাবজঙ্গম,
আত্মঘাতী স্থাবরের আশা !
ঋতুচক্রে চংক্রমণ, নীল শূন্যে ভাসা
ছেড়ে চাও শান্তি, বিহঙ্গম !
মিলাক্ সে আশা !
নীলিমার শূন্যস্রোতে যত, বিহঙ্গম !
খোঁজো সত্য, সুন্দর ও শিবে ;
পাখায় যতই ঝাড়ো তড়িৎ জঙ্গম,
তবুও নদীর তটে,
তেপান্তরে, ধূমাঙ্কিত মৃত্যুঞ্জয় বটে
কিম্বা কোনো প্রতীক্ষামধুর সলজ্জ কবাটে
তীব্র পাখসাটে
বিরাট ত্রিদিবে
মিলিবে না পৃথুল পার্থিবে।
ছাড়ো সব আশা,
ভাগ্যে আছে নীল শূন্যে লীন হয়ে' ভাসা
—যদি না জটায়ুভাগ্যে একদিন থেমে যায়
পক্ষবিধূনন আর অকস্মাৎ নেমে যায়
ঊর্ধ্বগ্রীব আশা ! হায় রে আমার
স্বভাবজঙ্গম ভীরু বিহঙ্গম !

১৯৩৭

প্রেমের গান

(সুভাষ মুখোপাধ্যায়-কে)

বনে বনে দেখি বসন্তের
যাওয়াআসা চলে ফুলে ফলে।
বাগানের ফুলই ফোটে না আর,
কেয়ারি ঢেকেছে জঙ্গলে
বন আর ক্ষেত ফুলে ফলে।

নীল নব ঘনে গগনে সেই
আঁধার ঘনায়, বৃষ্টি ঝরে,
মাটির গন্ধে, ভিজে হাওয়ায়,
মজা পুকুরেই মজা করে,
মরা নদী সেই ঘুরে মরে।

মাঘের সকালে সূর্য ছড়ায়
দুই হাতে সোনা মুঠি মুঠি।
তবুও কোটরে অন্ধকার,
হিমে হিহি হাড়, বন্ধদ্বার
ভাঙা ঝর্‌ঝরে নীল কুঠির।

পথে পথে পালে পালে কুকুর,
ভিখারিরা করে নালায় ভিড়।
সুখী দম্পতি, প্রণয় কিবা!
ঘরোয়ানা নেই, নিশা কি দিবা।
আমাদেরই প্রেমে লাগ্‌ল চিড়।
রাজপথে চলে প্রজার ভিড়।

সোনালি ঈগল

(প্রজ্ঞান রায় চৌধুরী-কে)

তবু আজ মেলে ডানা
তোমার স্বপ্ন যত।
নেভানো তন্দ্রাহত
শহরে দিচ্ছে হানা
সোনালি ঈগল যত।

মৌন আলোর থামে
ক্ষণিকক্ষিপ্র ট্রাফিকে
পথে পথে দিকে দিকে
চঞ্চু কি তার নামে
তোমার ঘুমের দিকে ?

ঝাপটে পাখা পাথরে
জানালায় শার্শিতে
ছাতে, দরজায়, ভিতে
পাখা হানে সকাতরে
নিরালা রাতের শীতে।

চুপিসাড়ে ঐ মরণ
ছড়ায় বামন চরণ
স্বার্থের ইসারায়
মানে নাকো ব্যাকরণ
ইতিহাসের ধারায়।

সোনালি স্বপ্ন তবু
নেহাৎ ব্যক্তিগত

বেদনায় জবুথবু
জটায়ুর পাখা ঝাড়ে
মরীয়া মর্মাহত।

শূন্যের নীলিমায়
আকাশও মৃত্যুনীল,
ছিঁড়ে গেছে সব মিল,
তবুও খুঁজি তোমায়—
যদিও আয়ু ঝিমায়,
স্বল্প সত্য যদি
হয়ে ওঠে সাবলীল ॥

চতুরঙ্গ

(অশোক মিত্র-কে)

১

সারাজীবন খুঁজেছি তাকে। ঘন অন্ধকারে
হয়তো কোনো স্বপ্নকালো মরণঘন রাতে
দেখেছি তার নীলিম চোখ, শীতকুয়াশা-প্রাতে
চাঁদের মতো দুচোখ তার, বন-অন্ধকারে।
কী মায়া তার জানি না নাম, জীবনে তার টান
চাঁদের মতো, জোয়ারে টানে পূর্ণিমার মায়া।
অমাবস্যা আঁধারে তার মর্মভেদী বান
উৎসবের ভিড়ে ছড়ায় বরতনুর ছায়া।
জানি না কিসে তাতে আমাতে তনুমনের মিল !
মিলনে দূর, বিরহে তারই অস্তিত্ব ছায়।
শরৎমেঘে আকাশ তারই আলোছায়ায় নীল
সারাজীবন ডেকেছি তাকে স্বপ্নইশারায় ॥

২

তুমি আছ কোন্ সাতসাগরের পার,
বাতাস তবুও ভ্রমর তোমার কথায়।
আকাশের নীলে দেখেছি চোখ তোমার,
বৈকালী ব্যথা গোধূলিতে যবে ভায়।
হৃদয়ে শুনেছি তোমার আপন কথা
উন্মনা ক্ষণে কাজের প্রহরে কত,
দেখেছি তোমাকে সুদূরে স্বপ্নাহতা,
তোমার আননে স্বপ্ন রয়েছে রত।

৩

তারার দল ছুটেছে নিজবেগে,
পাহাড় ওড়ে নীল যেখানে শাদা,
লক্ষ হাতে প্রাণ ছড়ায় কাদা
এই পৃথিবী, গতির ঢেউ লেগে।

সবুজ বট ছায়া বিলায় বটে,
নীলেই তার হাজারো হাতছানি,
শুশুক মাতে নীলসাগরে জানি
—প্রেম আমার পাড়ায় নাকি রটে ?

হৃদয় প্রিয়া দিয়েছি দুই হাতে,
প্রাণের লীলা তোমারই, সঙ্গিনী,
তোমাকে আমি আপন বলে চিনি,
তোমাতে প্রাণ ঘূর্ণীস্রোতে মাতে।

চলেছি ছুটে দেশকালের নীলে,
বাইরে ঘরে স্বার্থে ভয়ে মেশা

অগ্নিনাসা ঘোড়ারা ছোঁড়ে হ্রেষা
—তোমাকে বাঁধি সঙ্গতির মিলে।

প্রেম আমার তারা-তারায় লেগে
উল্কা, ভাবে থমকে' নিজ বেগে ॥

৪

বিদায়! তাহলে ধবলগিরির মৌনে বিদায়
হতাশ বাহুর শেষ পাণ্ডুর অঙ্গীকারে।
রক্তিম চূড়া অস্তরবির শেষমদিরায়
কঠোর প্রমাদে হৃদয় বিঁধায়। অশ্রুধারে
বিদায়! তন্বী! পৃথুল পৃথিবী তোমাকে ডাকে
সভ্য লোভের প্রবল স্বার্থে, হে বন্দিনী!
কারো দোষ নেই, অসহায়, বলো দুষ্‌ব কাকে?
তুমি তো জেনেছ আমাকে, আমিও তোমাকে চিনি।
আমাদের পথ দক্ষিণে বামে ত্রিশূল টানে,
তুমি ভেসে যাবে তুচ্ছ সচ্ছলতায়।
তবুও তুষারহ্রদ উচ্ছল তোমার গানে
চিরকাল, জেনো, শ্রেণিস্বার্থের অতীত কথায়।

১৯৪১

পার্টির শেষ

(দেবীপ্রসাদ চট্টোপাধ্যায়-কে)

গণ্ডেরির মহারাজা পার্টি দেয়, মুঠি মুঠি প্রাচুর্য ছড়ায়,
বাগানবাড়ীতে আসে নিমন্ত্রিত ছলে বলে এবং কৌশলে
জমিদার, দারোগা, হাকিম আর কলের মালিক দলে দলে
চর্ব্য চোষ্য পানীয়ের—সুদৃশ্যা ও সুশ্রাব্যার দর্শন-আশায়।

নিচে হ্রদ, এঁকে বেঁকে লালজল আঁকা বাঁকা পাহাড়ের গায়
বুদ্বুদ ছড়ায়, পালে সূর্যাস্তের সোনা লাগে, দঙ্গলে দঙ্গলে
হাট থেকে চাষী ফেরে। গাংটার ভয়ঙ্কর রক্তাক্ত জঙ্গলে
নবাবী সূর্যাস্ত ঝরে। সন্ধ্যা জমে, উৎসবের মুখর সোনায়
তাঁবু সারে সার, ধোঁয়া ওড়ে সদ্যমৃত শিকারের পাচ্যস্বাদে।
মূল্যবান অবসাদে অতিথি সজ্জন হলে অবশ অসাড়,
রাজা শুধু ম্রিয়মান, বিলাতী কুকুর তার পড়ে গেছে খাদে,
নর্তকীর সঙ্গীত ও গায়িকার নৃত্যশোভা তাই তোলপাড়
করে না বুঝিবা শুধু বনিয়াদী তারই চিত্ত। বেলোয়ারি ঝাড়
একে একে নিভে যায়। বমনবিধুর সেই ঘরের কোণায়
অন্ধকার ছিঁড়ে যায়। পাহাড়ের সূর্য ওঠে রক্তাক্ত সোনায়॥

১৯৩৯

১৯৩৭—স্পেন

প্রণয় পালাল প্রচণ্ড ভ্রূর ভঙ্গে।
ডুবেছে সাগর-মন্থনে দামী মুক্তা।
রক্তে মুছেছে রুচির হাসির শুচিতা।
অঘোরপন্থী শুধু খোঁজে আজ সঙ্গী।

অগ্নিবাণের চাতালফাটানো হাস্যে
বালির পাহাড়ে ধামা চাপা গীতাভাষ্য।
ক্ষ্যাপা শুধু ঘোরে স্পর্শমণিরই খোঁজে কি ?
জীর্ণ দেউলে, বিদীর্ণ গম্বুজে কি ?

ঘর ও বাহির আপন ও পর পন্থা
আজকে শুধুই গোপন থাকুক গ্রন্থে।

বন্ধনহীন পথ বেঁধে দেয় গ্রন্থি।
ছিন্নকন্থা-দলেই ভেড়ে সামন্ত।

চাচা-র আপন প্রাণ বাঁচানোর ক্ষেত্রে
শিং ভেঙে মেশে স্বার্থে শত্রুমিত্র॥

পদধ্বনি

(হম্‌ফ্রি হাউস্‌-কে)

পদধ্বনি ?
কার পদধ্বনি
শোনা যায় ?
মদিরহাওয়ায় রজনীগন্ধার মতো
কেঁপে ওঠে রোমাঞ্চিত রাত্রির ধমনী।
ও কে আসে নীল জ্যোৎস্নাতে
অমৃতআধার হাতে ও কে আসে আমার দুয়ারে,
বার্ধক্যবাসরে ?
অসহায় জরাগ্রস্ত পাণ্ডু অসূয়ারে
ছিন্ন করে দিতে আসে সর্পিল উলূপী
তিমিরপঙ্কের স্রোতে, রসাতলসঙ্কুল আঁধারে ?
হে প্রেয়সী, হে সুভদ্রা,
তোমার দাক্ষিণ্যভারে,
হৃদয় আমার
বারবার হয়েছে প্রণত,
প্রেম বহুরূপী
যতবার যত ছদ্মবেশে
প্রসন্ন হয়েছে জানি উদ্বৃত্ত সে তোমার লীলার।

মন্থিত স্মৃতির রাত্রে শালীন ঐশ্বর্যে স্বপ্নে বিচ্ছুরিত ঘুম—
বিস্তীর্ণ জীবন ভ'রে বুনে' গেছি কত শত আকাশকুসুম—
অভ্যস্ত প্রহরে এই নিয়মের সজ্জিত নিগড়ে
সুরভি নিশীথে,
ক্ষয়িষ্ণু কর্মের প্রান্তে ঘনিষ্ঠ নিভৃতে
হে ভদ্রা, এ কার পদধ্বনি !
ছড়ায় অমনি নক্ষত্রের মণি সে কোন্ অধরা
উন্মত্ত অপ্সরা !
সুরসভাতলে বুঝি নৃত্যরত সুন্দরী রূপসী
বিভ্রান্ত উর্বশী !
আকস্মিক কামনার উদ্বেল আবেগে
পদক্ষেপ মাত্রারিক্ত, বহুভুঞ্জিতার
মুদ্রা লোল উচ্ছ্বাসের বেগে।
সে আতিশয্যের ভার
বিড়ম্বিত করে দেয় পার্থের যৌবন,
মুহূর্তের আত্মদানে সঙ্কুচিত এ পার্থিব মানবের মন।
হে ভদ্রা, এ হৃদয় আমার
তোমাতে ভরেছে তাই কানায় কানায়
প্রেমের একান্ত দানে টলোমলো একাধিকবার
বৈতরণী অলকনন্দায় যমুনাগঙ্গায়
ঘুরে' ফিরে' আদিঅন্ত তোমাতে জানায়
সম্মিলিত জীবনের আদিগন্ত মুক্ত মোহানায়।
মনে পড়ে সেদিনের ঝড়ে সে কী পদধ্বনি হুঙ্কার, টঙ্কার
উৎসবের অবসরে
আমাদের পলায়ন প্রেমের বিহ্বল বেগে, হে ভদ্রা আমার,
যাদবের পঙ্গপাল পিছে তাড়া করে,
পিছু পিছু ছোটে পদধ্বনি,
ক্ষিপ্র কৃষ্ণ ব্যাজরোষে, স্ফীতোদর হলধর ক্ষিপ্ত ধাবমান,
তোমার নিটোল হাতে উল্লসিত সে তুরীয়যান,

দেশকালসন্ততির পারে
অবহেলে করেছি প্রয়াণ।
পদধ্বনি সেই পদধ্বনি
আমাদের স্মৃতির বাসরে
জরিষ্ণু ধমনী ক্ষিপ্র করে,
দেহাতীত এ তীব্র মিলনে কালোত্তর ক্ষণে
সমগ্র সত্তার অঙ্গীকারে
তোমাকে জানাই আজ, হে বীরজননী,
প্রাণৈশ্বর্যে ধনী বিরাটচৈতন্যে তাকে করেছ স্বীকার।
তবু পদধ্বনি !
হৃদ্‌পিণ্ডে কে স্পন্দমান, রক্তে তার দোলা !
স্মৃতির পিঞ্জরদ্বার রেখেছি তো খোলা
তবু কেন এতই অস্থির !
স্মৃতির ঐশ্বর্যে ধনী, বার্ধক্যবাসরে
সঞ্চিত অতীতে জানি গচ্ছিত জীবন,
তবু অভিমানী
কেন অকারণ পক্ষবিধূনন ! আর সেই পদধ্বনি !
ওকি আসে নগ্ন অরণ্যের
প্রাক্‌পুরাণিক প্রাণী ? অসভ্য বন্যের পিতৃকুল ?
দানবজন্তুর পাল ?
দন্তুর ভয়াল
প্রাক্তন পৃথিবী ওঠে নিজস্ব স্মৃতির
করাল অতীত নিয়ে আমার অতীতে ?
আমার সত্তার ভিতে বর্বর রীতির
সে পার্থিব স্মৃতি
জাগায় পার্থের-ও ভয়।
মনে হয় এই পদধ্বনি
এই পদধ্বনি শোনা যায়—
বুঝি ধায়

প্রচণ্ড কিরাত!
উন্মথিত হিমশিলা, তুষারপ্রপাত ঝরে, পলাতক কিন্নরীর দল,
ছিন্নভিন্ন দেওদারবন!
শালপ্রাংশু হাতে সব পাশবিক বল,
চোখে জ্বলে প্রচ্ছন্ন অনল! পাশুপত ছল!
আহা! সে তো শুভ্র আবির্ভাব, দেবতার উদার প্রসাদ!
মিলে গেল নবশক্তি আত্মদানে উজ্জীবিত ভীত অবসাদ।
তবু আজ এ কি কলরব! পদধ্বনি! দুরন্ত মিছিল!
ঘুমন্ত নগর, ঘরে ঘরে খিল,
ঊর্ধ্বশ্বাস উৎসবে কাতর বিলাসী যাদবযুবাদল
অতীতঅর্জিত সুখে এলোমেলো অলসভোগের
স্বার্থপর আবিষ্কারে ক্লান্তিভারে নিদ্রান্ধ বিকল।
হায় কালের ধারায়
নিয়মে হারায় পার্থসারথির পরাক্রম।
বটের ছায়ার মতো, সর্বক্ষম নেতার রক্ষায়
ছত্রধর নেই আজ সম্পূর্ণ মানব।
স্মৃতি তার দ্বারকায় অবসরবিনোদনে লোটে;
স্মৃতি তার কদম্বছায়ায়, যমুনার নীলজলে বৃথা মাথা কোটে।
তবু এই শিথিল প্রহরে
নুপূরমঞ্জীরে ঘোর শঙ্খরবে মেতে ওঠে কার পদধ্বনি!
পদধ্বনি, কার পদধ্বনি! কারা আসে সঙ্কুল আঁধারে
তিমির পঙ্কের স্রোতে প্রান্তর ও অরণ্যকে ছিঁড়ে'
উল্কার উন্মত্ত বেগে ভূকম্পের উচ্চ হাহাকারে
বিষায়ে রক্তের স্রোত, আচম্বিতে কাঁপায়ে' ধমনী
কার পদধ্বনি আসে? কার?
এ কি এল যুগান্তর! নবঅবতার!
এ যে দস্যুদল!
হে ভদ্রা আমার!
লুব্ধ যাযাবর! নির্ভীক আশ্বাসে আসে ঐশ্বর্য-লুণ্ঠনে,

দ্বারকার অঙ্গনে অঙ্গনে
চায় তারা রঙ্গিলাকে প্রিয়া ও জননী
প্রাণৈশ্বর্যে ধনী,
চায় তারা ফসলের ক্ষেত, দীঘি ও খামার
চায় সোনাজ্বালা খনি। চায় স্থিতি, অবসর।
দস্যুদল উদ্ধত বর্বর
আপন বাহুর সাহসী বুদ্ধিতে দৃপ্ত ভবিষ্যে নির্ভর
দস্যুদল এল কি দুয়ারে ?
পার্থ যে তোমার
অক্ষম বিকল ভদ্রা, গাণ্ডীবের সে অভ্যস্ত ভার
আজ দেখি অসাধ্য যে তার !
চোখে তার কুরুক্ষেত্র, কাণে তার মত্ত পদধ্বনি,
ক্ষমা কোরো অতিক্রান্ত জীর্ণ অসূয়ারে।
ব্যর্থ ধনঞ্জয় আজ, হে ভদ্রা আমার !
হে সঞ্জয়, ব্যর্থ আজ গাণ্ডীব অক্ষয় ॥

১৯৩৮

বঞ্চনা

সূর্যাস্তের ছায়ায় বিরাট
মূর্তি ধরেছে বঞ্চনা।
নিজের ছায়ায় নিজে ভয় পাই,
ভাগ্য কুড়ায় গঞ্জনা।

হঠাৎ জীবন হাতপা ছড়ায় !
এই ভর ক'রে এসেছি আজ
সন্ধ্যার কূলে কালের চূড়ায়,
উলঙ্গ নীলে ভেসেছে সাজ।

তোমাকে দেখেছি হে ভোজরাজের
পুতুল, আমার রঞ্জনা !
গ্রামছাড়া পথে রাঙা মাটি ঝামা,
গোষ্পদ নদী অঞ্জনা।

মৈত্রী সেজেছে পেশোয়াজ ছেড়ে
অহংকারেই কর্মক্ষয়।
স্বর্গখেলনা গড়েছি কজনা,
সে গড়া মরিয়া ভাঙার ভয়।

আত্মম্ভরী হে যশোলিপ্সু
বিশ্বম্ভর বঞ্চনা !
মধুকৈটভে স্বরূপ দেখেছি,
কোথা মেদিনীতে সান্ত্বনা ?

সপ্তপদী

(১)

সোনালি লগ্নে দেখা হয়ে গেল
সোনাখচা বাঁকা রঙীনপথে।
এলোমেলো দিনে আনমনে চলি,
চড়ি নি বিজয়ী মুখর রথে।
তবুও ছড়ালে আয়ত নয়ন,
সোনালি আকাশ ছড়ালে নীলে।
শালঅরণ্যে ও ঋজু শরীরে
খুঁজে পাই দূর হঠাৎ মিলে।

কিংশুকবনে যে হাসি ছড়ালে
শুধু অকারণে পুলকময়ী।
সে আকাশে দেখি আপনাকে ছাড়া
সাধনার শেষে, ক্ষণিকা অয়ি।

(২)

পান্থ প্রেমের এই গুরুভার
তুমি ছাড়া বলো বইবে কে ?
তোমার আঙিনা দিয়ে ভিজে যাই
দ্বার খোলো বঁধু তাই দেখে।
নদীতে জোয়ার খেয়াপারাপার
বন্ধ হয়েছে, হাট লোপাট।
শুধু আছে মেঘে বজ্রআবেগে
আকাশছড়ানো বিজন বাট।
এই দুর্যোগে ঘর-কে বাহির,
তুমি ছাড়া বলো, বার-কে ঘর
কেই বা করবে ? তোমারই হৃদয়
আকাশের নীড়, নদীর চর।
আত্মদানের সে নীল আকাশে
বিরাট শূন্য বাঁধবে কে
তুমি ছাড়া বলো ? তোমারই হৃদয়ে
থমকাই শেষে, তাই দেখে॥

(৩)

শিল্পসুদূর কৈলাসে আজ যাত্রা—
ধ্রুপদী হৃদয় খোঁজে তার ধ্রুব মাত্রা।
পালায় এখানে কঠিন চিত্রগুপ্ত।

চিত্রশালায় স্তম্ভিত সৌন্দর্য
ঘুরি ফিরি দেখি, সঙ্কোচ খোলে ছন্দে,
জেগেছে মুক্তি স্বপ্নের ভয়ে সুপ্ত,
বাঁধন ভেঙেছে, অধরায় নির্লজ্জ
শতমূর্তিতে তোমাকেই তাই বন্দে।
অনাহার আর অনাচারে পচা ভাদ্র
হোক্ না, তবুও একাধিক খাঁটি মিত্রে
কেটে যাবে কাল অকালেও জানি সত্য,
সেই সাহসেই তোমাকে ঘিরেছি ভক্ত॥
সুরের মাধুরী ছাপায়ে নয়ন আর্দ্র,
হৃদয় স্বতই কৈলাস তব চিত্রে॥

(৪)

তোমার মনের শুভ্রশিখরে খুঁজেছি বাসা
নীড়-আকাশ।
এ নিরালম্ব জনতাসাগরে চুকেছে ভাসা
রুদ্ধশ্বাস।
ছিন্ন ঢেউয়ের নীলিম ছন্দে চিনেছে মন
আপন সীমা।
স্বয়ম্ভরের আত্মসাধনা হল আপন
ভাঁটায় ঢিমা।
অমারজনীর মদিরায় নেই নীড়আকাশ
জেনেছে মন।
তোমাতেই পাই প্রাণসত্তার নীলিমাভাস,
তাই আপন।

(৫)

গোধূলি নামাল তার পরিছিন্ন স্তব্ধতার পাখা।
সহরের পাণ্ডু মুখে দেখা দিল বিবর্ণ আবেগ।
জনাকীর্ণ প্রেক্ষাগৃহে আঁধারের নীল আভা আঁকা।
ঘোমটায় ঢাকা আলো। স্তব্ধতায় নিস্তরঙ্গ দোঁহে।
—ভেঙে গেল সে কৈলাস অকস্মাৎ তীব্র মৃদুস্বরে,
ভিয়োলার শব্দস্রোত কেঁপে গেল স্থির মৌন ঘরে।
তোমার চোখের ঢেউ ধুয়ে দিল তাক্ষ্ণ নীরবতা।
তোমার কথার পাখা এনে দিল ক্লিষ্ট ব্যবধান।
তবু চিত্ত তব চিত্তে মুমূর্ষায় করেছে প্রয়াণ।
—না থাকে তো নাই থাক্ জীবনান্তে পদস্থ পেন্‌সান্,
আত্মীয়অভাবে বিশ্ববিদ্যাহীন কেঁদে যাক্ প্রাণ,
জানি জানি রুদ্ধদ্বার সে কারণে করপোরেশান্।

(৬)

অপরাজিতা! পাপ্‌ড়ি যদি ঝরেই আজ পড়ে
শহুরে ধোঁয়াওড়ানো ফুলদোলানো হিমঝড়ে,
মরণ যদি গলির মোড়ে হাতছানিতে ডাকে,
তোমার চোখ যদিই কভু বাঁকাও আর কাকে,
তবুও আছে উদয়রবি, সন্ধ্যাকাশে রঙ্গ,
নীল নিথর বৈকালী বা মেঘেরই মৃদঙ্গ—
মরুভূমির পাণ্ডুদাতে আছে তমালতাল;
জীবন জানি হোমশিখায়, হৃদয় জেনো তবু
প্রেমের গানে উদ্দীপিত গথিক্ ক্যাথিড্রাল্।

(৭)

বর্ষে বর্ষে কাল কাটে, প্রাত্যহিক, নিঃসঙ্গ, করাল!
বৈশাখীর ঝঞ্ঝা জীর্ণ গ্রীষ্মে শেষে হয় ভস্মলীন,
প্লাবিত বর্ষার গান, শরতের সূর্যাস্ত মলিন,
হেমন্তের হাহাকারে পলাতক মানসমরাল!
জমে' ওঠে রক্তবীজ জীবনের অলক্ষ্য অভ্যাস,
থরে থরে গুপ্তচর জলে স্থলে বায়ুহীন মেঘ।
শাণিত বিদ্যুতে চেরে ঘনঘটা, স্বনিত আবেগ,
পুঞ্জে পুঞ্জে ঘেরে ক্ষোভ, মনান্তরে ছিঁড়ে যায় ব্যাস—
ছিন্নভিন্ন হাওয়া ছোটে, বৃষ্টি পড়ে, ডোবায় আকাশ,
ধুয়ে যায় মাঠক্ষেত, গাছপাতা, নদীর জঞ্জাল,
সূর্যালোক স্বচ্ছস্নাত রেঙে ওঠে দিক্‌চক্রবাল,
ছেয়ে দেয় আদিগন্ত ইন্দ্রধনু বিরাট আকাশ।
সে অতলনীলে স্তব্ধ স্মিতহাস্য কালের রাখাল
পাহাড়ের নীল চূড়া। সে আকাশ তোমারই আকাশ॥

১৯৩৬

জন্মাষ্টমী

(সুধীন্দ্রনাথ দত্ত-কে)

O Freunde, nicht diese Töne—
Beethoven : Symphony No. 9. in D minor

সন্ধ্যার ধোঁয়ার মুষ্টি উঠে আসে সুচতুর
রুদ্ধ করে নিশ্বাসপ্রশ্বাস
বাষ্পগন্ধ স্পন্‌জ্-হাতে।

পথে পথে দুয়ারে দুয়ারে
ঘরে ঘরে বিবর্ণছায়াতে
পরবশ বিশ্রামের গুল্মবায়ু, কল্মষবিলাস।
লোক যায়,
পথে পথে লোকেদের ভিড়,
পথে লোক ঘরে ফেরে,
নানাবেশে নানাদেশী যায়
নির্বোধের মদগর্বে, স্বার্থপর লজ্জাহীনতায়,
ঘৃতস্ফীত ক্ষিণ্নমন, ক্ষীণপ্রাণ, জীর্ণ শীর্ণকায়,
এলোমেলো বাঁকা পায়ে, ট্রামে, বাসে, হয়তো বা 'কারে
সারে সারে কাতারে কাতারে।
ঘামে আর নিশ্বাসের
কিণ্বস্রাবী উদ্‌গারের উচ্ছিষ্ট হাওয়ায়
নামে সন্ধ্যা তন্দ্রালসা
সোনার কবরীখসা
অগণন ভিড়াক্রান্ত এ শহরে, হে শহর স্বপ্নভারাতুর!
লেক আর খালপার, এসপ্লানেড্ আর চিৎপুর!

ছড়াবে করকাধারা
কৈলাসতুষারধারা
অগণন ভিড়াক্রান্ত এ শহরে নিঃসঙ্গ বিধুর
স্বপ্নভারাতুর।

পণ্ডশ্রম দাবদাহ! ঘর্মপাত ব্যর্থ গেল!
আযোজন বালুচরে ঝ'রে যাবে সোনা,
অদৃশ্য অস্পৃশ্য ঝরে কৈলাসের হৈমবতী কণা।
পারিজাত কুরুবকশাখা
মৃত্যুপর্ণ হাত নাড়ে সমস্বরে হাজারে হাজারে
পাখা ঝাড়ে শতশত মানসবলাকা।

আনন্দ, আনন্দ বুঝি! আনন্দনিষ্যন্দন আকাশ।
আনন্দে শিহরে শূন্য
লঘিমায় স্পন্দমান
মর্মভেদী বাতাসের কায়াহীন বেগে।

মালিনীরা বৃথা হাত নাড়ে
সিনেমায় শ্রান্তি যায় কৈ?
ক্লান্তি নামে স্বপ্নের আড়ালে।
ক্লোস্‌অপ্‌ আলিঙ্গনে
মদালস গভীর চুম্বনে
বিদ্যাসুন্দরের যত নব্য হৈচৈ!
কলম্বস্‌-আবিষ্কৃতা,
বিদেশিনী মহাশ্বেতা,
স্নানসজ্জা বাহু আর কদলীদলিত উরু
বৃথাই নাড়ালে!
পল্লবঅঞ্জন চোখে মুক্তাবিন্দু খল শোকে,
বৃথাই দাঁড়ালে!
দন্তুর হাসির ছটা বিম্বাধরে বৃথা, বৃথা কামধনুভুরু।
শ্রোণিভারনিলীনবসনা
বৃথাই রূপ ও বাণী প্রসাদ বিতরে
মিষ্টান্নমিতরে জনাঃ
লেলিহরসনা।

তাহলে, বিদায় বলি।
দাবদাহে জগ্ধতৃণ দগ্ধমরু প্রদীপ্ত বাতাসে
যৌবনের গান ঝরে, সিরোক্কোর একঘেয়ে কলি।
ভঙ্গুর জীবনলোভী শ্বাসে
ব্যর্থতার গ্লানি বয় মৌন মন
অনুতাপে পরিম্লান মৌল নিরাশায়,
অন্ধকারে দিশাহারা জিজীবিষু সগরসন্তান।

নিরন্তর প্রমাজ্ঞান
প্রাক্তন প্রমাদে কোন্ কৌল মুমূর্ষায়
হৃদয় বিষায়।
গুহা ভেঙে রশ্মিহারা পঙ্গপাল কবন্ধের পাল
বুঝি বাহিরায়
শিরায় শিরায় উন্মাদ আবেগ।
সদসৎ ধর্মাধর্ম নিরালম্ব আকাশকুসুম
পিছু পিছু নিয়ত ছোটায়
সঞ্চয়ের দুরন্ত তৃষায়,
জিজ্ঞাসার দুর্মর নেশায় জাগরণ-ঘুম
নিরানন্দ বুভুৎসায়
কেটে যায় ঈশানঝঞ্ঝায় দুরন্ত সিমূম
কালের খেলায়।
বিষয়ী-বিষয় তবু মরীচিকা, সুদূরে মিলায়
ব্যষ্টি ও সমষ্টি আর প্রত্যয় প্রতীক্ সঙ্কল্প-বিকল্প লীলায়
নামে রূপে কর্তা ও ক্রিয়ায়
নিজেদেরে শূন্যেই বিলায়।
পৃথুল পৃথিবী শুধু
বিড়ম্বিত-নীবি
নয়ন ও মন নিয়ত ভোলায়
স্বর্ণমারীচের ডাকে নানাঅছিলায়,
কস্তুরীযূথের পায়ে
ঊর্ধ্বমুখ ক্ষুরে ক্ষুরে ঢেকে দিয়ে দিগন্ত ধূলায়।

হয়তো বা ছুটে আসে মগধের পদাতিক,
হয়তো বা অশ্বারূঢ় রক্তবর্ণ সেনা।
বাড়ী যাই ঊর্ধ্বশ্বাসে,
পিছু পিছু ছুটে' আসে
ক্ষিপ্র উচ্চৈশ্রবা।

এ যে দেখি বিষম বাতিক !
দুর্জনবিহার করো
দূরে পরিহার,
রেখে দাও বৈকালিক পার্কব্যাপী সভা।
ঠিক জানো ধনঞ্জয়, তুমিও ছুটবে না ?
তার চেয়ে চালাও সমিতি,
জোটাও কমিটি,
সন্ধ্যাটা কাটবে তবু নিরাপদে, দশের সেবায়।
তেত্রিশকোটির মাঝে অসহায় মনে
ভাবো কি, কস্মৈ দেবায়
হবিষা বিধেম ?
গাড়ী নেই ? ভালো লোক ? হাট ছেড়ে বাট ছেড়ে
ঘরে বসে ঘেমো।

আমি যেন গ্রাম্যজন
বসে আছি বিমূঢ়, উৎসুক,
সংসারের কচঙ্গনে বিকিকিনি বাকি থাকে, কেটে যায় বেলা,
বিস্ফারিত দৃষ্টি, মুখ
শিথিল বৃহৎ আর লোল ওষ্ঠাধর।
পসারিনী তুলে দেয় হাট, আহিরিনী চলে' যায় ঘাট,
ভেঙে যায় মেলা।
ইন্দ্রিয়ের পঞ্চনদে খল কলরবে চলে
মননের মোহানায় ন যযৌ ন তস্থৌ খেলা। কেটে যায় বেলা।
রন্ধ্রহীন বিস্ময়ের
উভবলী সংশয়ের ত্রিশঙ্কু ক্ষণের
সঙ্কুল সন্ধ্যায় দেখি দিগন্তের পরিখার পারে
সারে সারে ছত্রধর মেঘ,
রথচক্রে সঞ্চিত আবেগ।

আমারই প্রশ্নের কাছে তারা বুঝি ধার চায়
পাঞ্চজন্য বেগ।
ভাবি শুধু দ্বারকার তথ্য কিসে মথুরার মধুর সঙ্গীতে
সত্য রবে, ভাবি কিসে তত্ত্ব হবে বৃন্দাবনী শ্যামকান্তগীতে।

ফীটনের নেই দরকার।
সূর্যের সারথি নই, অশ্বমেধ বই নাকো,
বাজারসরকার,
বড়ো জোর, পাটকলে পদস্থ কেরানী,
জজকোর্টে উকিলই হয়তো বা,
তেল নেই নিজেরই চরকার।
কিসের দরকার।
তার চেয়ে মাঠচষা ভালো,
ধারালো পায়ের খেলা ভারালো বলের মুখে
আধি কি সারাল?
সমুদ্রের ধারে সেই রক্তরাঙা সূর্যাস্তের পারে
য়ুলিসিস্ জানে না তো মোহনবাগান
বীরভোগ্য দ্বীপকুঞ্জে কুরুবক পারিজাত বনে
হেকটর না জানি হায় কি মজা হারাল।
আশা করি বেতারের গান
সে দ্বীপেও ভেসে যায়
যেখানে দিগন্তে চিরসন্ধ্যাময় আলো।
আশা করি স্বরঙ্গমা ডিয়োটিমা সুন্দরের প্রিয়া
শোনে এই ঐক্যতান,
রাজার কুমার
যেন গ্যালাহাড খুঁজে ফেরে অমৃতআধার
ভেসে যায় পক্ষীরাজে
যখন জটার বাঁধন পড়ল খুলে।

এই ঝড়ে ঊর্ধ্বশ্বাস অপচেতা বক্রপেশী আততিবিহীন
কবন্ধ দুঃস্বপ্ন ঘেরে
মোক্ষহীন ভিক্ষুকের বিষণ্ণ আবেগ।
হে বন্ধু, এ নাচিকেত মেঘ
আসন্নমুমূর্ষাক্ষুব্ধ আমার পাতাল
ধুয়ে দিক্, বজ্রযোগে বিদ্যুৎঅঙ্গারে
উড়ায়ে পুড়ায়ে দিক্ বিষঙ্গের উজ্জীবনে
সঞ্জীবনী প্রতিষেধে, সাবিত্রীক সম্পূরণে
বেঁধে দিক্ হে সুশ্রুত, উদ্গতির হিরন্ময় জালে।

তারপরে চা এবং তাস
ব্রিজ্ই ভালো, না হয়তো ফ্লাশ্।
ঘোরতর উত্তেজনা, ধূমপান, আর্তনাদ, খিস্তি, অট্টহাসি।
তারপরে বাড়ী
অম্লশূল আর সর্দিকাশি
এলোমেলো, গোলমাল, ঘেঁষাঘেঁষি, ধোঁয়া আর লঙ্কার ঝাল

তবু হায়
প্রচ্ছন্ন করাল
মহাকাল, ধূর্ত মহাকাল!
দিন আর রাত্রি কাটে, রাত্রি আর দিন।
অবিশ্রাম চলে অভিনব
স্বধর্ম-অন্বেষা,
পিছু পিছু চলে অবিরাম
স্যন্দন-ঘর্ঘরে তব
উচ্চকিত উচ্চৈশ্রব হ্রেষা।
যৌবন সঙ্গীন
নির্বিবাদে গিয়ে পড়ে প্রৌঢ়ত্বের অভ্যাসিক
যৌথজতুঘরে।

প্রারম্ভের পারিজাত ধুতুরায় পরিণতি পায়,
প্রাক্তন-পাশ্চাত্য আর কার্যকারণের
পালিতকুক্কুরবৎ পটু বশ্যতায়
দেখে যাই অকাতরে
অনাচার, অত্যাচার, অপচয়, অকালে, অকালে।
কিম্বা সত্বগুণে
আর্যলব্ধ স্বার্থতারণের
সরীসৃপ বিজ্ঞতায় চাঞ্চল্যের মুখে ফেলি নিষ্ঠীবন,
বলি, ধিক্, ধিক্।
তারপরে,
জরিষ্ণু প্রহরে
সন্তানের ফর্দ করি আজীবন বঞ্চনার পাইকারী আত্মত্যাগী
অর্থগৃধ্নুতায়,
কিম্বা হায়
দরিদ্র বৃদ্ধের তিক্ত সর্বহারা ভবিতব্যহীন
ব্যর্থতার একান্ত ব্যথায়।
আত্মকামে বিত্ত এই আর্যসত্য উপলব্ধি করে
অবশেষে ভুলে যাই কালের হাওয়ায়
ঈশানের আগমনীগানে, আনন্দউৎসবে,
ধ্বংসের বিষাণে
ভয়াবহ পরধর্ম যৌতুকের অট্টালিকা ভূমিসাৎ ছারখার
কালের হাওয়ায়।
ভুলে যাই রক্ষাকালী শ্মশানেই হায়।
ক্ষান্ত করো, ক্ষান্ত করো এই অন্ধ ধৃষ্ট বিদূষণ
তুলে দাও হিরণ্ময় ঢাকা
হে যম, হে সূর্য, হে পূষণ!

শ্মশান।
শ্মশানে আগুন জ্বলে,
হুইস্কি কি তাড়ি চলে।

খালের হাওয়ায় হিম শবগন্ধ প্রখর আঁধারে,
অনাথ রাত্রির আর্তনাদে
বসে আছি উবু হয়ে হৃদয়ে জমাট বাঁধে
পত্নীবিয়োগের পুণ্য কঠিন আঁধার।
ওপারে সারদা কাঁদে, এপারে প্রেমদা বাঁধে।
উদ্‌ভ্রান্ত-প্রেমের শোকে ডাক শুনি বৈরাগ্যসাধার।
ব্যর্থ করে বৈদ্যের বিধান,
ভেষজনিদান
চলে যবে গেল অষ্টসন্তানের মাতা যমপুরে
অকালে,
বাসুকি বুঝি বৃথা ছাতা ধরে'!
ব্রহ্মচর্য ব্যর্থ ক'রে চলে গেল বৃষ্টিঝড়ে,
গেলে হত রাত্রিশেষে
কিম্বা ভোরে, শাদা রোদপোয়ানো সকালে।
স্নান সেরে উঠ্‌বে এবার ?
পুন্নামের পথ বেয়ে রৌরবের নিরানন্দ দ্বার।

তোমার সর্বতোভদ্রে অনিকেত আমার কি স্থান
হবে সখা, হে কৌন্তেয় ?
শরীরে আমার আজও লাগে নি কো দাহগন্ধ,
সর্ববুদ্ধিমতে হেয়
মরণবৃত্তিক ছলা
আজও মনে জ্বালে নি মশান।
জানি বন্ধু, বুদ্ধিযোগী উপাসনা তব
এ নীরন্ধ্র
ঘন অন্ধকারে
অনন্দ অসূর্যলোকে
অর্গল লাগাবে নাকো দ্বারে।

বিস্মিত তোরণে তব
অতিথি এসেছি আজ, পরপক্ষ অজ্ঞাত অচেনা,
ছিন্নবেশ ভিন্নদেশী ভিক্ষাজীবী রুক্ষ বিভীষণ
শান্তিসেবী যুযুৎসুসমান।
ছিন্ন ক'রে ছায়াতপ, দীর্ণ ক'রে ভেদের আঁধার
জ্বালো পার্থ, পঞ্চাগ্নির প্রদীপ তোমার।

পাঁচটি চাঁপার কলির মুষ্টি তুলেছ বৃথা,
বৃথা তর্জনী গঞ্জনা।
জানি এ তোমার ছলার মাধুরী,
বিম্বাধরের তড়িৎ চাতুরী, অঞ্জনা!
তোমার হাসির পাণ্ডু আভাসে—
যাই বলো
জীবন হারায় একটি ক্ষণের তীব্রতায়
সব জন্মের সাধনার শেষ একটি মেঘের দীর্ঘশ্বাসে,
ঝ'রে পড়ে আজ জাতিস্মর
অসীম ব্যথায় অসহ পুলকে মরণসাগরে ধন্যতায়
তাই তো শুধাই, হে ঈশ্বর
—তাই বলো!
রাগ করো নিকো সত্যিই তবে!
বলো তো কবে,
ভয়ে দুরুদুরু ভিখারী হৃদয়,
হে বিজয়িনী
—শুধু চা কিন্তু, দুধ নয়, দুইচামচ চিনি—
অকারণে ভোলা তুমি নির্দয়
রাখবে তোমার কোমল হাতের কমলপুটে
—অকারণে নয়?
জানি জানি দেবী, অনেক ভক্ত এসেছে তোমার
চরণতলে
আমি অভাগ্য মানি,

বোসোই না, ওরা কেউই শুন্‌ছে না, এ দীন বলে
হয়তো আমিও উঠ্‌ব ফুটে এ দীন বলে
তোমার হাতের বাহুর চাপে, রঙীন ঠোঁটের এককথায়,
রেশমী মেঘের একটুকু জলে
যেন কাক্‌টুস্‌ গ্রাণ্ডিফ্লোরা।
কেউই ওরা
শুন্‌ছে না, শোনো, আবার কিন্তু এসো
আর চুপি চুপি বলি, একটুকু ভালো—
বেশ বেশ শুধু হেসো।
(রমার মুখের সরস লালিমা
ঢেকে দিলে প্রায় দিনের কালিমা
কাজের দিন।)
এই যে অলকা, তোমার পাশে
কে পারে থাক্‌তে স্ফূর্তিহীন ?
(সুরেশ তো রোজ বিকেলে আসে ?)
যা বলেছ তুমি, তোমার কিন্তু শাড়ির রং
আমার চোখে তো নেশাই ঘনায়—
রাজাস্‌ পেগ্‌।
লেনিনের চিঠি পড়েছ, রিমার্ক-
-এব্‌ল্‌ ইন্‌
টারেস্টিং।
বলো ভাববে না পাগল সং ?
কাণে কাণে বলি, তোমার চোখের হাসির কণায়
অলকা, আমার দিনরজনীর স্বপ্ন ভাসে
নিদ্রাহীন
পাঁচবছর, স্টালিনের মতো
—ওই কি লিলির টেনিসের জুড়ি খস্‌রু বেগ্‌ ?

অমাকৃষ্ণ তমিস্রারে দুইহাতে ঠেলে ঠেলে কোথা
ভারাক্রান্ত লবণাক্ত বাতাসের ব্যূহ ভেদ ক'রে

চলেছ দুর্জয় একা, পদক্ষেপে ছড়ায়ে রিক্ততা
কি উদ্দেশে, কঠিন যাত্রায় ?
নেই রজনীর ভয়
বিজনের, পৃথিবীর, আঁধারের মুষ্টিবদ্ধ ভয়
হৃদয়ে কি নেই আজ, হৃদয় আমার ?
দৃষ্টিতে নেইকো জনপ্রাণী, শুধু আকাশছড়ানো
অস্পষ্ট নিষ্ঠুর ক্রুর অন্ধকার হাসি।
জ্যোৎস্না ডুবেছে রাশি রাশি
মেঘোর্মিল আঁধারের উদ্দাম জোয়ারে।
বেলাভূমি স্তব্ধ মেঘরজনীর দুর্দম শৃঙ্গারে,
শ্বাস রুদ্ধ করে ঘন উত্তেজিত স্বেদাক্ত বাতাস,
তার মাঝে, ব্যগ্রবাহু, প্রিয় মোর, ঊর্ধ্বশ্বাস
চলেছ কোথায় ?
কোন্ নারী, কি ঐশ্বর্যভার
ছিন্ন ক'রে নেবে বলো বলীয়ান্ দুই বীর বাহু ?
কোন্ দেশ লক্ষ্য কোন্ অমৃতআধার
অজ্ঞাতবাসের তব অভিনব এ জয়যাত্রার ?
পৃথিবীর, বিধাতার সমুদ্যত বজ্রের সন্ধান, ক্ষিপ্রবাহু
তোমারও যাত্রার সাথে সাথে ধায় শাস্ত্রমতে, জানো ?
তুমি বুঝি শোনো নি কো গায়ত্রীর গুহাগুপ্ত গানে
তৃপ্তিহীন সঙ্কটের তীব্র আর্তনাদ
দিবারাত্রি বিশ্বামিত্র করিছে একেলা ?
ভুলেছ কি নব নব পথের নির্মাণে
পরিক্রমা হয় না কো শেষ
পড়ে থাকে সেই যক্ষপ্রশ্নকণ্টকিত রুক্ষ দেশ।
নিরুদ্দেশ যাত্রা তব খরকৃষ্ণ তমিস্রাকে ঠেলে,
দূরে দূরে ফেলে কাংস্যনিনাদ সাগরে
—শ্যেন-কপোতের প্রেম-কূজনে মধুর কোনো
নব অলকায় নয়—
নিয়ে যাবে বলো কোন সঙ্গীহীন নব হতাশ্বাসে !

মিনতি আমার,
যাত্রা করো রোধ।
এক ক্লান্তি হতে যাবে আর ক্লান্তিদেশে, নবপ্রতিভাসে
যাত্রা কভু যাবে না থমকি'।
তুমি তো জেনেছ
যে শরীরে রক্ত চলে, সে শরীরে কেহ
কখনো চমকি'
দেখে নি কো আথেনে বা প্রজ্ঞাপারমিতা।
যাত্রা তব ক্ষান্ত করো, নিভে' যাক্ রাবণের চিতা।
পাবে কি বন্ধুর বাহু কভু ধরিবারে
অন্তহীন কাংস্যরবা মদহিংস্র সাগরের পারে দীর্ঘ এই পাঁকে ?
—হে বন্ধু আমার, বলো তো আমাকে।
অন্বেষণ বৃথা বারে বারে
ডিয়োটিমা, বলো তো আমাকে।
তাই বলি, আমার মিনতি,
অসিধারব্রত যাত্রা ক্ষান্ত করো, হৃদয় আমার।

নবঅভিসারে চলেছি রে ভাই,
রাত জেগে পেঁচা ভরেছি খাতাই।
লক্ষ্মী চাই।
ফট্‌কারই শুধু ছেড়েছি তো হাল,
আমি কোন্ ছার,
বাট্‌পাড়েরাও হয়েছে যে ঘাল।
গণ্ডেরিরামই বাজার চালায়,
নিমকহালাল তুখোড় দালাল।
আমাদের সব পূরেছে চতুর পাটের ছালায়।
হাওড়ায় তাই কোণঠাসা হয়ে চেঁচাই কাতরে,
মাথাপোতা।

গৌড়জনের সুধাকর হই, চতুরঙ্গে
অংশীদাররা হল কূপোকৎ !
প্রায় চালমাৎ।
রাম হরি শ্যাম আর এ অধম
দীন অভাজন
জুড়েছি গাজন।
ডিভিডেণ্ড চেপে প্যানিক্ ছড়াই,
বাজারে গুমোট আমরা নড়াই,
তারপরে ছাড়ি অন্‌ডর্‌সেল হাত চেপেই,
ভাগে ভয়ে কেঁপে অংশীদার
হরি আর রাম, শ্যাম আর আমি রয়েছি
চার ডিরেক্টর্ !
কি উল্লাস ! কোটালের বান ! হই আগুয়ান।
এইবার দাদা ছাড়ব বোনাস্।
পাল তুলে' চলি পাটনীখেয়ায়
পাঁচটিবছর সব বকেয়ায়।
বুঝলে না, রাম সরস্বতীরই কর্ণধার,
বীণকার নয় নাই হল, বটে সর্বত্যাগী শিক্ষাব্রত
সে স্বর্ণকার,
কাণ ধরে ভায়া চালায় বইয়ের মালজাহাজ,
বাহাদুরি দিই, খুব জাঁহাবাজ।
শ্যাম হল গিয়ে নবশঙ্কর, রঘুনন্দন, আর্যামির
সে তুফানমেল,
নিখিলভারতে ছড়াচ্ছে খুড়ো মোহমুদ্গর,
হিন্দুত্বের ম্লেচ্ছশেল।
হরি আমাদের রথস্‌চাইল্‌ড্, দেশের মাথা ও
মুখ উজ্জ্বল !
তেজারতি তার ব্যাঙ্কিঙে গিয়ে কি উচ্ছল !
জুটো মিল্‌ও চলে—ধর্মঘটের উপায় নেই ;

ত্বয়া হৃষীকেশ ! শতে ঘায়েও নই ভোঁতা ।
নবরূপে সেই মাথাই খাটাই, পটুরঙ্গে
জামাই যে তার নিজে ম্যানেজার,
খাদিপ্রচারের মস্ত লীডার,
দেশের লীডার স্বনামধন্য ত্যাগস্মরনীয় তার বেয়াই ।
বণিকের মানদণ্ডই রাজদণ্ড তাই ।

অস্তাচলে অন্ধকার, স্থবির রাত্রির
স্থির বিরাটপাখায়
ঘনায় আবেগ
আকাশ এসেছে নেমে আত্মীয়তায়
অন্তরঙ্গ, নির্বর্ণ, নির্মেঘ ;
দ্বারকার দস্যুভয় ইন্দ্রপ্রস্থে নৈকট্যে মধুর ।
দীর্ঘ শালতরুসার
মহাবনে স্তব্ধ
স্তব্ধ প্রতীক্ষায় ধীর মৌন স্থির,
বিশ্বরূপ মহিমার স্নিগ্ধ কণা পেয়ে
অন্তরঙ্গ, অথর্ব-বিধুর ।
বিহঙ্গ জাগে নি আজও জীবযাত্রাকাকলিমুখর,
অথবা জেগেছে নীড়ে, শিরাস্ফোটে লেগেছে তাদের
এ প্রাকৃত আবির্ভাবে নিরুদ্ধ আবেগ ।
পাঁচপাহাড়ের
চূড়ায় নেইকো আজ দিতিজ স্পর্দ্ধার
উদ্ধত গ্রীবার গতি,
শান্তমতি
ক্ষান্ত স্থির অবনত নিবৃত্ত উৎসুক
যেন শোনে কান পেতে মিটিমিটি কার পদধ্বনি ।
বাতাসের বেগ
চলে গেছে দিগন্তসীমার

বজ্রকোষে পরিখাপ্রাকারে সমুদ্রের পারে
চংক্রমণ স্বতই সম্বরি'।
সামান্য ঝিল্লীও মৌন, ক্রন্দনশর্বরী
শেষ হল, সেও বুঝি জানে।
এ তীব্র প্রহরে
প্রতিবেশী বিচ্ছিন্ন শহরে
শৈশবের অসহায় ঘুম
না জানি ফোটায় কত বার্ধক্যের জাতিস্মর আকাশকুসুম।
এ রাত্রিপ্রয়াণে
সংহত সত্তার বাস্ত এই গোধূলিতে, ঘনিষ্ঠ সন্ধ্যায়
মহাকাল প্রশান্ত অম্বরে
স্মিতওষ্ঠাধরে
কূলপ্লাবী বর্ণহারা আকাশগঙ্গায়
ধ্যানমৌন সান্নিধ্য বিলায়
ছায়াতপহীন।
সারস্বত মুহূর্তের কালাতীত স্তম্ভিত লীলায়
জাগ্রতস্বপ্নের ভেদ বুঝি আর নেই। মর্মভেদী কলের চোঙাও
নীরব স্তম্ভিত ভীত মিলের ধোঁয়াও,
তাই পরিব্রজবাসী সন্ধ্যাভাষী এই অবধূত
আত্মীয় প্রহরে যত ভূত-
বিশেষসঙ্ঘের ক্ষিপ্র পাল
হে দ্রংষ্ট্রাকরাল!
গুহাহিত সমাহিত অন্তরের শূন্যে নীল মহাশূন্যমাঝে।
প্রত্যক্ষ প্রতীক্ তাই রাত্রি আর দিন
আত্মদানে রোমে রোমে ঐক্যতানে রোমাঞ্চিত বাজে
নামে রূপে একাকার মহাশূন্যমাঝে।
আসন্নশরৎউষা ঝাড়ে শুধু কুরুবকশাখা
কৈলাসের শীকরবীজনে, শুধু ঝরে ঝারি শিশিরসলিল,
হৈমবতী ধৌত করে কুহেলিকা, সম্মোহকলিল।

সর্বংসহা আমাদের বসুন্ধরা সুন্দরী, বারেক
বিলম্বিতগ্রীবা
রাকা মুখ ফিরায় বুঝি বা।
সূর্যের বিরাট তূর্যে হিরণ্যগর্ভের
আলোককাড়ায়-নাকাড়ায়
মুক্তিস্নান লজ্জিত দর্বের
উচ্চৈশ্রব রক্তিমাধারায়
আনন্দ, আনন্দ শুধু আনন্দনিষ্যন্দন আকাশ।
আনন্দে শিহরে শূন্য বাতাসের মাতরিশ্বাবেগে।
হে মৈত্রেয়, আত্মসহোদর,
এ সঙ্গীত আমাদের আর নাহি সাজে।
আনন্দের যে ভৈরবী মীড়ে মীড়ে
সুষুম্নার শিরে শিরে
সাযুজ্যসঙ্গীতে,
অণিমাসঞ্চারী তীব্র তাড়িত সম্বিতে
আমাদের নিস্পন্দ আবেগে,
হে মৈত্রেয়, আত্মীয় সোদর,
সেই সুর মেগে
অঘমর্ষী জনতার উদ্‌গীথ-মুখর
এ কুৎসিত জীবনের ক্লৈব্যগামী স্বার্থপর ব্যর্থতা জানাই,
কুম্ভীরক তাই।

১৯৩৬

সাত ভাই চম্পা

শম্ভু মিত্র ও বিজন ভট্টাচার্যকে

সাত ভাই চম্পা

২২শে জুন, ১৯৪১

পথে আজ লোক কম, মধ্যবিত্ত ল্যাম্পপোস্ট প্রাণভয়ে ক্ষীণ,
পলাতক উদরের উনুনের ধোঁয়া নেই, স্বচ্ছ চন্দ্রালোক !
অন্তহীন নীল আলো ঝরে যায়, গাঢ় নীল আকাশে সঙ্গীন
পূর্ণিমার ভয়াবহ চন্দ্রালোক ! শত্রুদের পুষ্পকচালক
শুনেছি হদিস্ পায় গৃহস্থ এ পূর্ণিমায়, তবু দেখি ঝরে
স্তরে স্তরে অবিরাম প্রাণান্তিক নীল আলো। প্রাণের চূড়ায়
মৃত্যুর মহিমা চাই, অজ্ঞ অপঘাত নয় ; আবিশ্বসমরে
অসহায় কলকাতার মধ্যবিত্ত কুরুক্ষেত্রে করুণা কুড়ায় !
জনগণমনে অধিনায়কের শূন্য স্থান, পূর্ণ করো বীর !
শেয়ানে শেয়ানে হোক্ কোলাকুলি সঙ্গোপনে ; তবু চীন, রুশ্—
দেশে দেশে কৃষাণ মজুর যত ঢেলে দেয় তাদের পৌরুষ
স্বার্থের বর্ধিষ্ণু ছিদ্রে, বনেদীর বনিয়াদে, মুমূর্ষু অস্থির
জলে স্থলে যুদ্ধ চলে, ভারতেরও ভিৎ টলে, প্রাণের নির্দেশে
কলকাতার পূর্ণিমাও জটায়ুর পাখা ঝাড়ে দূর দেশে দেশে ॥

পলাতক

(কামাক্ষীপ্রসাদ চট্টোপাধ্যায়কে)

হৃদয়ে থামে না আর ভিড়,
হাজার ভয়ের পায়ে পায়ে
তোলপাড় অরণ্য নিবিড়
আঁধারসঙ্কুল, আসে যায়,
সত্তার গভীরে লাগে চিড়।
বাংলোয় অজ্ঞাত প্রবাসে
ভিড় করে তারা যায় আসে।
নিঃসঙ্গের নিরাশার ভয়
বিশ্বের ব্যক্তির লয়ে
স্বপ্নের ইশারায় ভাসে।
চাই তবু দূরাহত আশা,
ভয়হীন নির্মাণের ভাষা।
নিদ্রাহীন দুঃস্বপ্নের ভিড়ে

বাংলোয় দিন গুণে গুণে
দেখে যাই বালু-নদী-তীরে।
প্রান্তরের অশ্বত্থের প্রাণ
ঊর্ধ্বমুখ, মৃত্যুঞ্জয় ভাষা
বারে বারে পায় সে ফাল্গুনে,
বিপ্লবী শিকড়ে তোলে গান
মৃত্তিকার মৃত্যুহীন প্রাণ।
সমাজের সমে কাটে গান,
দেশে দেশে থেমে যায় মীড়।
সত্তার গভীরে লাগে চিড়।
মরুদেশে বিড়ম্বিত নীড়,
হে আমার তেপান্তর প্রাণ ॥

তোমাদের সনেট

তোমাদের জানি। জানি উন্নাসিক ও উপত্যকায়
নিত্য করি আনাগোনা। তোমাদের সহিষ্ণু শিখরে
পিচ্ছিল বুদ্ধিতে পটু তোমরা মাখো না কিছু গায়ে,
নির্বোধের পণ্ডশ্রমে বড়ো জোর হাসিই ঠিকরে।
মরিয়ার তুচ্ছ আশা জানো ইচ্ছাময়ীর ছলনা,
আশ্বাস বিশ্বাস মাত্র, রূপান্তর যুক্তির অভাব।
অলস সৌজন্যে কিন্তু সে কথাও সরবে বলো না।
উপত্যকা যাদুঘর, অঙ্গারিত অশ্বত্থ-স্বভাব।

বিহ্বল আকাশ দেখি। উষায় আসন্ন সান্নিধ্যের
আভায় আনত স্নিগ্ধ আদিগন্ত গাংটার মাঠ
প্রতীক্ষাউষর দেখি প্রত্যাশা-নিষ্পন্দ বৃদ্ধের
আমৃত্যু-সম্পূর্ণ প্রেমে প্রাণায়িত ঘনিষ্ঠ লোহিত
বিজয়ী অশ্বত্থ এক ঊর্ধ্বমুখ মৃত্তিকা-মোহিত,
আশে পাশে ঝোপঝাড়, খর্ব শুষ্ক জ্বালানির কাঠ ॥

ভারতীয় বিমানবাহিনী—

বেণুর জন্য

কৈশোরের ঘোর
এখনো ছড়ানো চোখে।
জীবনের স্বপ্নলোকে
অবিশ্রাম আনাগোনা তার ;
অবজ্ঞাকঠোর
মৃত্যুর স্বার্থের দ্বিধা
জাতি, বর্ণ, শ্রেণী—যত হিসাবীর বিবিধ কৌশলে
ঠগ আর বণিকের দলে
তাকে তো টানে নি।
প্রাণের উল্লাসে
তাই তো সে ভাসে অখণ্ড আকাশে,
সত্তার সুনীলে তার মুক্ত আনাগোনা।
মৃত্যু আজ আত্মঘাতী মৃত্তিকা-বিলাসে,
প্রাণ তার স্বতই উদ্ভাসে,
মেঘ হতে মেঘান্তরে উন্মুখর যাত্রা তার ;
সূর্য জানে মাত্রা তার, সূর্য হানে গায়ে তার
উল্লসিত লাবণ্যের ভয়শূন্য সোনা।
সে কি জানে, কিশোর কুমার,
নবজীবনের আশা অঙ্কুরিত আকস্মিকতায়
হয়তো বা অন্ধ অপঘাতে ?
সে কি জানে স্বেচ্ছাবরে প্রেয় আজ শ্রেয় ?
মৃত্যুহীন চিদম্বরে সে তো জানে আদিগন্ত
জীবনের অনির্বাণ গতি,
সে কিশোর বীর !
ভঙ্গুর দুঃখের স্তূপে
নূতন চেতনাচৈত্য রচনা করে কি, দুই হাতে,

বিপ্লবী পাখাতে, সোনালি ঈগলে তার,
চোখে সূর্য, পায়ে তার কর্ণফুলি মৌন, ইরাবতী
প্রতীক্ষায় স্থির ?

মফস্বলে

চাষীরা ফিরেছে ঘরে, শূন্য ক্ষেতে খামারে ইঁদুর
সোনালি সূর্যাস্ত শেষ, গোধূলির বিচ্ছিন্ন বিষাদ
পাহাড়ে জমাট, ছোট নদীপথে গ্রামের বধূর
রোমান্টিক ছবি নেই, থেমে গেছে গানের নিখাদ।
পাহাড়ের দিকে ওড়ে শব্দময় অদৃশ্য বাদুড়।
বাংলোয় ব'সে একা নামহীন প্রত্যাশাবিধুর।

সামনে ছড়ানো রাত্রি, অন্তহীন অন্ধকারে নীল।
অস্পষ্ট আলোকসত্তা, অন্ধকারে মরমী মূর্ছনা
আঘাতে আঘাতে প্রেমে প্রচ্ছন্ন বিলাসে হানে মিল,
সংহত পুলকে হানে নক্ষত্রের কতই গুচ্ছ না !
সামনে রাত্রির নীলে ছেয়ে যায় বিরাট নিখিল,
এ বিরাটে নিঃসঙ্গের ডুবে যাওয়া বুঝিবা তুচ্ছ না !

নিঃসঙ্গ স্বার্থের রাত্রি মিশে যায় বাহির বিরাটে।
আকাশে আকাশে দেশে দেশান্তরে দিন রাত্রি রটে
দরিদ্র ব্যর্থের গ্লানি অন্ধকারে স্তিমিত আভায়।
পরিপূর্ণ জীবনের রক্তপ্লুত বিচ্ছিন্ন নিশান।
স্বপ্নেরা চরম ভয়ে দীপাবলী কখন নিভায়—
জেগে থাকে স্মিতনেত্র নীলকণ্ঠ নির্মম ঈশান॥

১৯৪২

রাজা রাজায় লড়াই চলে,
উলুর বনে প্রেমই ভালো,
বৃন্দাবন গঙ্গাজলে
ম'রেই আজ করব চালু,
এমনি আশা পুষেছি মনে,
ঘরোয়া লোক, সঙ্গোপনে।

রাজা রাজায় লড়াই চলে,
কালের তীরে ক্রমেই ঢালু,
বাজার চড়ে, মজুর বলে,
বড়োর প্রেম নেহাৎ বালু।
তবুও আছি, ছড়াই মনে
শান্তিজল সঙ্গোপনে।

রাজা রাজায় লড়াই চলে,
মৃত্যু হানে উলুর বনে,
বৃন্দাবনে মড়ক জ্বলে
ভূগোল কাঁপে অগ্নিবাণে।
উধাও রাজা উলুর ভিড়ে।
এবারে বুঝি ভিজ্‌বে চিঁড়ে!

এ জনতার

কতবার এল কত না দস্যু। কত না বার
ঠগে ঠগে হল আমাদের কত গ্রাম উজাড়
কত বুলবুলি খেল কত ধান,
কত মা গাইল বর্গীর গান,
তবু বেঁচে থাকে অমর প্রাণ
এ জনতার—
কৃষাণ, কুমোর, জেলে, মাঝি, তাঁতি আর কামার।

অমর দেশের মাটিতে মানুষ অজেয় প্রাণ,
মূঢ় মৃত্যুর মুখে জাগে তাই কঠিন গান।
দীর্ঘকালের ধারাজলে জলে
চেতনার পলি সোনালি ফসলে
এ দেশে বন্ধু কতকাল ফলে।
মাটির টান
দিকে দিকে জ্বলে, পুড়ে ছারখার তানাকা-সান্।

হে বন্ধু জেনো, আজ যবে খোলে মুক্তিদ্বার,
দেশে আর দশে ভেদাভেদ শুধু ভীরুতা ছার।
এই যে প্রবীণ হিন্দুস্থান
কত সভ্যতা আকণ্ঠে পান,
অসিদুর্গম লক্ষ্যে প্রয়াণ
কত না বার
করেছ, আজকে ধরেছে চেতনাখর কুঠার॥

বুড়ো-ভোলানো ছড়া

(ইরা-কে)

আয় বৃষ্টি হেনে,
ছাগল দেব মেনে,
বোমা যাবে ডুবে
ডাকাতের দল উবে।

সুন্দরবনে ভীষণ বাঘ
তাদের চোখে দেশের রাগ
নখে তাদের বেজায় ধার,
খাঁড়ার মতোই দাঁতের সার।

আয় বৃষ্টি হেনে,
ধান বিছালি মেনে
জবাব দেব বোমায়
ডাকাত যেথা ঘুমায়।

মরা গাঙেও যা কুমীর,
নৌকা হবে চৌচির,
গোখরো সাপের দেশ রে ভাই
মারবে শেষে ফণার ঘা-ই।

আয় বৃষ্টি হেনে,
চরকা দেব মেনে,
বোমা যাবে ফেঁসে,
এ দেশ সর্বনেশে।

সূর্যে আছে অগ্নিবাণ
হিমালয়ের কঠিন গান,
সাগরঘেরা বালির বাঁধ,
হাতের দড়ি চোখের চাঁদ।

আয় বৃষ্টি হেনে,
পরমায়ু দিই মেনে,
কামান দাগার বাজে
চোরা পালায় লাজে।

উড়ো জাহাজের নোঙর তোল,
ডাকাত ডিঙির ফাটুক খোল্,
এগিয়ে চলি হুঁশিয়ার
তিরিশ কোটির হাতিয়ার!

ছুনিয়া দেখে অবাক আজ,
তিরিশ কোটি তীরন্দাজ,
সঙ্গে আছে নানান দেশ।
ঘরের খেয়ে বনেই শেষ,

ঘরের ছেলে ঘরেই যা,
দো-দো-আনা ভাত ঘরেই খা।
ছ' পণ ছ' কুড়ি
নিয়ে পালায় বুড়ি।
বৃষ্টি আসে হেনে
সব দিয়েছি মেনে ॥

আজকে এসেছি ছুর্গ-শিখরে

বিমানে বিমানে ছিন্ন ভিন্ন স্বপ্নপালক ওড়ে।
আকাশের নীলে শকুনের লোভ এলোমেলো উদ্দাম।
গৃধ্র, গৃধিনী ভিড় করে' আসে অলকার মোড়ে মোড়ে!
কেলিকদম্ব নির্মূল করে এ কোন্ পরশুরাম!
স্বদেশ আমার! আমরা দেখেছি রামের রাজ্য আর
কুরুক্ষেত্রে পৌরুষ ঢেলে দিয়েছি ছু'হাত ভ'রে।
অনেক অতিথি বহু অনাহুত এসেছে বারম্বার,
শত্রুমিত্র সবাকে নিয়েছি বিরাট বাহুর জোরে।

আকবরশাহী দীনএলাহিতে আমাদের ইতিহাসে
একে ও অনেকে কালোয় শাদায় উর্ধ্বায়মান স্থর।
আজকে এসেছি ছুর্গ-শিখরে যুগান্ত-উল্লাসে—
বহু সাধনার গৌরীশৃঙ্গ ডাকাতে করবে চূর!

হে ভারতী ! খোলো চল্লিশ কোটি প্রাণের প্রাচীন দ্বার।
চেতনার মহাসহিষ্ণুতা যে মৃত্যুতে সঙ্গীন—
তুচ্ছ খর্ব বর্বর যত আমাদের ক্ষুরধার—
বিশ্বজনের পর্বত-স্রোতে সমুদ্রে হবে লীন ॥

প্রতিরোধ

(টিখোনভের ১৯২২ নামক কবিতা)

ভুলেছি আজকে ভিক্ষাদানের মধ্যবিত্ত পুণ্য,
সাগর তীরের হোটেলে লবণ-আঘ্রাণ বিলাসিতা,
হিমালয়ে নেই সূর্যোদয়ের শান্ত-শীতল সুখ,
ভুলেছি দুহাতে কেনাকাটা আজ দোকানীর নানা পণ্য।

আজকে নেহাৎ কদাচিৎ দেখি জাহাজের আনাগোনা,
রেলপথে তবু চলে বটে কিছু ওয়াগনের লেন্‌দেন্‌,
তবুও বিরাট ভারতের পথে গ্রামে ও সহরে গোনো
—হাজারে হাজারে আধমরাদেরও মাথা ঝেড়ে ডাক শোনো—

অমর প্রাণের অবজ্ঞা হেনে আমাদের জয়হাস্য,
ভাঙা ছুরি জানি অকর্মণ্য, অসহায় হাতিয়ার,
তবু জানি এই দধীচির হাড়ে এই ভাঙা হাতিয়ারে
ইতিহাসে আজ পাতা কেটে দেব, লিখব প্রাণের ভাষ্য ॥

I am Cinna the poet, Cinna the poet
আল্‌গা মাটির হাল্‌কা হাওয়ায় কেটেছে অনেক কাল
মানসলোকের বাসিন্দা যত তনুহীন গম্বুজে।
মরাল দীঘির পদ্মকাননে ঢোকে যে হাতীর পাল,
অর্থগৃধ্নু অস্ত্রগৃধিনী ছিঁড়ে খায় অম্বুজে।

বাণপ্রস্থে বৃদ্ধ যযাতি, উধাও উজীর পিছে,
কোটাল পিটায় কপাল নিজের, কোথা কোটালের বান !
মুষিকবিবর খোঁজে সদাগর, চোর ঘুরে মরে মিছে,
আমাদের কাণা ক'রে সব পুরসুন্দরী গ্রামে যান।

দুর্দিন আসে লেলিহরসনা। পাগ্‌লা হাতীর পাল
ছুটেছে অর্থগৃধ্নু অস্ত্রমাতালের অঙ্কুশে।
যুগান্তে আজ ছিঁড়ে যায় বুঝি আল্‌গা মাটির কাল—
নবজীবনের বীজবপনের প্রাণ হারানোর ক্লেশে।

ভেঙেছে আসর, কুঞ্জ শূন্য, আসন্ন ঝঞ্ঝাতে
কাস্তে লাঙলে হাতুড়ি হাপরে তোমরা গড়েছ হাল।
জীবনের বীজ তোমরা ছড়াও, মৃত্যুঞ্জয় হাতে
ভীরু হাত পাতি, মৈত্রীমুখর তোমরা যে মহাকাল

২২শে জুন, ১৯৪২

They, like Antæus, are strong because they maintain connection with their mother, the masses, who gave birth to them, suckled them and reared them—Stalin.

শতাব্দীরা ঊর্ধ্বশ্বাস জটায়ুর পক্ষপাত নীল
আকাশে মুখর হল, প্রাতঃসূর্যে রক্তাক্ত লড়াই
প্রাণে আজ আভা ফেলে, মৃত্যুঞ্জয় জনতার মিল
মিলায় বাহির-ঘর, ছিঁড়ে যায় বর্ধিষ্ণু বড়াই।
মানুষে মানুষে আজ হাত বাঁধে, হয়ে যায় ছাই
শ্রেষ্ঠীর খাতাঞ্চিখানা, সামন্তেরা দ্বারে তোলে খিল,
পরস্বক্রিমিরা আজ বুদ্ধিভ্রংশে করে কিল্‌বিল্‌।

নীলকণ্ঠ ইতিহাসে বহুদীর্ঘ উৎরাই-চড়াই
কৈলাসে হয়েছি পার। চোখে জাগে নবীন সভ্যতা,
অজেয় প্রাণের অগ্নি, রক্তাক্ত সে জনতার হাতে
মৃত্তিকাসন্তান যারা, মৃত্যুহীন, যুগান্তসাক্ষাতে
নির্ভীক, কর্মিষ্ঠ যারা। তাই আজ উচ্ছ্বসিত কথা
আমাদেরও, মৃত্যুহীন সমাজের করি জয়গান
উজবেক্, তাজিক্, তুর্কী, কাজাক্—ও দূর হিন্দুস্থান॥

ইস্কুল

তখন ছিল ছুটির পরে লোভ,
এখন ভাবি খুলবে কি ইস্কুল!
হায় জাপানী! তোমার হবে ক্ষোভ
লেখাপড়ার শখ জাগানোর ভুল!

শত্রুদেশে ক্ষান্ত ফাঁকির নেশাও
দেখছ তো আজ তোমার লড়াই-লোভে,
ভাঙছে দেখ দুষ্টু ছেলের পেশাও;
সূর্য তোমার বাংলাদেশে ড়োবে।

আর রোচে না লুকিয়ে আমপাড়া,
ঢুকেছে আজ পালিয়ে যাবার নেশা,
ক্ষেতখামারে শুনি মরণ-হ্রেষা,
ছেলেমেয়েও তুলছে দেশে সাড়া।

শহুরে ছেলেমেয়েরা ব'সে ভাবি
দেব তোমার বোমার মুখে তুড়ি,
সঙ্গী বহু, জানায় বহু দাবি,
ওড়ে উড়ুক তোমার চোরা ঘুড়ি।

এ ছুটি নয়, পড়ার মাঝে বুড়ী
ছোঁয়ার মতো ছুটি আস্থক ছুটে।
পার্কে ট্রেঞ্চ, ভয়ের খুনসুড়ি
বুড়োর মুখে : জাপান নেবে লুটে ॥

রুমিকে

কন্যা! তোমাকে জানাই প্রবীণ প্রাণের আশা,
নিশ্চিত জেনো মুক্তি, হবেই শ্রেয় জীবন,
মরণান্তিক জয়-ভাষায়
তোমরা গড়বে সমান স্থযোগে প্রেয় জীবন।

কন্যা! তোমাকে ঈর্ষা জানাই শুভার্থীর।
নবীন জীবনে স্বপ্রতিষ্ঠ ন্যায়ে ধ্রুব
ছড়াবে তোমরা কত শুভ!
থাকব না, তবু ভেবো ব্যর্থতা এ-প্রার্থীর ॥

ফেদেরিকো গারথিয়া লোরকার ছায়ায়

Comrade, I want to die decently,
in my bed—

হে কমরেড, মৃত্যু দাও স্বাভাবিক শয্যায় সহজে
সাচ্ছল্যে স্বচ্ছ ও সমসমাজের কঠিন কোমল
শিরস্ত্রাণ শিরোধানে। যেখানে নির্বিত্ত মাথা গোঁজে
অপ্রস্তুত অপমানে, আকস্মিক ছুরিকার ছল
যেখানে বণিক বোনে রাজস্বলোভীর দলে মিশে,
প্রাণের মর্যাদা পদে পদে লণ্ডভণ্ড, মৃত্যু আনে
বাঘের ক্ষুধার্ত বেগে, হাঙরের আক্রমণে, হানে
কেউটের কৌটিল্যে; সেখানে যে মনুষ্যত্ব বিষে
নীলকণ্ঠ নিমেষে নিমেষে। নয় সেই অপঘাতে;

কারখানায়, গার্ডারচূড়ায়, ক্রেনে, মাস্তুলে, ফানেলে,
হাপর-ফার্নেসে মৃত্যু জীবনের প্রসারিত হাতে
সার্থক সে মৃত্যু, তুঙ্গ নদীপুলে, রেলের টানেলে
স্রষ্টা মৃত্যু শূন্য নয়।   তুচ্ছ নয় সম্পূর্ণ সমাজে
সত্তরে সহজ মৃত্যু নির্মাণে সবল সুস্থ কাজে ॥

এ ভরা বাদরে স্বদেশী প্রেম

গুজব রটে, নাজি-র দল আসে !
বম্বে ছাড়ো, ব্যাঙ্কে রাখো চোখ।
কলকাতায়ও জাপানী লোভ ভাসে !
হায় বিধাতা, এ কি তোমার রোখ্ !

পূবের ঘোড়া, পশ্চিমের হাতি
মত্তহাতি দুদিকে করে তাড়া।
কার মাথায় পাঁচবাহিনীর ছাতি
ধরব ভেবে গুজবে ঠাসি পাড়া।

নেহাৎ ফাঁকি সন্দেহটাও জানি।
রুশরা শুনি আবার নাকি হারে।
বর্মা থেকে ফেরার কানাকানি
করছে, যাব ওয়ার্ধা একেবারে।

মধ্যদেশে বাঁধব চলো বাসা,
ব্যাঙ্কে জমা করি দেশান্তরী।
ভূভারতের নাভিপদ্মে অশো—
হরির জন বাঁচাবেন শ্রীহরি।

জনযুদ্ধের বন্ধু হেসে বলে,
তার চেয়ে তো অপরাজেয় কাজ
পামীর থেকে ছাতাখোলার ছলে
তাজিক-দেশে লাফটা দেওয়া আজ।

নিরাপত্তা খুঁজে বেড়াই, প্রিয়ে,
স্বাধীনতা যে চাই না, তাও নয়,
কিন্তু সেটা হোক কিছু না দিয়ে ;
বড়ো সাহেব পাক্ না আরো ভয় !

যাক্ গে, প্রিয়া খিচুড়ি আজ জোগান্।
কেঁচোর ঘরে ইঁদুর খুঁড়ি শ্লোগান ॥

সংসার

আজকে যেখানে জীবন মরণে বাঁধে সেতু
দিকদিগন্তে প্রাণহন্তারা চক্রচর,
শিবিরকিনারে নীড় বাঁধে সেথা মীনকেতু !
মরণের তীরে জীবনোল্লাস অগ্রসর !

জনসঙ্ঘাতে খেচর আঘাতে যবনিকায়
ক্ষান্তিই মানে প্রেমের প্রবল প্রাকৃত গান
তবু জানি তুমি চিরায়ুষ্মতী ! প্রাণশিখায়
হিংস্র লোভের শ্মশানে জ্বালাও আমার প্রাণ।

প্রেয়সী, যখন তূর্য ভাঙবে তোমার ঘর,
জানি সে বিদায়ে ঘর ও বাহির দ্বন্দ্বহীন,
প্রাণের নীলিম দীপ্তি নয়নে, মন্দ্র স্বর ;
তোমার মধুরে নীড় উভয়ত ছন্দলীন।

বন্ধন নয়, বিশ্বব্যাপ্তি তোমার টানে,
ভাবী সমাজের অজেয় ইশারা তোমার গানে ॥

জঙ্গী

দূরে যদি যাবে যাও, মুহূর্তের মুহ্যমান গানে
আকস্মিকে থোমো নাকো, নৈর্ব্যক্তিক আমার প্রয়াস
আশা করি হবে নাকো অস্থির যাত্রার অবকাশ
তোমার ক্ষণেক-ও। তাই বলি হেসে, তোমার প্রয়াণে
যৌবনবেদনাভরে উচ্ছল তোমার দিনগুলি
রেখে যাবে জীবনের আনন্দের উচ্ছিষ্ট আবেশ
আমার প্রাণের পাত্রে। হৃদয়ের অনশ্বর রেশ
ছড়াল যে স্বচ্ছ সুখ, অক্ষয় সে উদ্ধত অঙ্গুলি ॥

আকাশে শ্মশানে হাঁকে, এক্‌এক্ কামানের গানে
স্বপ্ন বুঝি হতভঙ্গ আমার বারেক। তবু জেনো
মৃত্যুহীন জীবনের স্বার্থহীন স্বচ্ছ সুখ প্রাণে
ভবিষ্যের অঙ্গীকার ছড়ায়। তোমার দিনগুলি
জঙ্গী হাতে সমাজের প্রাণায়ামে বারম্বার এনো,
মুমূর্ষু পীতের পাশে হেনো শ্যাম উদ্ধত অঙ্গুলি ॥

এক টিকেটহীন সহযাত্রী

১

হৃদয়ের অনাবৃষ্টি, বুদ্ধির অকালে
অসমঞ্জ বৃদ্ধি, রুগ্ন অস্থির যৌবন।
শৈশবের কোন্ কীট কূটগ্রন্থিজালে
ঘোরে, উচ্চ অভিলাষে ক্ষিপ্ত দেহমন।
মামুলি সংসার তাই হল নাকো পাতা।
দাম্পত্য দোহার বুঝি দেশে মেলা ভার।
সংস্কৃতির উচ্চমঞ্চে তাই ধরো ছাতা
আজ একে, কাল ওকে। তোমার আশার
বহুধাভঙ্গুর মনে স্পষ্ট দেখি ঘুন।
তোমার বিহার যবে আজ দেখি চলে

সম্মানিত সাম্যবাদে, চল্‌তি উকুন
দেখি বেছে যাও তুমি ঊর্ধ্বশ্বাস ছলে,
জানি এ কুহক কার। হে বিকল-মতি,
চৈতন্যের মৃত্যু আত্মবঞ্চনার গতি ॥

এক রাজনৈতিক গোষ্ঠীপতি-কে

তোমার যে পরিচয়, সে নয় তোমার।
সে বিরাট জনতার আন্দোলনে ভাসে।
ব্যক্তি নয়, বক্তা তুমি, গুরু কর্মভার
তোমাকে চারিত্র্য দেয় বিপ্লবী প্রয়াসে।
তোমার গৌরব জেনো আজ অনেকের,
দায়িত্ব অশ্বত্থ যেন আকাশ-প্রসারী,
দিনে রাতে অন্যে নিজে ওঠে তার ঘের।

ভবিষ্যতে জলসত্র হবে সারি সারি।
আপাতত স্বাভাবিক কর্মিষ্ঠ আবেগে
গোঁড়ামি প্রশ্রয় দেয়, হয়তো অজ্ঞান।
গোষ্ঠীর গর্বের ধারে পাছে মরি লেগে
উন্নাসিক তোমাদের সঙ্গ রাখি দূরে।
নূতন ব্রহ্মণ্যতেজ বিপ্লবমুকুরে
আত্মসাৎ ক'রে বলো কবে দেবে টান ॥

শেষ রোমান্টিক

কে জানে এলো হঠাৎ প্রেম বুঝি
আজকে যবে চরম প্রাণে যুঝি,
দেশ-বিদেশে মিতালি আজ খুঁজি
ভারতে দোঁহে বিশ্ব-জনতায়।

হয়তো প্রেমে, হয়তো পথ চলায়,
চেনাশোনায়, প্রাণের কথা বলায়
শ্রাবণমেঘে স্বপ্ন হানো গলায়,
হৃদয় ভরো পথিক মমতায়।

তোমার ঘরে আমার নেই চাবি,
তোমার মনে জানি নেইকো দাবি,
অতীত যেথা বর্তমানে ভাবী
সেখানে শুধু ক্ষণিক আনাগোনা।

নানান কাজে তোমার কাটে দিন,
প্রাত্যহিকে আমার তৃষাহীন
জীবন চলে, অবকাশের ক্ষীণ
গলিতে মোড়ে ছড়াও তুমি সোনা।

সোনালি হাসি, সোনালি গানে ভরি
তাই বিরল সন্ধ্যা, সহচরী,
কাজে অকাজে তোমাকে আজ স্মরি,
মরণজয়ী প্রাণের মমতায়!

হয়তো এই আহুতি শেষ হ'লে,
নব-সমাজ গড়ার রলরোলে,
শান্তি যেথা সমান সুখ খোলে,
হারিয়ে যাব সেখানে জনতায়।
সেখানে নেই বোমাতাড়ানো দেয়াল,
পথিক প্রেম মৈত্রী, নয় খেয়াল

চা

জনরক্ষার জনতায় নামো, জীবন-মরণ
প্রশ্ন যেখানে, সেখানে না হয় সময়হরণ
করবে বলেই নেমে এসো দেখি, তোমরা সবাই
হাত মেলাও তো বাজারের ভিড়ে, সমালোচনায়
যোগ দেব তবে, চাল পাবে দেখো জনায় জনায়—
—পার্টির স্লোগানে জোগান দেব তো, কিউ করো ভাই

—কথাটা কি খুব নতুন ঠেকছে, তোমার হৃদয়
অনেক দিনের ছবিঘর জানো ? জয়পরাজয়
প্রথমেই ওঠে টিকিটের ঘরে, তারপরে না
স্বয়ম্বরার সম্মুখে আসা কপালজোরে !
কত প্রজাপতি কতকাল বলো হাওয়ায় ঘোরে,—
—শুক্‌নো হাওয়ায় কিউ ভ'রে যায়, পেট ভরে না ?

হাসি নয় লিলি। পাহাড়তলীর বাহারে নীড়ে
যে মুকবধির শান্তিতে আছ, কালের চিড়ে
সারা দেশ ছেয়ে ভাঙন ঘনায়, হে স্বদেশিনী
তার গুরুগুরু হৃদয়ে কি শোনো—
হাসব না কি ?
আজকে প্রথম ডাক শুনিয়েছে হৃদয়টা কি ?
চা দিই ? চোরাই বাজারে পেয়েছি ছু মন চিনি।

কর্মী

বাধাবিপত্তি অনেক, তবু‌ও মুহ্যমান
বারেকও নয় সে, প্রবল ঢেউয়ের লবণাঘাত
অবিরাম চলে, অসীম ধৈর্যে বেঁধেছে গান
জোয়ারে ভাঁটায় রৌদ্রে রাত্রে হানে দুহাত

পাহাড়ে পাথরে বালির চড়ায়, সাগরজল
অতি প্রত্যয়ে হঠাৎ হতাশে নয় বিকল,
আশ্বিন-মেঘে ভাসে ভাদ্রের বৃষ্টি জল
চেতনার নীলে গত-আগামীর গভীর গান।

খার্কভ

শয়ান রয়েছি স্থির
শুভ্র স্তব্ধ কাফুনের মাঝে।
আমার নিঃশ্বাস ধীর
শুধু কি আমারই কানে বাজে?

প্রাণের মিলিত ছন্দে
আজ বুঝি উপাড়ে না ঘাস,
ছেঁড়ে না কো ক্ষেতের আগাছা।
ট্রেঞ্চ-কাটা বনানীর গন্ধে

আকাশের অসীম হাওয়ায়
কাঁপে নাকো মাংসল নিশ্বাস?
কখনো কি শেষ হয় বাঁচা
স্বচ্ছ স্রোতে সবুজ ছায়ায়?

সাঁকো আর ভাঙে নাকো বাহু
গড়ে নাকো ত্বরিতে পণ্টুন?
তবু অবিনশ্বর আয়ু,
সূর্যের রক্তাক্ত আকাশে

ডুবে যায় বিবর্ণ শকুন
প্রাণের সমুদ্র থেকে ভাসে
প্রথম রাতের লাল তারা।
ফসলের সোনালি প্রহরে।

অবকাশ কণ্ঠরোধ করে
প্রেমের আবেশে দিশাহারা
জীবনের চরম বিশ্বাসে
সম্পূর্ণ আমারই নিশ্বাসে ॥

আত্মজিজ্ঞাসা

নব জগতের নির্মাণে
কর্মীরা মেলে মৈত্রীতে।
শত্রুর মুখে তীর হানে
একাগ্র বেগে, সম্বিতে
একটি লক্ষ্য স্থির জানে।

অনেক শত্রু চেনা অচেনা,
শোধ দেবে তারা প্রাণের দেনা।
কালবৈশাখী হানবে, নয়
ফাল্গুনী নয় চৈত্রীতে
শত্রুর মুখে হানছে ভয়।

ভাবি আজ বীর এই যে ভিড়
কারো মনে হেথা নেই কি চিড় ?
লক্ষ্যভেদের সন্ধানে
জিজ্ঞাসা কারো মন টানে
ক্ষণিক দ্বিধার বন্ধনে?

মানুষ এখানে যায় চেনা ?
মিত্রের নাম যায় কেনা ?
কখনো কি কোনও সংশয়ে
তাকায় বারেক ভয়ে ভয়ে
মনের গভীরে যেইখানে

ঘরোয়া শত্রু ভিড় করে,
নিজের স্বভাবে চিড় পড়ে
শত্রুশিকারী জয়-গানে ?
পথ কি গম্যসন্ধানে
গম্যের ঘাড়ে ভিৎ গড়ে ?

এখানে দ্বিধার ঠাঁই তো নয়,
শত্রু কখনো ভাই তো নয়,
কর্মক্ষেত্রে বীর জানে
নিজ প্রত্যয়ে অকুতোভয়
নব জগতের নির্মাণে ॥

এক বিবাহে

(মণীন্দ্র রায়কে)

যখন পৃথিবী প্রাণের দুর্বিপাকে
দুইহাতে আজ আমাদের সব ডাকে
তখনই জেনেছি রচনার প্রয়োজন।
তাই তোমাদের ঘর আমাদেরও ডাকে।

জানি এই গান আজকে পাবে না যতি।
দ্বৈত রচনা, একাকার তার গতি
সারা জীবনের প্রাত্যহিকের শেষে,
রেশ রেখে যাবে আগামীকালের প্রতি।

তন্ময় তাই আমরাও শুনি গান।
তদ্গত হোক তোমাদের দেহ প্রাণ,
দুহাতে ছড়াক প্রাণের দুর্বিপাকে
প্রেমের বিজয়ী মৈত্রীর আহ্বান।
ঘরে-বাইরের মিলে খুঁজে পাবে যতি,
আশ্রিত যেথা অনেক পথিক গতি।

৭ই নভেম্বর

আকস্মিক ঘটনায়, দৈবচক্রে, অর্থের উৎপাতে
পুরুষার্থ নির্নীত যে সমাজের উঁচু-নিচু স্তরে,
সেখানে জুয়াড়ী স্বার্থ সঞ্চয়ী গৃধ্নুর ভিড়ে মাতে,
মানুষ সেখানে শুধু ছিনিমিনি কড়িকেনা দরে।
যুগে যুগে ইতিহাস এই বাহ্য ভ্রান্তির নিষ্ঠুর
অপচয়ে অন্ধকার, মনুষ্যত্ব-তুচ্ছ সে বৈভবে।
সেই তিক্ত বঞ্চনার, বাণিজ্য-লক্ষ্মীর রক্তাতুর
সাম্রাজ্যের অভিসার ধূলিসাৎ প্রাণের বিপ্লবে।

স্বাধিকারে মুক্তি আজ, ন্যায়যুক্তি-প্রতিষ্ঠ জীবন!
এবারে আরম্ভ হল মনুষ্যত্বে প্রাণের মনের
ক্ষুরধার দ্বন্দ্ব আর সমাধা-সাধনা, শ্রেণীহীন
সমাজের বিশ্বব্যাপী ভূমিকায়। শ্রমিকজনের
সাগরসঙ্গমে আজ উৎসৃজিত রুশ জনগণ!
তোমাদের ভগীরথ—বিশ্বব্যাপী সবারই লেনিন॥

কোডা

(ডোডো-কে)

পাঁচ পাহাড়ের অগম চূড়ায় প্রাণের মায়া!
সান্ধ্যসভায় রক্ত-আভায় বাড়ির ছাদে
একাকার দেশবিদেশের গান, হারায় কায়া
তিস্তার স্রোত সাহারায়, দূর স্তালিনগ্রাদে
বাংলাদেশের প্রান্ত মিলায়, মাটির ছবি
মরণের টানে গৃধ্নু রেখায়, বিসংবাদে
উজ্জীবনের সমাধান হানে, অস্তরবি
রক্তের মেঘ ছড়ায় ঊষায়, প্রবল আশা
ভগ্নদূতের মুখে জাগে, তাই প্রাণের কবি
অতীতের সিঁড়ি ভাঙে আর গায় ভাবীর ভাষা ঃ

ছিন্নভিন্ন ঐক্যতান, উৎসবের ভিড়
অন্ধকার আলোড়নে দিশাহারা নক্ষত্রের বেগে,
প্রাণের জোয়ারে লেগে
বাংলার সমুদ্রের উন্মুখর ঢেউয়ের মতন
শাদা—শাদা ফেনায় নিবিড় উচ্ছ্বসিত ঢেউয়ের মতন,
ছত্রভঙ্গ পলাতক নীড়মুখী পাখির মতন,
পূর্ণিমার নীল স্রোতে
দিশাহারা কলকাতার উচ্চকিত অচল শরীরে।
ঐক্যতান থেমে যায়, ছিঁড়ে যায় গানের চাঁদোয়া,
প্রেক্ষাকাশে নেমে যায় সুর,
বিস্ময় ছড়ায় জাল, অস্পষ্ট ভয়ের ধোঁয়া
পাশ ঘেঁষে বসে,
অদৃশ্য আকাশে কোথা বিড়ম্বিত জ্যোৎস্নায় দূর
জাপানের লুব্ধ দূত ভাসে
একৃএক্ কামানের অমর সম্ভাষে।

অন্ধকার কলকাতার উচ্চকিত রাস্তায় গলিতে
পূর্ণিমার নীল নম্র শীতে
মরণের আসন্ন ভঙ্গিতে
থেমে যায় সুসজ্জিত পশ্চিমা সংগীত।
নীড়মুখী পাখির মতন
মৃত্যুহীন সমুদ্রের রন্ধ্রহীন প্রাণের আবেগে
কলকাতার শূন্য পথে, উর্ধ্বশ্বাস নেভানো ট্যাক্সিতে
প্রাণের মর্মরে থরোথরো নৈর্ব্যক্তিক বেগে
বিদ্যুৎআবেগে জাগে উদ্ভাসিত দেশ,
(আসন্ন সমাজে কাঁপে ঘুমন্ত জনতা),
অদৃশ্য আঁধারে কাঁপে
অবশ্যম্ভাবিতায় বীজকম্প্র সুনীল আঁধারে,
বর্শার ফলার মতো, পাহাড়ের চূড়ার মতন !

কলকাতা গায় আসামের দূর নীল আঁধারে,
চোখে জাগে যেবা উৎসব, সেই সভায় পাশা
খেলেনাকো কেউ, মাথা কোটেনাকো লোভের দ্বারে,
মানুষের মনে কার্যকারণ স্বাধীন সেথা,
জীবিকার শূলে চড়ে না জাবন অত্যাচারে।
সে জনারণ্যে পলাতক আমি বিদুর যেথা
খূদের কণায় ক্ষুধাকে মেটায় পরমজ্ঞানে।
হয়তো সেখানে ঘটেছে ভ্রান্তি, ভেঙেছে কেতা
জানি যুযুৎসু প্রাবল্যে, হঠকারীর ধ্যানে ;

উজ্জীবনের রীতি কি এখানে ভিন্ন ?
ছড়াও এ ভিড়ে আত্মদানের ইশারা।
অভিমানী রাগ ক'রে থাকে ভীরু শিশুরা,
স্থিতপ্রজ্ঞ কি ভেদবুদ্ধিতে ক্ষুণ্ন ?
ভেদাভেদ হোক আমাদের হাতে অস্ত্র,
প্রাণসত্রের ক্ষেত্রে সবাই মিত্র,
মানসে আসুক বিরাট বিশ্বচিত্র,
না হ'লে মানুষ পাবে কি অন্নবস্ত্র ?

তবু এ জীবন শুধু হানাহানি নয়।
তবে কেন আজ শেষ শ্রেণীসংঘর্ষে
নেতি-প্রতিষ্ঠ সন্দেহ আর ভয় ?
লোকায়তে দাও লোকোত্তরের তীর্ণ
প্রসাদ, গোষ্ঠীদন্ত যেখানে দীর্ণ।
রাত্রির এই নীলের বিরাটে বিমানগানে
তারায় তারায় ছড়ায় প্রাণের যে সংহতি
সেই একতার অর্কেস্ট্রার সমসমাজের
সংগীতে ডোবে অন্যমনারও আত্মরতি,
পাঁচ পাহাড়ের অগম চূড়ায় প্রবল বাজের
পাঞ্চজন্যে পড়ে না যে তাই বারেকও যতি।

দ্বৈতাদ্বৈতে কম্বুরেখায় প্রাণের কাজের
ইতিহাস চলে অমোঘ আবেগে, ছড়ায় বাধা
পাইনবনের বাতাসের মতো, হিংস্র বনে
কাঠুরিয়া চলে, বসতি বসায়, পাহাড়ে সাধা
নগরগ্রামের পত্তন গড়ে, তাই জীবনে
জীবিকার গ্লানি ছিঁড়ে ফেলে গায় নূতনা রাধা ঃ

তবু তারা বেঁচেছিল কড়িকেনা দাসদাসী নামহীন চাষী ও মজুর

বিশ্বামিত্র সৃষ্টি করে আল্‌কেমির নববিশ্ব
ভুঁইফোড় গায়ত্রীর বরে।
ইরার প্রণবছন্দে পুরোডাশে লালায়িত তাপসের সোমরস ঝরে।
যজ্ঞের জ্যামিতিছকে আত্মজ্ঞানে আত্মরত
পুরুষের অঙ্গহানি ফলে
নাভিস্থিত প্রজাপতি স্মিতহাস্যে বারে-বারে
বুঝিবা দক্ষিণে বামে টলে।
বরুণ ফিরায় মুখ, বারুণীও রোগে ক্ষান্ত, মহামারী হাসে
অনাহারে অনাচারে দস্যু আসে আর্যাবর্তে
বন্যায় ধূসর মর্ত্যে
কুসীদজীবীর শর্তে
অত্যাচারে দুর্ভিক্ষের রক্তাক্ত আকাশে।

তবু বাঁচে দাসদাসী চাষী ও মজুর যত
আশ্চর্য জীবন!

তার পরে বিশ্বসাজে প্রকৃতি, প্রপঞ্চ, ঝুটা,
মায়া মরীচিকা,
জ্বালাহীন ছলা শুধু, অর্থের অনর্থমাত্র।
সে দায়িত্বহীন
তুরীয় আশ্রমে লোভী শিখা

নেড়ে নেড়ে ঘাম ঝরে আর ক্ষরে
অবিরাম বিশ্বের শূন্যতা,
দ্বিধান্বিত ঘোরে
দেশে-দেশে তীর্থে-তীর্থে বীতরাগ পরিব্রাজকেরা।
এদিকে চলেছে রাজ্য,
পরিচারিকার ভিড়ে তাম্বুল চামর বয় বণিকেরা,
কেউ বয় স্থূল রাজোদর।
দোর্দণ্ডপ্রতাপ রাজা, সসাগরা সাম্রাজ্য-ভাণ্ডার
প্রতিদিন হয় ভাজ্য পারিষদ, প্রিয়সখী,
কোটাল, কুটুম, চোর, রাজগুরুদের মাঝে।

তবু বাঁচে দুস্থ ও বর্বর
যারা ছিল দাসদাসী—আর নেই আজ নেই নামহীন
চাষী ও মজুর।
কবে থেকে বেঁচে আছে নামহীন দাসদাসী
কত শতবার
মরিয়া না মরে রাম নামহীন এই সব চাষী ও মজুর—
উত্থানে ও পতনে বন্ধুর চূড়ায় প্রতিষ্ঠ আজ বর্শার ফলার মতো
আশ্চর্য জীবন!

রাত্রি গভীর এখানে, তবুও অনুরণনে
তারায়-তারায় ভরেছে আকাশ মস্ক্‌ভার
মর্মবিহারী সুরের আবেগে পূর্ণ রেখা
অগণন মনে ছবি এঁকে দেয়, জনসভার
আবেগে আমার সত্তার পটে কালের লেখা
বিছায়। আগামী ঘটনায় তুলি জীর্ণ কভার,
প্রাণের কেতাবে প্রেমের আলোয় পালায় ছায়া—
শাণিত বর্শা পাঁচ পাহাড়ের চূড়ায় দেখা
জনারণ্যের জীবনে দীপ্ত প্রাণের মায়া।

মরণ মানে শরণ যার, হে দূর পূর্ণিমা !
মরণে হানো পূর্ণতার নীলিম তরবারে,
সঙ্গীহীন রাত্রি পায় যেখানে তার সীমা
সেই অগম আঁধারে হানো রুপালি খরতারে—
ভীরু হৃদয়ে ঝলকে ওঠে কৈলাসের দ্যুতি
আত্মহন হিংসা সেথা ভবিষ্যতে মৃত—
সেখানে শুধু মৈত্রী আর ঐক্য ভরে শ্রুতি।
নীলিমা ! তুমি নীলকণ্ঠ উজ্জীবনে ব্রত।
একের নীলা অন্যে দাও, তোমার আমার সীমা
প্রতীক হ'ল মরণজয়ী সমাজে, পূর্ণিমা !

এক পৌষের শীত

দু-চোখ ছায় বাংলা দেশের মাটি
নদী ও খাল খামার তেপান্তর
পৌষমাসে বাঁধি সোনার আঁটি
অনেক পরব, দেশ যে উর্বর।

তবুও কোন্ মরিয়া পথভুলে
এসেছি সব কলকাতার পথে ?
কোথা সমাজ ? প্রাণ শিকেয় তুলে
ছুটছে লোক আপন ধন্ধায়

নানান্ রীতি, নানা রকম রথে
ঘরের কাজে আপিস ঘরে কেউ।
রুপার টানে সকাল সন্ধ্যায়
মজুতদারে চোরা বাজারে ঢেউ।

লঙরখানার শান-বাঁধানো ভিড়ে
দেখি রে ভাই কলকাতার কেতা,
রাজা উধাও টাঁকশালের চিড়ে,
কোথায় লীগ মহাসভার নেতা !

লঙর খানায় উলঙ্গ সব ছেলে
ভাঙা ঘরের নোঙর-ছেঁড়া মেয়ে
দোকানঘরের কাচের বাহার ফেলে
সভ্য দেশের ধারার মুখে চেয়ে

থাকে যে, তা অনেক দিনের ফল,
অনেক কালের অনেক সভ্যতার
মাটির মানুষ উগারে হলাহল
কোন অমৃতের কি সম্ভাব্যতায় ?

সোনার দেশ, গরম হাওয়ায় মাটি
আকাশে তোলে মানুষ দুই বাহু,
নদীর মায়া ঘন সবুজ পাটি
বিছাই ঘরে, অনেক কাল-রাহু

অনেক কেতু আদিম কাল থেকে
দেবদেবী ও ভূতপেরেতের নামে,
বেদবেদান্তে অনেক ছলায় ঢেকে
ডাইনে মারী, দুর্ভিক্ষ বামে

অনেক কাল বৃথায় ছিল চেপে !
অজেয় প্রাণ সজল বাংলায়
চোর ডাকাতে যতই ছোটে ক্ষেপে,
সোনার মাটি মানুষকে সামলায়।

আমার মাটি সোনালি সমতলে,
ফিরেছি গাঁয়ে, চষি আপন মাটি,
বিশ্ব ছেয়ে প্রাণের আগুন জ্বলে,
ফসল বেঁধে বাঁধি প্রাণের ঘাঁটি ॥

২২শে জুন ১৯৪৪

তোমাদেরই ঐক্যতানে বিলম্বিত মেলে বহু তাল
বিশটি বছর বিশ্ব দেখে গেল বিস্মিত নির্মাণ
সাম্রাজ্যচণ্ডীর মুখে, চারিপাশে বাণিজ্য-দালাল
তারই মাঝে সভ্যতার শ্রেণীহীন মনুষ্যত্ব দান!
বহুভাষী বহুধর্মী ছিন্নভিন্ন বর্বর যে রুশ
বিশটি বছরে হল শুভবুদ্ধি বিজ্ঞানে প্রবীণ!
তারপরে রক্তস্নাত প্রাণোৎসর্গে যে হাজার দিন
তোমরা দিয়েছ, বিশ্বে ছেয়েছে সে অমর পৌরুষ।

দেশে দেশে সাড়া পড়ে, মিত্র জাগে শত্রুর শিবিরে
মিলটনের ভ্রষ্টস্বর্গ শৃগালশিকারী ছোট দ্বীপও
সোভিএট্ গান ধরে, সৈন্যদল সাজে অবশেষে,
জেগেছে ফরাসী হাস্য আলজীরের ঊষার তিমিরে,
তিতোর পতাকা বহে সাম্রাজ্যপুতলি বহু নৃপ,
মানবমর্যাদা শোনো ঐক্যতানে এ উপনিবেশে।

চতুর্দশপদী

বুঝি নাকো সব এত যে মৃত্যু, বৃথা এত অপচয়,
জাপানীরা দায়ী শুনি, মহাজন মজুতদারেরই জয়,
রামরাজত্ব বহু দূরে, দলাদলি গলাগলি বেশ।
এইটুকু বুঝি বাংলা আমার ভারত আমার দেশ।
খাস ইংরেজি কাগজের টাকা জাপানী ফানুষে লাল
বিস্তর লোক, বেচে দেয় বটে কাস্তে হাতুড়ি হাল
জাল দড়ি মাকু, বিস্তর লোক ভিখারী সেজেছে বেশ;
তবুও তোমার অবারিত মাঠ সভ্য আমার দেশ।
উপরের দেনা তলায় মেটায়, একদিন সব লাল
হো যায়গা জানে তাইতো আমরা মরেও ছাড়িনা হাল।

দুর্ভিক্ষের বঞ্চিত হাতে বানাব বিজয়ী বেশ
লক্ষ দুঃস্থ মুমূর্ষু হাড়ে নরকের ভিড় ভেঙে,
আমাদেরই ক্ষীণ হাতে বলবান নাড়াব কালের চাকা,
অমৃতের ঢাকা খুলবে মুক্ত হিরণ্ময় স্বদেশ ॥

সাত ভাই চম্পা

চম্পা তোমার মায়ার অন্ত নেই,
কত না পারুলরাঙানো রাজকুমার
কত সমুদ্র কত নদী হয় পার !
বিরাট বাংলা দেশের কত না ছেলে
অবহেলে সয় সকল যন্ত্রণাই—
চম্পা কখন জাগবে নয়ন মেলে !

চম্পা, তোমার প্রেমেই বাংলা দেশ
কত না শাঙন রজনী পোয়ালো বলো ।
গৌরীশৃঙ্গ মাথা হেঁট টলোমলো,
নিষিদ্ধ দেশে দীপঙ্করের শিখা
চীনে জ্বলে, হয় মঙ্গোলিয়ায় লেখা,
চম্পা, তোমায় চিনেছিল সিংহলও ।

তোমাকে খুঁজেছে জানো কি কৃষকে নৃপে
অশ্বের খুরে, লাঙলের ফলা টেনে,
হাতুড়ির ঘায়ে, কাস্তের বাঁকা শানে,
ভাটিয়ালী গানে, কপিলমুনির দ্বীপে ;
কলিঙ্গে আর কঙ্কণে গুর্জরে
চম্পা, তোমার সাত ভাই গান করে ।

শ্যাম-কম্বোজে তারা বুঝি টানে দাঁড়,
নীলকমলের দেশে রেখে আসে হাড়
বহু চাঁদ বহু শ্রীমন্ত সদাগর,
চম্পা, তোমারই পারুল মায়ার লোভে
বাহিরকে ঘর আপনাকে করে পর,
বলী হাসে, আসে যবদ্বীপের সাড়।

তোমার বাহুর নির্দেশ দেখে ক্ষোভে
কত প্রাণ গেল, কতজনা নিশি ডেকে
অন্ধ আবেগে বৈতরণীতে ডোবে।
চম্পা, তোমার অবিনশ্বর প্রাণ
এ কোন হিরণ মায়ায় রেখেছো ঢেকে,
খুলে দাও মুখ, রৌদ্রে জ্বলুক গান।

কড়ির পাহাড়ে চম্পা, তুমি তো নেই
কাঞ্চনমালা জানে না তোমার খেই ;
তবুও তোমায় খুঁজে মরে সারা দেশ—
ঘোচাও চম্পা, দুস্থ ছদ্মবেশ,
এ মাহ ভাদরে ভরা বাদরের শেষে
চকিতে দেখাও জনগণমনে মুখ।
মুক্তি ! মুক্তি ! চিনি সে তীব্র সুখ,
সাত ভাই জাগে, নন্দিত দেশ-দেশ ॥

১৯৪৩ অকাল বর্ষা

শহরে অকাল বর্ষা, আকাশের নীল কণ্ঠরোধ
সকাল না হতে কাঁপে ক্রন্দসী ও চালের আড়তে
অনাহারে অসহায় কাতারে কাতারে কোনোমতে
কুইনীন্‌হীন দেহ ঢেকে কাঁপে ক্ষুধার্ত নির্বোধ
ভিখারী দেশের লোক আমাদেরই সভ্যতার ভার
যারা বয় আস্থাভরে, যারা মরে' জীবিকা জোগায়
মৃত্যুঞ্জয় আমাদের, দধীচি সে ভিখারীর সার
বাংলার পথে পথে—বুঝি সারা হিন্দুস্থান ছায়
আবিশ্ব অনন্ত সাপ, প্রাণের সর্পিল গতিভরে
মৈনাকে বিপ্লব আনে, যুগান্তের বিষলালা ক্ষরে।
কাব্যে খ্যাত বাংলার বর্ষার আকাশ যে আভায়
ভবিষ্যতে স্পন্দমান, সেই রৌদ্রে নীল কণ্ঠরোধ
প্রচণ্ড কালের হাস্যে, ইতিহাসে উত্তোলিত ক্রোধ
বাংলায় গ্রীসে, রোমে, ফ্রান্সে, চীনে, আংকোরে, জাভায়॥

পল এলুয়ারের অনুসরণে

প্রেয়সী তোমার দুর্জয় অভিমান।
তোমাকেই জানি তোমাকেই জানতাম,
বারেক ভুলেছি বুঝি চাও তার দাম!
স্বাধীনতা তুমি স্বাধীনতা চায় প্রাণ।

স্বাধীনতা ছাড়া কেই বা বাঁচতে চায়!
স্বাধীনতা শুধু স্বাধীনতা ধরি পায়ে
হে প্রেয়সী কবে করবে আত্মদান?
জীবনে মরণে লিখেছি তোমার নাম
স্বাধীনতা প্রিয়া স্বাধীনতা লিখলাম

হৃদয়ে বাহুতে বুদ্ধিতে একতায়।
স্বাধীনতাহীন কেই বা বাঁচতে চায়

মজা নদী মরা খাল ও তেপান্তরে
তালদীঘি আর পোড়ো নারকেল বনে
আমবাগানের পাতা পচা প্রতি গাঁয়ে !
হৃদয়ে বাহুতে বুদ্ধিতে একতায়
সুজলা সুফলা শস্যশ্যামলা গাঁয়ে
স্বচ্ছ নদীর স্রোতে একাগ্রমনে
কোঠাবাড়া আর নিকানো মাটির ঘরে
সব ছেয়ে গেল তোমার মধুর নাম।
নিশিদিন ধরে তোমার নামটি বলি
দেহমন ঘিরে তোমারই তো নামাবলী।

আমার প্রেমের তোমার নামের গান
স্বাধীনতা শুধু, একটি ঐক্যতান
হৃদয়ে দেয়ালে কাগজে রাত্রিদিন
প্রেয়সী তোমায় চাই, স্বাধীনতাহীন
আলপনা শুধু তুমিই সারাটা দেশে,
জীবন মরণ তোমাকেই ভালোবেসে ॥

সূর্যাস্ত

বেগার্ত নদীর বাঁক, নর্তকের পেশীবহুলতা,
বর্তুল ছন্দের টানে থরোথরো হরধনু বেগ
তরল সমুদ্রপানে ভেসে যায় পার্বত্য স্থূলতা,
পুঞ্জ পুঞ্জ বস্তুফেনা যেই নীলে মেলায় আবেগ।

বেগে বেগে চর জাগে, খরমুজের দূর হাতছানি
শরতে ঘুমন্ত আজ, আজ শুধু শূন্য আকুলতা
স্মারক দেয় যে, নিঃস্ব জলে স্থলে উন্মুখর বাণী
মিলিত বিশ্বের বেগে—শিবনেত্রে উমার ভ্রূলতা !

নদীর রক্তিম বেগ, সূর্যাস্তের ইন্দ্রধনুচ্ছটা
পাহাড়ের ঢেউ-এ লেগে চূর্ণ চূর্ণ ছড়ায় আকাশে
নোনা ক্ষিপ্র জলে স্থির দূর বনরেখায়, বিলাসে
ছন্নছাড়া চলে যায় ত্রস্তস্নায়ু আঁধারে কুলটা
রাত্রির আসরে অন্ধ, ভুলে যায় নিঃসঙ্গ আবেগে
বেগসত্তা কৈলাসের প্রাত্যহিক সূর্যোদয়ে জেগে ॥

সন্দ্বীপের চর

শ্রীযুক্ত তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়-কে

সন্দ্বীপের চর

(লালমোহন সেনের উদ্দেশে)

প্রকৃতির মায়া
আহা বনরাজিনীলা !
হে তমালতালীবন !
সমুদ্রবীজনস্নিগ্ধ সফেন কল্লোল !
বালিয়াড়ি হীরা জ্বলে ছোট ছোট টিলা,
শান্ত মৃদু খাড়ি—যেন তনুকায়া
অষ্টাদশী ! প্রকৃতির মায়া—
জীবনমরণে গাঁথা জীবনের আয়ুষ্মান রূপে
কাটে না এবার ছুটি
সচ্ছল ভূস্বর্গ সুখে—কবে চুপে চুপে
হয়ে গেছে জীবনের হার—
আজকে সবাই প্রতিবেশী ভাই, হে প্রকৃতি, ভুলে যাই
জীবনের মরণের হারে বাঁধা জীবনের ছবি
আজ শুধু মারি, মরি, পুড়ি ও পোড়াই, ক্ষেপি আর লুটি ।

এ মরণে প্রাণ নেই, এতো নেশা উন্মাদের,
শক্তিমদমত্ত অন্ধ পাগলের অপ্রাকৃত আঁধি !
হে প্রকৃতি আমার মানুষ, এই মরণস্বাদের মদিরায়
আমরাই কবি, নই তালীবন
সারি সারি তালগুপারির
সমুদ্রবীজনস্নিগ্ধ ঢেউয়ের জীবন নই,—ছায়া-ঢাকা খাড়ি
নই, হীরাজ্বালা বালিয়াড়ি নই, হে প্রকৃতি,
আমরাই মরি আজ আপন পাশার ছকে
তবু স্থির জানি, তবু মন দৃঢ় সত্যে বাঁধি

এই রোগে এ মরণে প্রাণ নেই, প্রাণ ন্যায়ে, সমান সুযোগে
নিকটে সুদূরে কাশ্মারে ও ত্রিবাঙ্কুরে রক্তাক্ত গোল্ডেন রকে
অনেক হাসনাবাদে প্রাণের আবাদে, নয় বনিয়াদী হত অপঘাতে,
হে প্রকৃতি আমরা মানুষ, নই বনরাজিনীল তালীবন তটরেখা নই—
আমাদেরই কর্মে লেখা আমাদের দুর্গত জীবন
আমাদেরই ভবিষ্যৎ স্মৃতি।

* * *

উষার নীলিমা নামে, থেকে থেকে পিঙ্গল প্রবাল
ছেয়ে যায় হে প্রকৃতি দিক্‌চক্রবাল
তোমার প্রভাতস্বপ্নে পূর্বাপরহীন
বকের মুক্তির স্বপ্নে আকাশের পাখা
মেঘে মেঘে মুখরিত, নীল লাল পিঙ্গল প্রবাল
ছেয়ে যায় প্রতিবেশী অশ্বত্থের শাখা
ঘরোয়ানা কত সুরে

পূর্বাপরহীন আকাশে সমাজ নেই, স্মৃতিহীন উদাসীন প্রাকৃত আকাশ
হে প্রকৃতি আমাদের ঘটাকাশে তোমার আভাষ ব্যাপ্ত ইতিহাসে
তুলে দিক হিরণ্ময় ঢাকা, এ রক্তাক্ত বিদূষণ
ঐশ্বর্য-মাতাল শক্তি অন্ধ এই স্বর্ণনাগপাশ
ছিন্ন করো সত্যে সত্যে বিশ্বরূপে হে সারথি হে সূর্য পূষণ

শান্ত হোক্ রঙ্গমঞ্চ, ক্ষান্ত হোক কাজীর বিচার
আলো জাগে থরে থরে নীল আর ফিরোজা উষায়
পিঙ্গল প্রবালে পড়ে পূর্বাপরহীন সেই সোনা
শেষ হোক্ গোনা
মোহরের খতিয়ান্ গদিয়ান্ লোভের বহরে কবন্ধ জাবেদা
সদসতে একাকার, প্রাণের শিকার

আর নয় এ উষায় ক্ষে,ড়নাট্য রাজন্যভূষায়
ইন্দ্রপ্রস্থে সাজে না এ খেদা
এ প্রাকৃত কবিতার মানুষের সবিতার ভার্গব প্রহরে

আকাশের পেশী নেই, সে স্বদেশী পেশীতে চাপড়
দেয় না, লড়াই নেই, বড়াই-এর মঞ্চ নেই, দেয় নাকো রড়
জারজআশ্রয়ে কেউ সেলুকাসপাশে
চতুর আশ্বাসে ফেউ তোলে নাকো কেউ
জীবনের প্রকাণ্ড আকাশে
তমসার জ্যোতির্গামী ঝড় আকাশে আকাশে

গ্রাম্য নাট্য থেমে যায় জীবনে কোথায় খেলা
গদিয়ান্ মোড়লে কোটালে যে খেলায় আমাদের করে বানচাল
আকাশে কুবের কৈ ? কৌটিল্যের রাষ্ট্রনীতি নেই
ডেকে আনা খালে

হিংস্র স্রোত বয় নাকো, দুঃশাসন সকালে বিকালে
আনে না শকুনপাল, পায় নাকো খেই
সে আলোয় শকুনিরা, মুদ্রারাক্ষসের অষ্টম রসের
রঙ্গমঞ্চ নেই এই পিঙ্গলে প্রবালে নীলে আর লালে
সূর্যের চোখের মতো বুদ্ধের চোখের মতো মৈত্রীতে করুণ
প্রজ্ঞাপারমিতা
নিভে যাক চিতা এই বিরাট সকালে
উল্টাডিঙি কাশীপুরে পাটনায় আলোর অঙ্কুশে
হে আদিজননী সিন্ধু অয়ি শুচিস্মিতা
তোমার চোখের আলো কাশ্মীরে ও ত্রিবাঙ্কুরে

তেলাঙ্গানা বাংলায় কত গাঁয়ে দূর রুশে
বেল্‌গ্রেডে প্যারিসে প্রাগে রক্তরাগে প্রাণে জাগে
হে মৈত্রেয়ী প্রজ্ঞাপারমিতা।

* * *

সে কথা আমিও জানি, এ যাত্রা অশেষ!
অসীম শূন্যের পথে ধাবমান নীহারিকা নক্ষত্রের ভিড়
বিরাট মিছিল ছোটে সঙ্গীতের সংহতিনিবিড়
সেদিনের ভিড় যেন লালদীঘি যাদের উদ্দেশ
তাই চলে আন্দ্রমিদা সহস্র সূর্যের বাহু
প্রসারিত দ্বিধাশূন্য বেগে
হাজার ঘরের টান ঘরছাড়ার বিদ্রোহী আবেগে
সূর্যে সূর্যে তারায় তারায় সহস্রধারায় লেগে লেগে
গতির আপন লক্ষ্যে অশেষ যাত্রায় ওঠে জেগে
পদে পদে অন্তহীন যাত্রার উদ্দেশ।

কালের সমুদ্রে শেষ কাল নিরবধি।
তবু জাগে পাহাড়িয়া নদী
আপন সীমার তন্বী খরস্রোত তুলে দেয়
খুলে দেয় জীবনের গতি পাথরে পাথরে
দেওদারে শালবনে মুক্ত তেপান্তরে
হাজার বাঁকের পাকে গতির আবেগে
দ্বন্দ্বে দ্বন্দ্বে ওঠে জেগে জীবনে তিস্তার
প্রাণের বিস্তার

মুহূর্তের প্রচণ্ড উদ্দেশ
জীবনেই বেঁধেছে রাগিনী

তাই নটী, তাই বৈরাগিনী, তাই তার সংসারের বেশ,
সে কি জানে সুদূরে কোথায় কোন্ সমতলে তার
কালের সমুদ্রে নীল নীল জলে পার্বতীর
নীলকণ্ঠ সঙ্গীতের সে ভয়রোঁর শেষ ?

কাকে বলো নিরুদ্দেশ ?
হৃদয়ে যে ইতিহাস অনির্বাণ রেশ বৈদেহী বিদিশা
প্রেমের মাধুরী জ্বালে ধাবমান তারায় তারায়
অমাবস্যা পূর্ণিমায় তৃতীয়ায় পঞ্চমীর চাঁদে
গুঞ্জরিত নিশা
ফিরোজা ঊষায় সন্ধ্যার গোলাপে চিলেকোঠা ছাদে
দিনান্তের মুখোমুখি অলস আলাপে
প্রত্যহের ঈষৎ তফাতে অন্তহীন বন্ধনের খাতে প্রেমের শয্যায়
মিলন-প্রবাহে জাগে প্রতিদিন বিস্ময়ের রেশ
সেও নয় নিরুদ্দেশ বাধাবন্ধহীন
সত্য তার আমাদেরই, আমাদেরই সম্মিলিত
জীবনের হৃদয়ের শরীরের আমরণ দুইতটে
শুচিস্মিত তার গান
শেষ শেষ তার কাল শেষ তার দেশ

তাই তো করুণা, তাই ভয়, তাই মৈত্রীর প্রসাদে
সম্ভ্রান্ত বিস্ময় জাগে প্রাসাদে বস্তিতে
তাই তো মুক্তির স্বাদ জীবনের জয় চাই, মৃত্যুর মস্তিতে
নৈরাশ-আশায় নয়, শিশুর উদাস
নির্বিকার খেলেনার ক্রান্তিস্রোতে আপন বিকাশে
তাই চাই অবকাশ, প্রাণের উল্লাসে, প্রেমে, দীর্ঘ মিতালিতে
ক্ষণিকের সহচর অক্ষয় প্রতিমা।

মনের মহিমা মানি একাধারে মানি এ নশ্বর সীমা
রহস্যবিশ্বের স্রোতে আমাদের ঘরে ঘরে
এ সমাজে আমাদের একফালি চরে তাই মনের মুক্তিতে
শেষহীন জীবনের স্রোতে লিখি প্রাণের অক্ষরে প্রেমের স্বাক্ষরে
জীবিকার ভিতে গড়ি মানুষের প্রত্যক্ষ মহিমা।
ফেব্রুয়ারী খুঁজে পায় নভেম্বরে সীমা।

* * *

ঘৃণার সমুদ্র নীল নীল জল আকণ্ঠ ঘৃণায়
নিশ্চিহ্ন সবুজ, লাল, হরিতের নয়নাভিরাম
শুধু নীল নীল অবিরাম নীল ঘৃণা সমুদ্রের মেঘ্‌নার
সরীসৃপ নীল

যদিবা শুভ্রতা ওঠে, সে তো নয় সূর্যালোক, চর
সোনালি হরিৎ শুভ্র গতশোক শুভ্রতা সে নয়
পিঙ্গল জটার বন্ধে বয় না সে ধূসর জাহ্নবী
শুভ্র বক্ষ বেয়ে বেয়ে প্রাণগঙ্গা সহস্রধারায় মৃত্তিকাধূসর
অক্ষয় প্রাণের বরাভয় মৃত্তিকা সে নয় সে নয় নিখিল
স্রোতের দুরন্ত ছন্দে তটে তটে দ্বন্দ্বে উন্মুখর
শুভ্র বা ধূসর লাল মাটি হরিৎ

এ হবি

তুষারের নীল শুধু গরলের পাণ্ডুর নীলিমা
ঘৃণাকে বিধান এ তো, দ্বীপ শুধু শত শ্বেতদ্বীপ
প্রচণ্ড ঘৃণার দ্বীপ উপদ্বীপ বদ্বীপেরা হিম ও কঠিন
আপন হিমেল সীমা ভু'লে যায় দ্বীপে দ্বীপে মত্ত আলোড়নে
কঠিন ধাক্কায় ভেঙে যায় পাক খায় আবর্তের অমর্ত্য উল্লাসে
ডুবে যায় দ্বীপে দ্বীপে সন্দ্বীপের চর
ডুবে যায় শুধু ভাসে প্রাণহীন অগণন তুষারকরকা

দ্বীপ সব উপদ্বীপ আমরা সবাই দ্বীপ একফালি চর
যেখানেই বাঁধি ঘর আমাদের সীমা
আমরা ছড়াই বিশ্বে আমরা যে দ্বৈপায়ন
আমাদের মন বিরাট ভারত ছায় আমরা যে অসহায়
বিরাট বিশ্বের সুরে আমাদেরও নীড়
আমাদের কাজ তারে তারে আপনপরের বাহিরঘরের
নতুন নতুন মীড় আমাদের মুক্তি নেই সাপের একক স্বর্গে
আমরা মানুষ

আমাদের মিল সে গ্রাম্য ঈডেনে নেই, শূন্যচরা পাখী
নই, অরণ্য শ্বাপদ নই, আমাদের খেই
আমাদের মিল শুভ্রবক্ষে নীলকণ্ঠে যেখানে নিখিল
দ্বীপে দ্বীপে একাকার আমেরু মৃত্তিকা আদিগন্ত নীলে
ঘূর্ণ্যমান এ পৃথিবী ঘুরে ঘুরে খোলে
মৈনাকের শতপাক, সূর্যাবর্তে সূর্যালোকে শূন্যজোড়া কোলে
কোটি কোটি দ্বৈপায়ন নক্ষত্রের ঐকতানে অগণন পদক্ষেপে
যেখানে একটি শিশু প্রাণের আক্ষেপে
চেয়ে আছে ত্রিনয়নে সম্মিলিত কালের কল্লোলে।

* * *

তোমার আমার মিল, সেই সত্যে জীবনের ঝোঁক
প্রেম সে তো দ্বৈতের বিস্তার
তিস্তার সেতুর মিলে পাহাড়ী দ্যুলোক
উপরে আসন্ন শিলা তুষারে পাইনে প্রখর সুন্দর
স্রোতের প্রলাপ নিচে, কঠিন পাথর আর ধারালো জলের খরতর
মায়ায় তো নেই কো নিস্তার।
তোমার আমার মিল, সেই সত্যে আমাদের একান্ত বিস্তার
যে কথা যায় না বোঝা, যেটুকু যায় না পাওয়া

সেটুকুতে কবিতাই, তাতে চলে গান গাওয়া
তৃপ্তিহীন সে চাওয়ায়, আমাদের মিলের উপমা
সেতুবন্ধ পার হয়ে অসীমে মিলায় শেষে
হৃদয়ের অন্তহীন নীলে
পুষ্পকের পবনআবেগে তাই পরিক্রমা দেশে দেশে
কালে কালে বারম্বার শেষ হয় এক খাদে বিরাট নিখিলে।
তুমি তাই সামান্যের এক নিরুপমা।

হৃদয়ের হ্রদ কবে খুলে গেল গতির বন্যায়
যাত্রা হল শুরু তটে তটে পাড়ভাঙা চরজাগানিয়া
গঙ্গার, তিস্তার ?
—এ উৎক্ষেপ ব্যর্থ মানি প্রিয়া
সে হৃদয় কার ? তোমার আমার ? সির্‌দরিয়ার ? আমুদরিয়ার ?
দুইস্রোত জীবনের বালুকাকাতর
মরুর সান্নিধ্যে কাঁপে ভয়ে থরথর
মনে ভাবে আরালের প্রশান্ত সাগরে
যৌবনসরসীনীরে নিরাপদ যৌথসরোবরে দোঁহার নিস্তার
স্বতন্ত্র সত্তার মোড়ে সম্মিলিত ঘরে আরেক রেখাবে।

আমাদের ঘরে বাঁধি পরিক্রান্ত মিল
পুনরাবৃত্তিতে নয়, নতুন আখরে নব নব শ্লোকে
তবু দেখি দোহারের ঘনঘটা থেকে থেকে ছিঁড়ে যায়
দুরন্ত হাওয়ায়, ভেঙে যায় খিল
ঊর্ধ্বশ্বাসে ছুটে আসে বালিয়াড়ি দূরের সিমূম
ডোবায় আপন-পর
বিশ্বব্যাপী আমাদের ঘর ছড়ায় ভূলোকে
ছত্রভঙ্গ কালের হাওয়ায় আমাদের মিল সম্বাদে ও প্রতিবাদে

আরেক যতিতে বাঁধি আকাশের বিস্মিত বিস্তারে
বারেবারে বাহিরে ও ঘরে তোমার সুষমা
ছড়ায় উপমা।

বৈশাখী

বৈশাখীতে শুনেছ ঘোষণা ?
অঙ্গীকার প্রাণের পাতায়।
পঞ্চাশের গতস্থ শোচনা
দূরে যায়, প্রাণের ঘোষণা
জীবনের নূতন খাতায়।
অমর্ত্য সে রচনা মাতায়।

মুক্ত ঋষি কাণ্টের শহর
মুক্তি নামে স্লাভ দেশে দেশে
ঘরে ফেরে পোলিশ্ বহর
চীনবার্তা ব্রহ্মে এসে মেশে
ফ্রান্সে শুনি প্রাণের লহর
আবর্ত ভেঙেছে আজ হেসে।

বৈশাখীর ঘোষণা প্রবল
হৃদয়ে জাগায় তাই আশা ?
বাংলায় মারীর কবল,
অনাহার, মানুষের দল
চীরবাস, মরণের ছল
আড়তে আড়তে খোঁজে ভাষা।

একাল পাপের ভরা কলি
তবু কোথা দেবতার রোষ ?
দেবদেবী কবে চায় বলি ?
পুরাণে বাতিল খোরপোষ
আমরা মানুষ, করি দোষ,
আমাদেরই লোভ, দলাদলি

কল্কি আজ পৌরাণিক ঘোড়া
চড়ে না, ফ্যাশিস্ট সাজে আসে
দুর্ভিক্ষবাহন সোনামোড়া ।
রাম আজ জনতায় ভাসে,
উত্তোলিত বাহু হাতজোড়া
পাঞ্চজন্য বৈশাখী সম্ভাষে ।

স্বর্গ সে তো চেতনার সিঁড়ি
নরক সে গৃধ্নু প্ররোচনা,
ইষ্টদেবতারা চায় পিঁড়ি
মানুষেরই সমাজে, ঘোষণা
জানাই, মৃত্যুর জাল ছিঁড়ি,
ফেলে দিই গতস্য শোচনা ।

আইসায়ার খেদ

And he looked for judgement, but behold oppression,
For righteousness, but behold, a cry.

বয়স হয়েছে ঢের, পেন্‌সন্‌ই তো পঁচিশ বছর।
সবুজ সবুজ নদী আজ প্রায় নীলিমা ভাস্বর।
কর্ম সবই পণ্ডশ্রম, চাকরি সে তো পেটের চাহিদা,
গর্বের বিষয় কম—কখনো নজর তথা সিধা
নিই নি, সান্ত্বনা তাতে যে টুকু এ পঁচিশ বছর।

বয়সে পেন্‌সন্ নিই, জন্ম থেকে পঞ্চান্নে হুবহু,
জীবন উঠতি ছিল ছোটোখাটো ব্যর্থতার মাঠে
করি নি তছনছ কারো প্রাণমান রাজদণ্ডধর
মুরুব্বি পাকড়ি' বক্ষে উচ্চাশার অন্ধ পাখসাটে,
কৃষ্ণপদে নেত্র বুজে ফেলি নিকো থিয়েটারী লোহু।

•

সেকালে শুনেছি গল্প ব্রহ্ম শিখ সিপাহী বিদ্রোহ,
আতঙ্ক উল্লাস তার উত্তেজনা—কন্ পিতামহ।
সুদূর গল্পের রেশ, মনে পড়ে বুওর সমর,
অসহায় পক্ষপাত, তারপরে আবার আবহ
ঘনাল পশ্চিমে, সেই এম্‌ডেন জাহাজের মোহ!

সবুজ সবুজ নদী আজ নীল সুনীলে ভাস্বর
তবু ভাবি যন্ত্রণায় মাথা কুটে একান্ত অসহ-
যোগের সে আন্দোলনে ব্যর্থ হাকিমের রূঢ় স্বর
নদীতে মোচার খোলা কাঁপে কোন বেগে ভয়াবহ—
মাথা তুলে পথ চলি, চৌরঙ্গির ফুরাল সম্মোহ!

শুনেছি অমাত্য মন্দ, তবু তো সে অমাত্যউৎসবে
আমার ঘরেও সাড়া পড়েছিল, পেন্‌সনের ঘর !
চাষীরা চালায় কাস্তে, মজুরেরা মুষ্টিবদ্ধ খাটে।
তারপরে কালযুদ্ধ মৃত্যু আর মৃত্যু মন্বন্তর
ক্রমান্বয়ে মহামারী নরকের নবান্ন উৎসবে।

নরক কি এ রকম ? বাংলার গ্রাম ও শহরে
লক্ষ জন দগ্ধগৃহ, কারো বৃদ্ধি ওসারে বহরে,
নরকে জানে না শুনি আছে তারা দুরন্ত নরকে,
রৌরব প্রাসাদে হাসে শাদাকালো গৌরব-প্রহরে !
দধীচির হাড় জ্বলে, কী দেয়ালি বিবস্ত্র মড়কে !

কি জানি; বৃদ্ধ যে দন্তনখহীন, আশিটি বছর
জরিষ্ণু মানসে ভাসে, সামান্য চাকুরে চিরকাল।
বাড়িতে অশান্তি ঘোর, সন্তানের সন্তানেরা শত
মতামতে ভাঙে ঘর, একজন কারবারে লাল
অকালে, আবার দেখি ছোট-জন অসিধারব্রত

যুদ্ধে দেয় পক্ষপাত, বলে আজ কালের ঘর্ঘর
এ যুদ্ধে এনেছে ফের পাঞ্চজন্য, দাবি পক্ষপাত,
বলে, বিশ্ব এক, বলে, শনিগ্রহদের কক্ষপাত
সেও নাকি মানুষের হাতে ; দেখি নয়নে ভাস্বর
তার নীল নদী বয়, দুই তট সবুজ উর্বর।

আমার বয়স ঢের, দেখি তার পঁচিশ বছর।

৮ই আগস্ট

আমাদের মাটি কালের প্রগতিস্রোতে
সেরা আউওল অনেক শ্রাবণজলে
অফুরান প্রাণ প্রবল গঙ্গামাটি
স'রে যায় চর ভরাটির মুখ হতে
বাঁচে না কো গদি ছলে বলে কৌশলে
পদ্মার স্রোতে জাগে আমাদেরই মাটি।

শেয়ালের বাপ বৃথাই তোলে দেয়াল
আগ্‌ডোম আর বাগ্‌ডোম তোলে মাথা
কুমোর কামার যত ছুতোরের পো
রক্তের হিমে কাল করে বান্‌চাল
শেয়ালের ঘরে লাঙল, গদিতে গাঁতা
চালায়, পালায় কয়েমী জোরের গোঁ।

কিছুটা কপাল, কালের প্রগতিস্রোতে
আমাদেরই পাড়ে আউওল ফলে সোনা
কিছুটা কিন্তু কড়া পড়া হাতে গড়ি
ভাঙি গড়ি, বৃথা কল্কি যে ঘোড়া জোতে—
অণুবোমা দিয়ে করি না কো তুলোধোনা,
কল্কির পিঠে আমরাই তবু চড়ি।

কাসাণ্ড্রা

বলো কাসাণ্ড্রা, এত দুর্যোগ ছিল কোথায়
সকলে ভাবছি—প্রায় সারা দেশ, কয়েকজনাকে
বাদ দিই। মুখ খোলো কাসাণ্ড্রা, সূর্যালোকে
ঝলসিয়ে চোখ বলো কি পাপের শাসন এ হায় ;
সূর্য তোমার হানে আমাদের—কয়েকজনায়
বাদ দিই, তারা হিরন্ময়েরই পাত্রে ঢোকে।

আমরা কখনো হেরিনি হেলেন, সে মায়াননে
আমরা খুঁজি নি মর্ত্যরূপের ঐশী সীমা,
ইথাকায় কভু কলাকৌশলে কিনি নি নাম
তবু কেন মরি ঘরে ব'সে লোভী ট্রয়ের রণে
রাজরাজড়ার বাজারে বৃথাই মাথার ঘাম
পায়ে ফেলি, দেশে ছার জীবনের নেইকো বীমা।

উন্নত দেশ নই কোনোদিন, দিন আনি খাই,
আমরা কখনো ঘামাইনি মাথা দেশশাসনে,
বিশ্বের কথা দূরে পরিহার করি এ যাবৎ,
বিশ্বের ভার এ ঘাড়েই পড়ে প্রাণের বালাই
ঘর থেকে টেনে আনে সংক্রাম দুঃশাসনে,
সূর্যালোকের নগ্নতা পায় তার যত ক্ষত।

বলো কাসাণ্ড্রা, সূর্যপূজাই করা স্বভাব,
বংশে বংশে শেষটা ধ্বংস সূর্যালোকেই ?
মন্ত্রতন্ত্র সবাই পড়েছি ঘরের কোণায়,
ভালো মানুষের সারাটা জাত—সে কয়েকজনায়
বাদ দিই, তাই মরবে না খেয়ে আর মড়কে ?
সূর্যের দেশে মনুষ্যত্বে কিছু অভাব !

শালবন

সে বন্য উৎসব শেষ, পড়ে আছে ভুক্তঅবশেষ
ছেঁড়া তাঁবু, ভাঙা খাট, কারখানার পাত কয়খানা,
জীবনমৃত্যুর মদে আজ আর দেয় নাকো হানা,
গ্রামগ্রামান্তের ঘরে, গেছে সব যে যার স্বদেশ,
রেখে গেছে আযোজন প্রশস্ত পথের দীন বেশ,
বাঁকা টিন, কব্জা, কাঠ, চূর্ণ বোতলের কাচ, নানা
হাওয়াই জাহাজ-দীর্ণ টুকরা, কিছু সিনেমাশেয়ানা
যুবতীর ছাপা ছবি, রেখে গেছে বিশ্বব্যাপী রেশ
আবিশ্বসমরে অগ্নিপরীক্ষিত জনসাধারণ।

মরণের বনভোজে মৃত্যুঞ্জয় ঋজু শালবন
অমর উৎসাহে তোলে আকাশের নীলে ঐকতান
জীবনের উল্লাসের সঙ্ঘবদ্ধ স্বস্থ সমারোহ—
প্রচণ্ড শান্তির পর্বে সাম্রাজ্যের সন্ধ্যায় প্রত্যহ
জীবিকার মুষ্টি তোলে দেশে দেশে মৃত্তিকাসন্তান।

বন্ধ্যা সন্ধ্যা

নিশ্চিন্ত এ ফাল্গুন সন্ধ্যা
নেমে আসে দক্ষিণা হাওয়ায়,
রাঙা মেয়ে মায়ার খেলায়
ছুটে যায় রঙের মেলায়
আকাশে বাতাসে পাখি গায়,
ভুলে যাই এ মাটিই বন্ধ্যা।

ইন্দ্রধনু সূর্যাস্তে অশেষ,
সমাহিত গোধূলির রেশ,
তন্দ্রালসা সন্ধ্যা নিরুদ্দেশ
মনে নামে হর্ষ আর ক্লেশ
সেখানে মেলায় শিল্পী সন্ধ্যা।
থরে থরে সূর্যাস্তের মেঘ
উৎসাহে কি প্রাণের আবেগ—
রুশ তুর্কী তাজিক উজবেগ,
রঙের কি শতধার বেগ
বসুন্ধরা সে বিচিত্রা, বন্ধ্যা
নয় সে প্রবল শতধারা,
সে জানে না শৃঙ্খল বা কারা,
সেখানে দুচোখে জলে তারা
আকাশে মাটিতে একতারা
নিশ্চিন্ত ফাল্গুনের সন্ধ্যা।
যেখানে কাণার দলাদলি
ধনিকে বনিকে গলাগলি
সরকারী দরকারী ঢলাঢলি
সেখানে কেন যে উচ্ছলি
নেমে আসে এ আশ্চর্য সন্ধ্যা
অলৌকিক সুন্দরী যে বন্ধ্যা!

মধ্যবয়সী

মধ্যবয়সী, তবুও তনু তোমার
আশ্বিন-আলো ছড়ায় আমার মনে।
ফেলে দিই ভয় ফেরার পীত বোমার,
জীবন ঘনায় তোমার আলিঙ্গনে।
তোমার বাহুতে আমার জীবনস্মৃতি
দ্বৈত রচনা, গত-অনাগত প্রীতি।

উপমা তোমার খুঁজি নি কো আকিতেনে
এলেওনোরের সহজিয়া ত্রুবাদুর,
হেলেন-কে চাওয়া উদ্বায়ু ফাঁকি জেনে
দেহমনে মনজীবনে ভেদ-আতুর
রোমাঞ্চ-গান করি নি, প্রেম তোমার
অলকনন্দা, অনন্ত গতি তার।

একাগ্রতাই সত্তা, জীবনতটে
বয়ে যায় দেখি তোমারই সে মহানদী,
আমার প্রাণের অশ্বত্থে বা বটে
অচিন্ পাখির গান শোনা যায় যদি,
গঙ্গোত্রীতে জেনো তার নীল বাসা
কিম্বা হয়তো আনে সাগরেরই ভাষা।

ছড়া

(১)

কে দিয়েছে বিয়ে যে তাঁর, পাই না রে ভাই ভেবে
তিন কন্যের মান অভিমান, বৃষ্টি আসে নেবে।
এ পারে গঙ্গা ও পারে গঙ্গা মধ্যিখানে চর।
তারই মধ্যে বসে আছেন শিব সদাগর
আমাদেরই সে আপনজন তো, দেখলে কষ্ট হয়—
ভরাডুবিতে নৌকা গেছে, প্রাণটা রইলে সয়।
সগররাজার জোয়ার আসে, ঘরে নেইকো ধান
বৃষ্টি পড়ে টাপুরটুপুর তার ওপরে বান।
মাস্তুতো ভাই উধাও সবাই, উঠছে কালাপানি
এই বিপদে জলে কুমীর ডাঙাতে বাঘ জানি
ওৎ পেতে রয়, শিবসদাগর নাম্‌বে কপাল হেনে
আমাদেরই সে আপন জন তো কেমনে আনি টেনে।
এপারে গঙ্গা ওপারে গঙ্গা মধ্যিখানে চর
তারই মধ্যে বসে আছেন শিবসদাগর।
এক কন্যে রাঁধেন বাড়েন, এক কন্যে খান
খেয়ে দেয়ে বিলেত গিয়ে জমান পেনসান।
এক কন্যে গোসা ক'রে বাপের বাড়ী যান
বাপের বাড়ী মেসোর বাসা, নদেয় আসে বান।
যে কন্যেটি রাঁধেন বাড়েন, তিনি বলেন সেধে
সিন্ধুকটা ভেঙে এসো ভেলা বানাই বেঁধে।
মহাজনী তক্তা আহা! সদাগরনন্দন
শিউরে উঠে ভাবেন কোথায় দিল্লি রে লণ্ডন।
দেখ কন্যে কেঁদে, যদি গলে সোনার প্রাণ।
আকাশ জুড়ে মেঘ ডাকে ঐ নদেয় এল বান।

ছড়া

(২)

কে জান্‌ত পোড়া দেশে এত বুলবুলি !
বানচাল দেশ ধান-চালে ঘুলঘুলি
কোনঠাসা করে করেছে বোঝাই
শিস্‌ দিয়ে করে দুহাত সাফাই
যত পারে খায় প্রাণ আইঢাই
শুনেছি মাথার খুলি
সেও ঠাসা, গান ভুলে গেছে বুলবুলি।

ট্রামবাস্‌ ভরে বুলবুলিদের শিষে
বড়ো বড়ো গাড়ী বাড়ী ভরে ফিস্‌ফিসে
বর্গীর দল জানায় বাহবা
উজাড় গ্রামের ঠগ্‌ বলে তোবা
গৃহিণীরা নাড়ে উৎসাহে খোঁপা
বণিকরাজের বিষে
নীল হল দেশ, কাল-সাপ উষ্ণীষে।

খোকাকে আজকে কি সাধে যে বলি, ঘুমা !
কালো কালো ছায়া ! থেমে যায় মুখে চুমা
সুর কেটে যায় বাহুর বাঁধনে
মনে হয় যত খোকার সাধনে
বর্গীরাজার ঠগ জনে জনে
বহু জুজুমানা হুমা
বুলবুলি শেষ হোক্‌ তবে খোকা ঘুমা।

মৌভোগ

জন্মে তাদের কৃষাণ শুনি কাস্তে বানায় ইস্পাতে
কৃষাণের বউ পঁইছে বাজু বানায়।
যাত্রা তাদের কঠিন পথে রাখীবাঁধা কিশোর হাতে—
রাক্ষসেরা বৃথাই রে নখ শানায়।

নীলকমলের আগে দেখি লালকমল যে জাগে
তৈরি হাতে নিদ্রাহারা একক তরোয়াল,
লাল তিলকে ললাট রাঙা, ঊষার রক্তরাগে
—কার এসেছে কাল ?

চোরডাকাতে মুখোস্ পরে, রাক্ষসেরা ছাড়ে
চোরাই মাল, ঢাকে কালো কানায়।
মরিয়া যত রাণীর জ্ঞাতি কঙ্কালী পাহাড়ে
মড়ক-পূজা নরবলিতে জানায়।

এদিকে ওড়ে লালকমলের নীলকমলের হাতে
ভায়ের মিলে প্রাণের লালনিশান।
তাদের কথা হাওয়ায়, কৃষাণ কাস্তে বানায় ইস্পাতে
কামারশালে মজুর ধরে গান॥

উত্তরা-সংবাদ

হায় উত্তরা কিবা সান্ত্বনা সমুখ শোকে ?
বর্তমানের যন্ত্রণা তবু ক্ষণিক জেনো
জীবনের মহাঅরণ্যে, প্রতিজীবন মেনো
মহার্ঘ, তবু একটি সে ক্ষতি মর্ত্যলোকে।
ভাঙুক পাহাড়, নদীর মুক্তি যে বিপরীতে,
শোনো উত্তরা সান্ত্বনা চাই পরীক্ষিতে।

হস্তিনাপুরে সাজুক হাজার অক্ষৌহিনী
অতীতে সপ্তরথী, নিশিপাওয়া বর্তমানে
থামে না কো মন, চলুক্ পাশার ও বিকিকিনি
প্রাণের মানের লোভের অন্ধ সর্তদানে।
অলকানন্দা নামবে সাগরে, তুষারশীতে
কোথা উত্তরা সান্ত্বনা, খোঁজো পরীক্ষিতে।

বৃথা পিতামহ শরশয্যায় তুহিনে ভাসে,
এ আনুগত্য সাজেনা কর্ণে, সাজেনা দ্রোণে,
বৃথাই বিদুর চোখ চেয়ে কাঁদে বিবরকোণে,
ধৃতরাষ্ট্রের আকাশকুসুম রচে কি দাসে !
পাঞ্চজন্যে কান দিয়ে শোনো কালের গীতে
গঙ্গাসাগরে সত্তার মাঝে পরীক্ষিতে ॥

সহিষ্ণুতা

তোমাকেই দিই এই ক্লান্তির ভার
দীর্ঘ আয়ুতে উদ্বায়ু গত, ক্ষমা
তুমি ছাড়া কেবা করবে অঙ্গীকার ?
পূর্ণিমা তুমি, তোমাতে মেলাই অমা,
ঘৃণার আঁধার তোমাতেই প্রিয়তমা
সহিষ্ণু আলো জ্বালুক পূর্ণিমার।

ঘৃণা ঘৃণা নয়, ক্ষমা প্রেম আর ঘৃণা
দীর্ঘ আয়ুতে তুলুক্ অমোঘ ঢেউ।
জীবনের পাপ চলে না জীবিকা বিনা,
তাই দস্তুর হুঙ্কার তাই ফেউ,
তাই তো ইতর, তাই নির্বোধ কেউ
অনেক ক্রুরতা প্রতিযোগিতায় কিনা।

ধৈর্য আমার তোমার সাগরে নীল,
অস্থির ঢেউ তবুও অতল জল।
অমাবস্যায় তাই কোজাগরে মিল
তোমাকে দিলুম—জীবনের নানা ছল
মূঢ় স্বার্থের অন্ধ বা চঞ্চল
লোভের মাৎস্যে উড়ুক না গাংচিল।

তোমার সাগরে ছড়াই আমার ক্ষমা
বাজারের কালো পাহাড়ের গুরুভার,
ধুয়ে যাক্ আজ নীলে নীলে সে সুষমা
হৃদয়ে আনুক সাগরের দুর্বার
অতল ধৈর্য, ক্রান্তির উদ্ধার
সংক্ষেপে নয়, জানি আজ প্রিয়তমা।

ভিড়

নানামুনি দেয় নানাবিধ মত মন্বন্তর আসে!
তবুও শহরে ওসারে বহরে জড়কবন্ধ ভিড়!
বহু সাপ্লাই উঠে গেল শুনি তবু আজো লাগে চিড়
পদাতিক পথে, ট্রামে বাসে কারে ট্রাকে করে বিড়বিড়
দরকারী বিনাদরকারী কেউ সরকারী চোরাকারবারী ফড়ে
আমীর ওমরা মজুতদারের পাশে
আমরা সবাই—তুমি আর আমি মৃত্যুর প্রতিভাসে
মিশে যাই,—না না মিথ্যা নেহাৎ; দুর্বার জীবনের
অবাধ প্রগতি মন্দাকিনী কি বালুচরে মরে ঘাসে।
কখনো ঝর্না সহস্রধারা, কখনো ফল্গু মীড়
কখনো প্রাণের প্রবল বন্যা, দুর্বার জীবনের
লাখো লাখো হাতে তরঙ্গঘাতে দ্বন্দ্বের উচ্ছ্বাসে
ভেঙে দেয় পাড়, ওড়ায় প্রাসাদ, বসায় নতুন নীড়:
অর্কেস্ট্রার মিলিত জোয়ারে মাসতুত ভাই ডুবেছে খোঁয়াড়ে,
হস্তিনাপুরে রাজার মস্তি, মন্ত্রিরা দেখে ভিড়—
অগণন চাষী পলিমাটি চষে, কামার কাস্তে হাতুড়িতে কষে,
রেলপথে পথে আকাশে নদীতে বজ্রের গান পাতা।
কোথায় দিল্লী কোথা কলকাতা মহেঞ্জোদারো ইতিহাসে গাঁথা
মৃত্যুর পাশে জীবনের ভিড় বদ্ধমুষ্টি সঙ্ঘনিবিড়
মৃত্যুবিহীন আমাদের এই ভারতের ইতিহাসে।

কঙ্কালীতলা

অরণ্যে রোদন শুধু, কঙ্কালেরা বদ্‌লিয়েছে ভেক্‌,
বর্ষার মেঘ তো নয়, বজ্রে বজ্রে জাগে নাকো জীবনের
মেদুর আবেগ।
নদীতে ওঠে না স্রোত, ইছামতী
জীবনের বেগে বর্ষভোগ্য ঘুম থেকে ওঠে নাকো জেগে
আমনের বিপুল ইঙ্গিতে
গ্রামান্তের পিপুল-ছায়ায়।
এ তো শুধু গ্রামছাড়া অসম্ভব অরণ্যের মরণ-উল্লাসে আর মুমূর্ষু রোদন
ছিন্নমস্তা জীর্ণ গুল্মবন
খাণ্ডব নয়কো, নয় বন কেটে জমির সন্ধান।
এ উন্মাদ গান শুধু কঙ্কালীতলার
অরণ্যের বীভৎস রোদন।
বনস্পতি নেই, ক'টা আছে জীর্ণ বজ্রাহত শাল
দাবদাহে ধ্ব'সে পড়ে মুমূর্ষুর পতনে বিশাল।
কাঁটাঝোপে শ্যাওড়ার মনসায় ধূতুরায় লোলুপ আগুন
শ্বাপদসঙ্কুল বনে শৃঙ্গী ও দন্তুর যত মরণ-মাতাল
নখে নখে থাবায় থাবায় কঙ্কালে কঙ্কালে ঠোকে।
সে হিংসায় জিঘাংসায় বৃষ্টি নেই মেঘ নেই
আবাদের আশা নেই অরণ্যপ্রান্তের
গ্রামে গ্রামে গ্রামান্তের, তাতে নেই জীবনের বজ্রের আবেগ
সে রোদনে দূরাগত শিকারীরা শকুনিরা দূরে পাখা ঝাড়ে
নীল শূন্যে উষ্ণ হাওয়া শোঁকে
অশ্লীল ক্ষুধায় শূন্যে ধোঁকে
সে আদিম অরণ্যরোদনে
কঙ্কালীতলার দীর্ণ বনে॥

* * *

যন্ত্রণার অন্ত নেই, জীবনের মরণে মাতাল
নীলে নীল যে আকাশ প্রহরীর মিনারে তোরণে।

মরণের যন্ত্রণাই নির্নিমেষ উৎকর্ণ শিকারী
গবাক্ষে গবাক্ষে চোখ, মোড়, গলি, রোয়াক, চাতাল
গুপ্ত মন্ত্রণায় কাঁপে যন্ত্রণায়, তবু ক্ষণে ক্ষণে
রুদ্ধশ্বাস নীল শূন্যে হাওয়া ওঠে, হৃদয় ভিখারী
ঘনিষ্ঠ সঙ্কট ফেলে, ভবিষ্যতে অতীতে পৌঁছায়।
নিঃসঙ্গ বাউল খোঁজে হৃদয়ের সঙ্গীকে কোথায়
ব্যক্তিতে ব্যক্তিতে সত্য স্বপ্রকাশ নদীর গতিতে
দুই তীরে বাহু বেঁধে জীবনের গ্রাষ্মে আর শীতে
ভিখারী হৃদয় চলে একই ঘরবাহির যাত্রায়
দিনের আতঙ্কে চলে, চলে শঙ্কাকলুষনিশীথে
মানে না সে আশুসত্য অর্ধমিথ্যা, মানে না পাতাল
পৃথিবীর পরিণতি, আকাশের সেতুবন্ধ চোখে
অলকনন্দার গান কাণে দুই তটের গতিতে,
নীলকণ্ঠ প্রাণ পায় বারম্বার উমাতে সতীতে।
তাই ইন্দ্রধনু ওঠে জীবনের মরণের শোকে
ভিখারী হৃদয়ে কোথা অরণ্যের শিকারী মাতাল ?

* * *

তোমাকে নন্দিত করি, হে কিশোর, তুমি তো ভোলো নি
মত্ততায় বীর্য নেই, মল্লবীর অকালে লাফায়
তোমার দুহাতে ছিল প্রলাপের বহু সম্ভাবনা
বেঁধেছ মনের শৌর্যে, ভুলক্রমে কখনো খোলো নি
প্রচণ্ড ঘৃণার ভাণ্ড, যেইখানে গোখুরা হাঁপায়—
পশু নয়, বন্য নয়, উন্মাদের ভয়ক্ষিপ্র ফণা
অন্ধ ঘায়ে ঘায়ে মারে, মানুষের সুদীর্ঘ সাধনা
স্বার্থে ভোলে, প্রাণ নিয়ে মুনাফার মঞ্চ তোলে যারা
সেই ব্যবসায়ী ছলে প্রাণ ভোলে, ভয়ে হয় সারা।
নও সেই ভীরু বীর ! তুমি জানো অন্যের ছিদ্রের
সঞ্চয়ে সম্পদ নেই, সুতরাং হৃদয় বাঁধো না
মূষিক আশায়, তাই চিরজীবী করো নাকো কারা।

মনুষ্যত্ব চোখে জ্বলে, একমাত্র ধনী দরিদ্রের
ভেদাভেদ মানুষের শত্রু যে তা তুমি তো ভোলোনি—
তুমি জ্বালো দীপাবলী অন্ধকারে ভীত বিনিদ্রের ॥

* * *

থেকে থেকে হাওয়া দেয়, বর্ষার সজল চোখ
বুজে যায় হিম দীর্ঘশ্বাসে।

মরিয়া শহরে জাগে পৃথিবীর মুমূর্ষু বাতাসে
মরা বাড়ী, মরা পথ,
কোন নরকের ত্রাসে জেগে থাকে ছাদে ছাদে
বারাণ্ডায়, জানালায় বিনিদ্র প্রহরে টহলায় পাড়ায় পাড়ায়
মহল্লায় ইসারায় ইঁটে বাঁশে চোরা ডাকে নকল সেনার ফিস ফাসে
ভয় আর সন্দেহের জিঘাংসু হৃদয়।

খুঁজে মরে রাত জেগে রাতকানা কানামাছি কলকাতার কল্পনার
স্নায়ুদগ্ধ জয় পরাজয়
আকাশে না, তাকায় রাস্তায়
অলিতে গলিতে
নরকের পায়ের ছায়ায়, শব্দে। আর হিম দীর্ঘশ্বাসে
বর্ষার সজল চোখ বুজে যায়।
যে প্রাকৃত ব্যবধান

তোমার আমার আজীবন দেহের মনের
কবে তার আমরণ সম্মিলিত গান
মরিয়া শহরে বর্ষার আকাশে জীবনের মরণের নরকের প্রান্তে তবু
আমাদের দুও কনচেরতান্তে
প্রাণের তরঙ্গে গায় বাদী প্রতিবাদী চরণে পরাণে বাঁধে ফাঁসি
একান্ত সম্বাদে তোমার আমার। আর
থেকে থেকে হাওয়া দেয়
বাংলার বর্ষার দাঙ্গার বাংলার হাওয়া।

আমরা দেখেছি সেই বৈতরণী যার দগ্ধপারে
সপ্তদ্বার সিংহদ্বার নরকের কারা শাসকের শোষিতের
হাহাকারে তার থরথর সারাটা আকাশ
স্তব্ধমরু স্রোত দিকে দিকে অন্ধকারে
আপন ব্যথায় মারে আপনাকে মানুষকে জীবনকে পৃথিবীকে

তবু শুকতারা
তোমাকে জেনেছি চিত্তে পৃথিবীর মর্ত্য পারিজাতে
বেঁধেছি হৃদয়ে দুইহাতে
বিভেদের পাহাড়ে নদীতে আমাদের মিল মীনকেতু
আপন আপন সত্তা আনে কড়ি-কোমলের গানে
আমাদের সেতু এপারে ওপারে
দুইতটে আমাদের স্রোত জলে স্থলে আকাশে উদ্ভিদে
সহস্র নিবিদে ক্ষণে ক্ষণে স্বতই উৎসারে
প্রাণের জোয়ারে।

শ্রাবণের ঢেউ ওঠে আকাশে কোথায়
প্রাণের জোয়ার
থেকে থেকে হাওয়া দেয় নরকের ত্রাসে গড়া
মরিয়া শহরে তাসের কেল্লায়
দীর্ঘশ্বাসে হাওয়া দেয়
নানান্ গলায় নানাস্বরে মুহুচড়া
ল্যাম্পপোষ্ট সিগনালিং হাততালি থেমে যায়
জোড়াতালি শহরের উলঙ্গ জেল্লায় জীবনের কুৎসিত উন্মাদ ব্যর্থতা
নেমে যায় থেমে যায় জল পড়ে
পাতা নড়ে চিকি মিকি গলিতে রাস্তায় গাছের পাতায়
মন্দাকিনী নির্ঝরিণী শীকরে শীকরে জল পড়ে
তারপরে জেগে থাকে অতন্দ্র আকাশ

মেঘের জটায় লেগে থাকে স্নিগ্ধ হাসি
ভ্রুকুটির ঝড়ে ত্রিনয়ন ছড়ায় প্রসাদ প্রেমের ছটায়

আমরা উভয়ে বারেবারে দেখেছি সে সম্মিলিত বাদ প্রতিবাদ।

হাসানাবাদেই

মাস্‌তুতো কোটালেরা হল হিমশিম।
আকালের দেশে এল দৈত্যদানো,
রাক্ষসী মায়া হানে ঘুমে জাগে সব
মাতাল আঁধারে হাঁকে সবাকে হানো।
কঙ্কালে কঙ্কালে জাগে কলরব।—
লালকমলের হাতে নীলকমলের
রাখী বেঁধে অতন্দ্র রাম ও রহিম।

হাজিগঞ্জ কাজীগঞ্জ রামগঞ্জ খাস
আকালের দেশে বহু অরাজক গাঁয়ে
রাক্ষসী মায়া হানে, ঘুমে জাগে সব।
কুহক আঁধারে নোয়াখালি ত্রিপুরায়
কঙ্কালে কঙ্কালে জাগে কলরব।—
হাটে বাটে নৌকায় খালে সারে সার
অতন্দ্র ঘোরে হরি ঘোরে আব্বাস্।

মানুষের দানোপাওয়া হিংস্রপশুর
হন্তের চেয়ে ঢের ভীষণ আঁধার
মরিয়া সে মায়া হানে করে দেয় চুর
শতশতকের ঘর, অনেক সাধার
জাগ্রত মুক্তির আভাস পেয়েই
রাক্ষসী রাণী বুঝি ভয়ে হল হিম—
মরণ কাঠি যে তার হাসানাবাদেই
এক হাতে ভাঙে শত রাম ও রহিম।

এঁরা ও ওরা

কি ভীষণ বীর ! কান করি ঝালাপালা
কুস্তির হাঁকে, হুম্‌কির নেই শেষ।
জনসাধারণ অতি সাধারণ ! দেশ
তটস্থ বটে, গরীবরা তবু কালা
ছেচল্লিশেও মালিকানা-বিদ্বেষ

ভোলে নাকো দেখি। অতি-অভাগ্য দেশ !
জনসাধারণ অতি সাধারণ জন
সর্দারী বরদাস্ত করে না, পণ
আজ ধরে টানে বিয়াল্লিশের রেশ।
দাঙ্গার গানে ঘুমপাড়ানির ক্ষণ

কেটে যাবে নাকি ? ধর্মঘটের জ্বালা
কবে যে চুকবে ! মালিকানা-বিদ্বেষ !
এর চেয়ে আহা দাঙ্গাই ভালো বেশ।
আমলারা পাশে, সবাই ধরেছি পালা—
গদ্দিয়ান্‌, তবু হাতছাড়া হবে দেশ !

নেতার আসনে আমরাই সর্দার,
তবু শোনে নাকো অতি-অভাগ্য দেশ !
ভায়ালোরে কাশ্মীরের রাগের রেশ
পৌঁছায় দেখি, ত্রিবাঙ্কুরের মার
নিজামেও কাঁদে, হাসানাবাদের তার

গাঁয়ে গাঁয়ে যায়, চেঁচায় খবরদার !
গদিয়ান, তবু এ তো হল বড়ো জ্বালা !
হুম্‌কি তো দিই। কুস্তির নেই শেষ,
তবুও যায় না রাজার উপরে দ্বেষ !
অদ্ভুত দেশ, আমাদেরই বলে, পালা,
বলে নাকি, সুখীসচ্ছল হবে দেশ !

ছড়া : লালতারা

জন্মে তোমার উঠেছিল লালতারা,
বাহু তুলেছিল মৃত্তিকা অম্লান,
আকাশে আকাশে উচ্চৈশ্রবা হ্রেষা,
কালপুরুষেরা ধরেছিল এক তান।

রুদ্রের হাসি প্রেমের বহ্নি উমার
তোমার বাহুতে মুদ্রায় টলোমলো,
তোমায় জানে না এরা তো কেউ কুমার!
কত রাক্ষসী মায়া না ছড়ায় বলো।

বাধাক্ দাঙ্গা, রাঙাক্ রক্তে মাটি,
গর্দান দিক গাঁয়ে গাঁয়ে ঘাটে হাটে,
শহরে পাহাড়ে বাঁধুক না শত ঘাঁটি
ধূমকেতু যত তারার লালেই কাটে।

আকাশে বাতাসে ঘুরুক গুপ্তচর
তাই কি পক্ষীরাজের থামবে ওড়া?
মাঠে বাটে ঘোরে বরকন্দাজ শত
তাই থমকাবে তোমার প্রাণের ঘোড়া?

যুগ যুগ ধরে কালের সাগর সেঁচে
বীরের রক্তে মাতার অশ্রুজলে
জয়যাত্রাকে রুখবে কে ছলে বলে
অন্ধ চোরায় গড়খাই কাদা যেচে?

শুনেছি বিদেশে মেতে উঠেছিল নদী,
রাজার সেপাই কাদা দিয়ে তাকে রোখে,
ভেঙে ধায় বান, ইতিহাস নিরবধি
টেমসেরই মতো ছুটেছে, কে তাকে রোখে?

পড়ুক না গুলি, উঠুক না শত কোড়া
বাংলায় গাঁয়ে পাহাড়ে কলকাতায়,
তবুও কুমার ছুটেছে তোমার ঘোড়া
তড়িৎ ট্রামের চেয়েও ত্বরিত পায়ে।

দু চোখে তোমার ধিকিধিকি লালতারা,
উত্তোলবাহু আগুনবাঁধানো মুঠা,
দেশবিদেশের রাক্ষস দিশাহারা
ছুটেছে মরিয়া ইল্লিদিল্লি ঠুঁটা।

বৃথাই ছড়ানো রক্তের লালধারা,
গাঁয়ে ঘাটে হাটে জন্মের লালতারা
জ্বলে যে তোমার পদক্ষেপের ছাটে
দেশে দেশে জ্বলে দুরন্ত পাখসাটে।

খোলেনি খোলে না তোমার ঘোড়ার খুর
প্রাণে ইস্পাতে পিটানো সে অভিযান।
তোমার বাহুতে তাই ভীরু বন্ধুর
দেশে দুর্জয় গরজায় জয়গান।

স্বর্গ হইতে বিদায়

(মিলটনের অনুসরণে)

তখনও হয়নি বিতাড়িত মিলটনের লুসিফর্,
তেত্রিশ কোটির প্রাণে সাধ হল জীবনে দুর্বার
স্বর্গের একতা প্রমাণের, শয়তানির বিরুদ্ধে তাই
দেব দেবী গন্ধর্ব কিন্নর মিলাল অসংখ্য বাহু,
নির্ধারিত একতা দিবস। উদভ্রান্ত শয়তান ভাবে,
গুপ্তমন্ত্রণায় শয়তানবাদীরা ভাবে, মশামাছি ভাবে,
রোগবীজাণুরা ভাবে, বেলিয়াল, ম্যামন চিন্তিত

—শয়তানের দিন তখনও হয়নি গত, তবু কিনা
তেত্রিশ কোটির এত স্পর্ধা, শয়তানী শাসনে থেকে
অসহ্য সাহস ! ধীরে জানায় ম্যামন্, ধীরে ধীরে
বিরাট উদরভাণ্ড দুই হাতে ধরে ধীরে ধীরে
খর্বকায় পায়ে উঠে : প্রভু কি উপায় বলো,
নরক কি অবশেষে স্বর্গ থেকে হবে নির্বাসিত
তোমারই শাসনে, সর্পকৌটিল্যের যুগে হবে অনুষ্ঠিত
তেত্রিশকোটির মিল ! বেলিয়াল ম্যামন্ নচ্ছার,
তোমারই শয়তানবাদ ভেঙে যাবে দুস্থ হরতালে ?
নীরব আঁধার চোরাকুঠ্ঠরি ক্ষণেক, স্নায়ু থরো থরো
বিদ্যুৎ মূহুর্তে সেই, তারপরে অজগর যেন
উত্থিত বিরাট মাথা, হাজার সাপের বিষ
মুখরিত দীর্ঘশ্বাসে, ক্ষণে ক্ষণে মৃত্যুর আলোয়
ধূমকেতু উল্কাজ্বালা ছড়িয়ে, রসনা রুধিরে ভিজায়ে
নরকাধিপতি বলে, শয়তানবাদীরা হার কাকে
বলে তা জানে না, এখনও স্বর্গের ভার আমাদের
হাতে আছে, তবুও তেত্রিশ কোটি ঘোর স্পর্ধাভরে
শয়তানবাদীর শেষ কি সাহসে চায়, হে আমার
শয়তানবাদীরা, বলো ; আমাদের ত্রুটি স্বীকারের
দিন আজ, আমরা সজাগ শয়তানিতে গাফিলতি
করেছি অনেক, তাই জেগেছে তেত্রিশকোটি শত্রু
এক সম্মিলিত ধর্মঘটে। ছাড়ো এ স্বর্গীয় পথ,
সৎনীতি ; দৃঢ় ক্রুর সর্পিল পাপের ক্ষিপ্র পায়ে
ছড়াও বিভেদ, হিংসা, বীভৎস সন্দেহ ফিস্‌ফিসে
মুহূর্তে মুহূর্তে সব। অলকার পারিজাতবীথি
স্বাধীন স্বর্গের স্বপ্নে উন্মুখর অলকনন্দার
প্রাণস্রোত, মন্দারমালায় রাখী বন্ধনের গান
ছিঁড়ে যাক্, পুড়ে, যাক, ভেসে যাক গুপ্ত রক্তস্রোতে,
অন্ধ ভয়ে, জিঘাংসায় ছিন্নভিন্ন তেত্রিশকোটিকে

পাঠাও পাঠাও দ্রুত জাহান্নমে, দাবি করি আমি,
হে শয়তানবাদী, আত্মরক্ষাকল্পে, জরুরি আদেশ
চুপি চুপি দিই। শোনো, দেবলোকে জনতাবহুল
বহু স্থানে পথে ঘাটে মোড়ে মোড়ে তোমরা ছড়াও ঃ
দারুণ খবর ভাই শুনেছ এদিকে, রক্তারক্তি
ছোরাছুরি ইঁটা-ইঁটি—ইত্যাদি রটনা অতিদ্রুত
ক্ষিপ্র পায়ে বাসে জীপে গাড়ীতে বা হেঁটে টেলিফোনে
সারা অলকায় সারা শহরের মুখে মুখে চালু
করে দাও। হে আমার গুপ্তচরদল, বেলিয়াল্
তোমাদের নেতা এই বাতাসে বাতাসে রটনায়।
আর শোনো শয়তানের সেপাই বাহিনী! ছোটো সব
এলো মেলো এদিকে ওদিকে উন্মাদ জন্তুর মতো
ক্ষণিক হুঙ্কারে, ক্ষণিকে উধাও এ পাড়া ও পাড়া,
তেত্রিশ কোটির দম্ভ দূর করো বিষনিষ্ঠীবনে
আমার দুলাল এই ম্যামনের কৃতদাস সহ।
শুধু এক কথা—শত্রু হার মানে যেন সন্ধ্যাশেষে
স্পর্ধা হয় চুর।

কাঁপে বিরাট মন্ত্রণাসভা মিশ্র
সমর্থনে যবে শয়তানেরা উৎসাহে দাঁড়ায় উঠে,
মূহুর্তেক, তারপরে উদ্দাম উধাও গতি ছোটে
হাঙরের বেগে সর্পবেগে উন্মত্ত শৃগাল পাল
অলকার পথে পথে চৈতালির দক্ষিণ হাওয়ায়
যে যার নির্দিষ্ট কাজে নারকীয় কর্তব্য পালনে।
অন্ধ হত্যা হল সুরু, এদিকে ওদিকে দুচারটা
গুম্‌খুন, হাওয়ায় হাওয়ায় খুদে শয়তানেরা
সে খবরে তিলকে বানায় তাল, দ্রুত বেগে হানে
শহরের মোড়ে মোড়ে ; উদভ্রান্ত দেবতা যত
গন্ধর্ব কিন্নর ভিড় ক'রে চেয়ে থাকে আশঙ্কায়
অসহায় শিশুর মতন, পরষ্পর বিক্ষুব্ধ সন্দেহে।

দৌত্যের উৎসাহাধিক্যে বেলিয়াল চতুর শেয়ানা
টেলিফোন করে দেয় বাগদেবীকে এক চৌমাথায়
চলেছে ছোরার খেলা মর্মান্তিক বীভৎস হত্যার।
জিব্ কাটে, একী ভুল! ঘটনার বিশমিনিট আগেই
রটনা বেতারে গেল! বেলিয়াল উন্মাদ আবেগে
ছোটে চৌমাথায়, তার রটনা ঘটনা করিবারে।

সমুদ্র স্বাধীন

(অন্নদাশঙ্কর রায়-কে)

'কলমের গতি দেখ? মনের গভীরে কল্পনার
কি গতি' শুধাও?
মনের ফল্গুতে বন্ধু, একই-স্রোত, অদ্বিতীয় মহিমায়
উধাও চলেছে জেনো উপছি উপছি
গ্রামগ্রামান্তের দীর্ঘপথচারী কুম্ভধারিণীর
বাজুর নিক্বণে দুই হাতে খোঁড়া সদ্য বালু-জলে।

মনে লেখনীতে নেই ভেদাভেদ, অথবা বলব
ভেদ যথা দেহে মনে, ভেদ যথা প্রিয় ও প্রিয়ায়,
আবেগে ও আলিঙ্গনে ভেদ যথা, মানুষে মানুষে,
অতীতে ও ভবিষ্যতে, সেই ভেদে অস্থির কলম
কত্থক নাচের কৃচ্ছ্রে, মনের গুহায় ঘুরে
বাহিরায় মনেরই আবেগে
লোহার খনির মতো, ধরিত্রীগুহার।

কিম্বা যেন মাতার রহস্য, সদা স্বপ্রকাশ
জঠরসন্তানে, তবু স্বসম্পুর্ণ নিজ নারীত্বের রূপে
রূপসী সে মাতা ও প্রেয়সী, আমাদের ডাকে অনির্বাণ
যৌবনপ্রপাতে, প্রৌঢ় খরস্রোতে, এমন কি

বৃদ্ধেরও শুদ্ধ মানসের সরোবরে স্মৃতিস্বপ্নে রতি
কুমারসম্ভবে যথা বারে বারে মননে বহায়
প্রশান্তপ্রবল মোহানার মোহ।

অথবা বল্‌ব
এই মন ও কলম ঃ এ যেন বা মহানদী, গঙ্গা বা কাবেরী
নর্মদা বা গোদাবরী, সিন্ধু বা শতদ্রু, তিস্তা বা যমুনা,
টেনেসির নদী, ভাবো ভল্‌গা, নীপার—
প্রাণস্রোতস্বিনী নদী, বিরাট জীবন
দীর্ঘ তটে তটে চলে প্রাচীন পৃথ্বীর
অতল মাটিতে জল ছলছল গতির কল্লোলে ;
কবিতা সে খাল-কাটা, গঙ্গার, তিস্তার,
কানানদী, দামোদর, আদিগঙ্গা, ময়ূরাক্ষী, মাৎলা, অজয়,
ভল্‌গা, নীপার কিম্বা মস্কভাই, প্রাণের প্রণালী সব
চৈতন্যের পাথরে পাথরে ; মানুষের হাতে গড়া। কিম্বা ভাবো ঃ
শৃণ্বন্তু বিশ্বে অমৃতস্য পুত্রাঃ
চল্লিশশতাব্দী ধরে' কত না চল্লিশকোটি এক বাণী
গায় কতসুরে কত স্বরব্যঞ্জনের ভিন্ন ভিন্ন
বিন্যাসে বিন্যাসে কত ধ্বনি ব্যঞ্জনায় কত না মৃত্যুর
হ্বয়ামি তে মনসা মন
সে পূর্ণে পূর্ণের যোগে পূর্ণ রয় পূর্ণের বিয়োগে.
পূর্ণই একাকী
তাই সাম সত্য, সত্য সাম্যের সঙ্গীত।

* *

তুমি বলো যুদ্ধ নয়, বৈয়াকরণিক দ্বন্দ্ব শুধু,
তারা বলে দ্বন্দ্ব নয় নিপাতনে ধর্মযুদ্ধ, বলে আর কাতারে কাতারে
পশু নয়, বণিকের বঞ্চনা আশায় লুব্ধ ভোলে মরে আর মারে
স্থাবর বিচারে অতীত ও ভবিষ্যৎহীন,

অপঘাতে অপঘাতে পুড়ে যায় ধূধূ
দেশে দেশে কুম্ভীপাকে এদেশের দুস্থ ইতিহাস।

গ্রীক নাটকের নির্বিকার দেবদেবী নয়
এরা লুব্ধ ছলনার অনর্থক মৃত্যুর দালাল
সদসৎহীন, আকস্মিক স্বর্ণমারীচের কৌটিল্যে বিশ্বাস
এদের করেছে অন্ধ অতীত ও ভবিষ্যৎহীন,
পাশা খেলে প্রাণের শ্মশানে পিশাচসিদ্ধেরা।

গঙ্গোত্রী এদের কানে বৃথা ছন্দনির্ঝর জাগায়
কপিলগুহায় জীবনের শেষ ধারা বয়
সে কথা ভুলেছে এরা, ভাবে শেষ চাল
তাদের ঘাটেই বাঁধা মহল্লায় দেশ,
আকস্মিক বর্তমানে অতীত ও ভবিষ্যৎ ভাবে নিরুদ্দেশ
অন্ধকারে লগির আগায়, পশু নয়, উন্মাদ মানুষ
কাপুরুষ শক্তির নেশায় ভাবে বন্দী মন্দাকিনী
রাজজীবিকার শূন্য পেশাদারী ঘাটে মুষ্টিভিক্ষু বর্তমানে
অসহায় অপঘাতে দায়িত্বের দ্বৈতাদ্বৈতহীন শয়তানের ঘাটে ঘাটে
নরকের প্রচ্ছন্ন ময়দানে
কবন্ধ জীবিকামাৎস্যে ঘৃণ্য চোরাহাটে।

জানে না তাদের বৈতরণী, গুপ্তচর বাঁধাঘাট, কূপমণ্ডুক হামাম
মাটির গভীর টানে কালের বিরাট স্রোত
ন্যায়ের অমোঘ স্রোত, জীবনের জনতার আলোকিত অলকনন্দায়
পদ্মায় গঙ্গায়, প্রাণের অনন্ত স্রোত।
এই আকস্মিকের পুতুল হিন্দু ও মুসলিম এদেশ ওদেশ
অতীত ও ভবিষ্যৎ মুক্তি পাবে অসীম সৈকত
এক অজস্র প্রাণের মুখর সাগরে
মুহূর্তসত্তায় যেথা স্বাধীনতা কার্যকারণের দীর্ঘসূত্র চৈতন্যে আরাম।

তবু এই আকস্মিকে আকাশকুসুমে শশবিষাণে বিশ্বাস !
বিপ্লবী সহিষ্ণু চোখ জ্বলে, এই ভ্রম
ক্ষণিকের ভয়ে বুঝি পণ্ড করে জীবনের উদাত্ত আকাশ
পল্বলে ঘোলায় বুঝি কালের কল্লোল, ধর্মঘট তেভাগার
জীবনের স্বচ্ছ আলোদীপ্ত নীল সাগরসঙ্গম।

* * *

বাক্য স্রোত, শব্দ চলে জোয়ার-ভাঁটায়
খাড়াই উৎরাই পদক্ষেপে পদক্ষেপে দক্ষিণে ও বামে
অস্থির ও একাধারে ভাস্কর্যগম্ভীর, কোণার্কমন্দির যেন,
খণ্ডে খণ্ডে অখণ্ডিত নৃত্যের সমগ্র স্তব্ধ ত্রিভঙ্গ মুদ্রায় সমাহিত,
যেখানে প্রতিটি পদক্ষেপ একেকটি তড়িৎস্তবক।
আশে ছেড়ে, মিড়ে ও গমকে, হাজার দোটানা
কথাকে যে করে বিড়ম্বিত, অর্থান্বিত হাজার শ্রুতিতে,
আঘাতে বিরামে, তালের গতিতে আর লয়ের স্থিতিতে, ঠেকা আর বোলে,
লোহায় পিতলে নিষাদের খাদে বাঁধা অনন্তের আনন্দমন্দির
সংযোগের জ্যাবদ্ধ ধনু, উদ্যত, অধীন।
সুভষিতাবলী মেশে অনির্বচনীয়ে, বাক্যে বাচ্যের সীমানা।
কবিতার খাল স্মৃতিতটের মুখর
কর্মিষ্ঠ স্বপ্নের রূপান্তর, বৃষ্টির নূতন জলে
বনেদী নদীর তরল দ্বন্দ্বের, কাঠের তক্তায়
কাদায় বালিতে পাথরে প্রাকারে
কংক্রিটের প্রতিভাস ; সত্য তার প্রতিভাসে, বিজ্ঞানী ও সহজিয়া
প্রতিমায় অতি-কে বর্জনে, আত্মত্যাগে, আলেখ্য প্রস্তরে আরোপনে,
রহস্যের বিশেষ নির্দেশে, অসীম গণ্ডীতে, উমার উদ্বাহে
গণ্ডীবদ্ধ সত্য আর সত্যের অসীম দোঁহে
যে প্রতীকে প্রত্যক্ষের অর্ধনারীশ্বর।

অথবা উপমা দেব

নীলকণ্ঠে ; শিবের জটায় মন্দাকিনী সহস্রধারায়
অলকনন্দায় গঙ্গায় পদ্মায় ভাগীরথী স্রোতে

বঙ্গোপসাগরে ধরা অধরার বেগ
অতল অতল মাটির পাতালে সগরমুক্তির
অগম্য সে কপিলগুহায়।

কিবা সত্য ? শেখো অবগাহনের গানে
সহস্রধারার মিশ্র অঙ্গাঙ্গী গতিতে
হাজার দ্বৈতের নিত্য চলমান অদ্বৈতসাধনে,
অধ-উর্ধ্ব হিমউষ্ণ ছত্রধর বাতাসের মতো
বৃষ্টির ধারায়, বজ্রে, স্বচ্ছনীলে,
মেঘে মেঘে বিদ্যুৎবিলাসে, প্রলয়সৃষ্টির
চিরমিলনের এক দুঁহু কোরে দুঁহু কাঁদা সপ্তপদীগানে :
এ ভরা ভাদরে বঁধু লাখলাখ যুগ
হিয়ে হিয়া রাখনু যে—

সাগরসেঁচানো মেঘ
সাগরমন্থিত মেঘ মেঘের আবেগে ধারাজলে
মৃদঙ্গগম্ভীর নৃত্যে ভরতনাট্যমে, যমুনার নীলে
সুনীল সাগর।

সাগরেরই গান করি,
সাগরমন্থনে মেঘের মৃদঙ্গ শুনি, মানসহ্রদের
স্তব্ধ নীলে যাত্রা শুরু, দেশকালসন্ততিবিহীন গৌরীতে কেদারে
উন্মুখর মানসবলাকা, পর্বতের মতো সেও
হতে চায় বৈশাখের নিরুদ্দেশ মেঘ
বৈশাখীতে, আষাঢ়স্য প্রথম দিবসে
মেঘমাশ্রিত সানুতে।

অথবা নদীই ধরো
গণ্ডোয়ানা পর্বশেষে আমাদের দেশে
শতাব্দী শতাব্দী শত মন্দাকিনী কপিলগুহায়

বিপ্লবের সমাধিতে, যেখানে মানুষ মুক্ত
মানুষের অতীত প্রাকৃতে মানুষের মনে
প্রেম মৈত্রী মননের পরস্পর নিঃসঙ্গ আশ্লেষে
বার্ধক্য মৃত্যুর করুণায়, লোকায়তে অবসরে
লোকোত্তরে সম্পূর্ণ মানুষ।

* * *

মাটির মুক্তি জলে বৃষ্টিতে গেরুয়া বানের জলে
তামার মাটিতে সোনা
নদীর মুক্তি দুইতটে শত গ্রামের বটের তলে
যেখানে নিত্য মানুষের আনাগোনা

পাহাড়ের গান হাল্‌কা মেঘের ক্ষিপ্র চপল তালে
রুশ বালে যেন, পাহাড় হাওয়ায় ভাসে।
আস্তিক অণু প্রাণ পায় জুড়ি নাস্তিক জটাজালে
বিদ্যুৎ উদ্ভাসে।

তুমি তো প্রেমিক, তোমারও হৃদয় বৈপরীত্য খোঁজে
তন্বীর বাহুডোরে।
সংসারী তাই যায় দুর্গম বহ্লীকে কাম্বোজে,
স্টালিনাবাদে বা সমরকন্দে ঘোরে।

আজ খোঁজে কাল, অতীত ও ভাবী চিরন্তনের ছকে,
চিরন্তন সে প্রাত্যহিকে খোদাই।
রজনীগন্ধা ঝ'রে যায় ভোরে অম্লান কুরুবকে,
রাজা প্রজা সাজে তাই।

তোমার বাউলে মিলাই বন্ধু কাস্তের মেঠো স্বর
মানব না বাধা কেউ,

ঘৃণা আর প্রেমে ক্রান্তিতে চাই জীবিকার অবসর
জীবনের তটে জোয়ার ভাঁটার ঢেউ।

* * *

জীবনে জীবন গড়ি, শতশত খাল,
কলমে কবিতা গড়ি জীবনে কবিতা,
শতশত তালদীঘি, খাল নদী, দুপাশে সোনালি খেত,
হাজারে হাজারে দেখ জমির মালিক
কৃষাণ, কৃষাণবউ ভূস্বর্গইন্দ্রাণী যারা
সুস্থ বাল্যে, সচ্ছল যৌবনে, বার্ধক্যপ্রসাদে আহা রূপসীর
প্রত্যহের সুচির লীলায় কর্মে অবসরে
যে যার সংসার করে, এখানে ঠাকুরগাঁয়ে,
ওখানে বালুরঘাটে, কাকদ্বীপে, সুসং পাহাড়ে, সারা বাংলায়,
দেহ মনে দুই তটে, খেতে খেতে খামারে খামারে, রৌদ্রে জলে
দীপ্ত বাহু, দৃপ্ত উরু, পূর্ণসাধ মানুষ মানুষ
সত্য যারা সবার উপরে।
কাঠ খড়, কাদা মাটি, জোয়ার ভাঁটার
উৎরাই খাড়াই, পৃথিবীর পৃথুল শরীরে শতেক বঙ্কিমা
বিড়ম্বিত কলমের উপবৃত্ত; অক্ষম কলম; কিছুটা বা
স্বধর্ম শব্দের। চূড়ালা বোঝাও, শেখো রাজা শিখিধ্বজ
রাজত্ববিহীন স্বপ্নেরা সুষুপ্তি নয় জাগর সত্যও নয়,
তবু জাগর জীবন সত্য হয় সবাই যে রাজা সেই রাজত্বেই
স্বপ্নাভাসে, স্বপ্নে ও জীবনে, দুই তটে উথলি' উছলি'
নিয়ে চলো জীবনের নিয়ে চলি উত্তাল ঊর্মিল
প্রতিশ্রুত স্বপ্নবীজ অবিশ্রাম ভাঙনের সাগরসঙ্গমে
সহিষ্ণু ঘটনা স্রোতে, রুদ্র সমুদ্রের, সংগঠনে, স্বাধীন সমাজে
স্বাধীন মানুষ স্বচ্ছ জীবনের, জীবনের উন্মুক্ত পত্তনে
সমুদ্র স্বাধীন॥

চৈতে-বৈশাখে

(অমিয় চক্রবর্তীকে)

I would instead like you to bury it here—

গান্ধীজী, এশিয়া সম্মেলন

চিরকাল নিঃসঙ্গ হৃদয়
রাত্রির আঁধারে একা জাগে নির্নিমেষ মহাশ্বেতা
নিঃসঙ্গ হৃদয় চিরকাল
কত সন্ধ্যা গোধূলি সকাল
হৃদয় নিঃসঙ্গ
চিরকাল এক পূর্বরঙ্গে শেষ
স্নায়ুর তিমিরে শেষ নির্নিমেষ বিনিদ রাত্রিতে
সবারই উদ্দেশ
হাজার যাত্রীতে তাই মুখর হৃদয় শবরী শর্বরী জাগে নিঃসঙ্গ আশায়
চিরকাল নিঃসঙ্গ হৃদয়
শূন্য এক প্রত্যক্ষের প্রতীক্ষায়।

সে প্রতীক্ষা কার ? সেই প্রত্যাশা কিসের
নিঃসঙ্গের ফের বাঁধে নিঃসঙ্গ হৃদয়
শ্যামলী শবরী কিম্বা গৌরী মহাশ্বেতা
কিম্বা অহল্যাই
নিঃসঙ্গ পাষাণ চিরকাল
তাই রুক্ষ আরাবল্লী, বিন্ধ্য, সাতপুরা, মাইকাল্
খুঁজে মরে আপন দোহার
বৃথা সান্ধ্যভোজ বৃথা বিশ্রম্ভ আলাপ
মেলে না দোসর
সান্নিধ্যে সাযুজ্য নেই ওজনে মহিমা
ঊষর হৃদয় একা স্টক এণ্ড্ শেয়ারে
নিঃসঙ্গ পাহাড় শুধু ঊষর পাথর ধূসর পাথর—

ঘোচে নাকো অভিশাপ, প্রাণ কোথা
দপ্তরে চেয়ারে শুধু অহল্যা পাষাণ।

চিরবিপ্রলব্ধা শোনো ছাড়ো পাহাড়ের চূড়া
চূর্ণ হোক সে উপমা
উপত্যকা বেয়ে এসো নির্ঝরের স্বপ্নভঙ্গে, তরমুজের চরে চরে খরস্রোতে
সমুদ্র কল্লোলে
নিঃসঙ্গ সমুদ্রে এসো
এসো জনসমুদ্রের জোয়ারে জোয়ারে
উদ্বেল সফেন জলে অসীম একাকী
মাতৃ-সমা প্রতিমায় অগণিত তরঙ্গে তরঙ্গে ঘৃণা আর ক্ষমা
নীলে নীলে একাকার জীবনে জীবনে কামনায় কামনায়
মাছে ও শুশুকে মাছে কাছিমে শালিকে
শত শত মাছ শত শুশুক কাছিম শত পাখী
নিঃসঙ্গ সমুদ্র প্রাণকল্লোলে একাকী
দিকে দিকে তরল মুখর ক্ষিপ্র তরঙ্গে তরঙ্গে নির্নিমেষ
সমুদ্রেই তোমার উদ্দেশ।
সমুদ্রেই ডাকি।

* * *

অনন্ত মন্থর দিন দগ্ধ দিন বৈকালী বৃষ্টির দিনগুলি
ভাঙা আয়নার দিন, বেচাল চালুনি আর বিচ্ছিন্ন সূতার দিনগুলি
মুদিত চোখের দিন সপ্তসমুদ্রের পারে দিগন্তে বিলীন
একঘেয়ে মুহূর্তের দীর্ঘ দিন বন্দীর শৃঙ্খল দিনগুলি

আমার হৃদয় সেও এতদিন দীপ্তি পেয়েছিল ফুলে ফলে
পাতায় পাতায় আজ আমারও হৃদয় নগ্ন প্রেমের অঙ্গার
কোথায় উষসী উষা মাথা তার নুয়ে পড়ে মধ্যাহ্নের আগ্নেয় ভৃঙ্গারে
পরাধীন দেহ তার নুয়ে পড়ে অর্থহীন বাহুল্যে গরলে

অথচ দেখেছি আমি এ বিশ্বের সবচেয়ে সুন্দর নয়ন
তুষার দেবতা তারা ইন্দ্রনীলমণি জ্বলে দুচোখে যাদের
প্রাকৃত দেবতা তারা বিহঙ্গম তারা মৃত্তিকার
এবং জলের পাখী দেখেছি তাদের

আমি যে শুনেছি সেই ঠাকুরগাঁয়ের ছোট কুটিরপ্রাঙ্গণে
দম্পতির মৃত্যুহান দৈবী প্রেমে তীব্র আলোচনা
যে প্রেমে গ্রাম্য সে ইন্দ্র ইন্দ্রানীরা জীবনমৃত্যুর ব্যবধান
মুছে দেয় জীবনের ঐক্যে। আমি সেদিন দেখেছি

ডকের খালাসী এক ভিক্ষাপাত্র বয়, চোখে দুচোখ রেখেছি,
সে চোখে ভিক্ষার লেশমাত্র নেই, উদার নয়নে
উন্মুক্ত মৈত্রীর ভাষা, সহজ নির্ভরে
সে যেন সন্তান কোনো অলকার গন্ধর্ব কিন্নর
কিম্বা কোনো দেবতাই

তাদের পাখার ঝড় আমার পাখায়
তাদের উড্ডীন গতি
আমি জানি শুধু এই যন্ত্রণা প্রহরে
তাদের উধাও গতি নক্ষত্রে নক্ষত্রে আর আলোর ধাক্কায়
তাদের সে মর্ত্য গতি কালবৈশাখীর গতি পাথরে পাথরে
তাদের পাখার ঢেউয়ে ঢেউয়ে গতির প্রয়াণ
আকাশের ঘাট ধুয়ে ধুয়ে

আমার ভাবনা বাঁচে জীবনমৃত্যুতে দুইতটে বলীয়ান।

* * *

(এ মৃত্যু মৃত্যুও নয়, সেকথা শেখালে তুমি
হে প্রাজ্ঞ লেনিন! ভুলি নি, চূড়ালা!
অবীচিকর্কশ শুধু পঙ্কক্লেদে ভেসে যায় ডালা

মরণের শূন্যমরু অগ্নিস্রোতে,) নিরানন্দভূমি
নরকের অট্টনাদে আকস্মিকে অমানুষ পরম্পরাহীন

পড়ে থাক্ এ আত্মঘাতীর অনাদ্যন্ত খেয়োখেয়ি
ঘেয়ো কুকুরের মতো অন্ধকারে উচ্চকিত দিন
শুধু স্বর্ণপদলেহী রাজত্বের ভাগবাটোয়ারা শত শিখধ্বজ
দুঃস্বপ্নগৌরবে কল্পনার ফোয়ারায় বিদেশীর পায়ে দেহি দেহি
স্বদেশের রক্তপঙ্কে নির্লজ্জ রৌরবে।

চলো যাই জীবনের তরঙ্গমুখর সমুদ্রসৈকতে
নীলে নীলে মুক্তিস্নানে, বালুকাবেলায়
শিশুর খেলায় স্বচ্ছ সমুদ্রের নীলামরকতে
স্ফটিকে পান্নায় মুহুর্মুহু রঙের খেলায়
হে তন্বী চূড়ালা ! ঊর্মিকলরোলে
জীবন মুখর যেথা সুস্থপ্রাণ সচ্ছল ভেলায়

যেখানে রাত্রিরা স্তব্ধ রাত্রি নীল রাত্রি নীলে কালোয় অসীম
যেখানে দিনেরা দীপ্ত দিন
সূর্যের নয়নে জ্বলে হীরক অম্লান শান্ত শীত জলে
ইন্দ্রনীল আকাশের বিস্তারে বিস্তারে,
বালিয়াড়ি জ্বলে যেথা স্ফটিক প্রভায়,
এমন কি মন্থর কাছিম
সমুদ্রশালিক সেও খাড়ির কিনারে কোনো নির্বাচনহীন
নিজে নিজে ডিম পাড়ে
বালির পাহাড়ে যেথা স্বচ্ছন্দ দম্পতি প্রাণের উৎসবে
পূর্ণরতি চেয়ে থাকে জীবনের আকাশের নীলে
কিম্বা নীল সমুদ্রের সমান সুযোগে
মুক্তিস্নাত সামগান উন্মুখর ঊর্মিল বিপ্লবে
উন্মুক্ত সম্ভোগে।

চলো যাই, হে চূড়ালা ! বঙ্গোপসাগরে
মৃত্যুহীন সন্দ্বীপের চরে ভারতসাগরে চলো মামল্লপুরমে কোনার্কবন্দরে
কিম্বা চিল্কা সরোবরে কোকনদে রামেশ্বরে
ত্রিবাঙ্কুরে হস্তীগুম্ফা কাম্বে কিম্বা কচ্ছোপসাগরে
জাভায় বলীতে মার্তাবানে ওদেসায় আস্ত্রাখানে
বাটুম বা বালখাসে আরালে বা কারাকোলে কেউ
একই একই সব বাংলার ভারতের গাঁয়ে গাঁয়ে শহরে শহরে
চল্লিশকোটির প্রাণে দোলে
(দশকম চল্লিশকোটির নরকবর্জনে) জীবনের নীলে
সংহত নিখিলে
আসমুদ্র হিমাচল সমতল সমুদ্রের গঙ্গার পদ্মার সিন্ধুর ভল্‌গার
স্বাধীন স্বাধীন জলে জীবনের ঢেউ।

* * *

বৃষ্টি পড়ে
পাতায় পাতায় দগ্ধ পথে গলাপিচে ইঁটে
বৃষ্টি পড়ে আকাশে মাটিতে
মনের মাটিতে বৃষ্টি পড়ে ছাতে ও ছাতায়
ভিটেয় মাথায় ভিতে বৃষ্টি পড়ে
বাংলায় ভারতেও বুঝি
দগ্ধদিনে বৈশাখীর বৃষ্টি পড়ে
ঈশানহাওয়ায় পড়ে ঝড়ের শান্তিতে পড়ে
বৃষ্টি পড়ে জলস্রোতে খানায় ডোবায়
বৃষ্টি পড়ে

নৃশংস নিগড়ে বাঁধা বৃদ্ধা মাতা বসুন্ধরা
ঝলকে সজল হাস্যে।
স্বচ্ছ স্মিত শান্তিজল ঝরে

ঝরত যেমন ধারা বাল্মীকির যুগে ক্রৌঞ্চমিথুনের স্বরে
বড়ু চণ্ডীদাসের প্রাঙ্গণে
ঝরত যেমন বৃষ্টি যশোদার চোখে শিশু গোপালের গালে
ঝরত যেমন বৃষ্টি পালঙ্কে শয়ান রঙ্গে
বিগলিত চীর অঙ্গে রিমি ঝিমি শব্দে শব্দে
রাত্রির আঁধারে ঝরে স্বচ্ছ শুভ্রধারা
লক্ষ লক্ষ মানসবলাকা
বার্তা আনে ঝাঁকে ঝাঁকে
অনরোনীয়ান্
কিম্বা যেন বঁধূয়ার হাসি
আমার আঙিনা দিয়ে যবে ভিজে যায়।

সহজিয়া মানুষের মনের মাটিতে
বৃষ্টি পড়ে
শান্ত বৈশাখীতে দগ্ধ বিশ্বে একই কথা বলে বলে বারে বারে
জীবনের বিরাট সেতারে
সপ্তকের তারে বাজে উদারায় অনস্থির
দেহে মনে পথে ঘাটে অন্ধ আইনের সান্ধ্য এলাকায়
ধুয়ে যায় প্রাণ পায় একই সুর সমুদ্রের বৈশাখী বৃষ্টিতে॥
বৃষ্টি পড়ে শুধু পোড়ে কংসের নিরেট মাথা
রাষ্ট্রবিদ ভ্রষ্ট মাথা
বৃষ্টি বুঝি পড়ে নাকো স্বর্ণলঙ্কাপুরে
দুঃশাসন উজীর কোটাল শুধু বৈশাখের দাহে জ্বলে
এদিকে বৈশাখী ধারাজলে
ছেয়ে যায় বাংলার বুঝি সারা ভারতের মানচিত্র থৈ থৈ
তবু অত্যাচারে আর অনাচারে
অসুরে অসুরে কুৎসিত কুস্তির হাতাহাতি হৈ হৈ
তপ্তকুম্ভে বৃথা বৃষ্টিপড়ে
বৃষ্টি পড়ে বাংলার বৈশাখী ধারায়

তবুও বিস্ময়ভরে বারেক না থমকায়
রাজত্বের উন্মাদ উত্তাপে নরকের ভাগবাটোয়ারা

তবুও অশান্ত সেই পাপে
বৃষ্টি পড়ে
সারাজীবনের মাঠে
জীবনের পথে ঘাটে গাঁয়ে গাঁয়ে জীবনের ঝড়ে
প্রাণের ফোয়ারা
শহরে সদরে অফিসে অন্দরে বৃষ্টি পড়ে
সমুদ্রের মন্দারে মন্দারে ঝড়ের দাক্ষিণ্যভারে
মানসের কুরুবকে হৈমবতী করকায়
ট্রামে বাসে কলের চোঙায়
আগুনে ধোঁয়ায় মনের মাটিতে বৃষ্টি পড়ে
বন্দরের ডকে।

মে-দিন

মে-দিনের গান অক্ষয় প্রাণে
দুর্গত দেশে বঞ্চিত ত্রাণে
তোলে চৈতালী সুর

ওরা ভাবে ঢাকে কাল-বৈশাখী
মরণভিখারী শ্মশানের পাখী
মশানে পোড়াবে মেঘ

মে-দিনের গানে আসন্নত্রাণে
হে লালকমল হে নীলকমল
নাগপাশ ছেঁড়ো প্রাণ সন্ধানে
স্বর্ণলঙ্কা চূর্

ওরা কি বাঁধবে সমুদ্রশ্বাস
বৈশাখী মেঘ ঝড়ের বাতাস
রুধ্‌বে বজ্রবেগ ?

সে-দিনের গান কালবৈশাখী
ঝড়ে ডানা ঝাড়ে শ্মশানের পাখী
মরণই মরণাতুর

হাজার শকুন ওড়ে পথেঘাটে
মরিয়া ছলায় শত পাখসাটে
ঢাকে নাকি ঝোড়ো মেঘ ?

হে পৃথিবী আজ এরা উন্মাদ
তোমার সত্যে বৃথা সাধে বাদ
যুগান্তে ভঙ্গুর

কুটিল ভেবেছে কেউটে কামড়ে
কোটালে শকুনে পাখায় চাপড়ে
রুধবে বজ্রবেগ !

হে পৃথিবী মাতা ! বিশ্বজননী
দৃঢ় পদে কড়া হাতে দিন গণি
আশ্বাসে ভর পূর

বিশ্ব-মাতার এ উজ্জীবনে
বৃষ্টিতে বাজে রুদ্রগগনে
লক্ষ ঘোড়ার খুর

বিশ্ব-মাতার কোটী সন্তান
দেশে দেশে তোলে তুরঙ্গ গান
অমোঘ নিরুদ্বেগ

কোটী জলকণা এই জনতার
কাল বৈশাখী রোখে বলো কার
মেশিনগান বা চেক্ ?

হে পৃথিবী মাতা নীল ধারাজলে
বিদ্যুতে বাজে পুড়ে খাক্ জলে
হে লালকমল হে নীলকমল
পোড়া চোখ শত্রুর

দুই হাতে ডাকে স্বাগত স্বাগত
পথে ঘাটে মিলে গাঁয়ে গাঁয়ে শত
উত্থান-বন্ধুর

মিলিত হাতের মে-দিনের মেঘ
তাজিক কাজাক্ রুশ উজবেগ
হে লালকমল হে নীলকমল
হাজার কসাক্ মেঘ।

জালিয়ানওয়ালাবাগ দিবস

মাছি ভন্‌ভন্ ওড়ে ভন্‌ভন্ !
শতেক ডায়ার্ শত ডনোভন,
শত ডায়ারকি, খাচ্ছি চরকি
প্রাণহন্তার বাজি, প্রাণমন

পুড়ে ছাই সব হল, যাও কোথা
কোথায় পালাও ?   চারিদিকে গুঁতা,
এদিকে চোরাই বাজার, চোর যে
নিয়ে যাবে তুলে ঘর যে দোর যে !

তার চেয়ে শোনো মাছি ভন্‌ভন্
নরকের জ্বালা দেখ জনগণ !
তুলো নাকো হাত মুণ্ডনিপাত
নরকের মাছি কে মারে কখন !

পাড়ায় কয়লা নেইকো ? ময়লা
প্রচুর প্রচুর হাটে ও বাটে
তেলের সর্ষে চোখেই ঝরছে
ময়দা ফয়দা জাহাজঘাটে ?

কোথায় পালাও দেশে যদি যাও
উপোসীর হাড়ে পাহাড় গড়ে
দাঙ্গা বাধাতে পারে রে, পালাও
কোথায় ? চড়কে কে কোথা চড়ে !

তার চেয়ে শোনো নেবাও উনুন
পশ্চিমে লূর গাও শত গুণ
বাঁচতেই হবে ? ভাতে ভাত খাও
বসন্ত টিকা টি এ বি সি নাও

পাকিস্তানে ও বঙ্গভঙ্গে
খালিপেটে নাচো পিশাচরঙ্গে
যেয়ো নাকো গাঁয়ে তেভাগাকুহকে
চেপো নাকো ট্রাম, যেয়ো নাকো ডকে

ভদ্রলোকের নরকেই থাকো
নেহাৎ না হয় থেকে থেকে ডাকো
কোথায় ডায়ার কোথা ডনোভন্
মুখে মাছি চোখে মাছি ভন্‌ভন্ ।

আমরা

জুল্ স্যুপেরভিএই

আমরা যে আত্মহারা প্রব্রজ্যায়,
বাহুতে যে প্রতিষ্ঠ স্বদেশ,
প্রত্যেকে ধরেছি ইষ্ট সঙ্গোপনে,
ভাবি কেউ পায় না উদ্দেশ।
দুর্লভ শ্রেয়সী হাতে, কি উদ্বেগ
জন্মমৃত্যু মুহূর্তে উচ্ছসি'—
আবির্ভূতা—একি সেই জন্মভূমি
স্বর্গাদপি সেই গরীয়সী?
প্রত্যেকে ধরেছি মূর্তি—যথাশক্তি,
প্রত্যেকেই বাহুর তর্পণে
প্রত্যেকে আপন বিম্ব দেখি বুঝি
অন্তহীন অতল দর্পণে।

নীরদ মজুমদারের জন্য

হির্‌নার টিলা লালে লাল হল মেঘডম্বরু নীলে,
সবুজ ও লালে লাল।
বাবুডির আঁকাবাঁকা লাল পথ মেঘে ও পলাশে শালে
একাকার প্রায়, পিসারোই নাজেহাল।

চিৎকাটে আজ উত্রিল্লো-ঘন গ্রাম্য গলির মায়া
শরৎ মেঘের হঠাৎ বাংলা-ঘেঁষা অশ্রুর নীল,
থরো থরো কাঁপে ফিরোজা সমুখে বিল,
সহৃদয় নীলসঘনঘটায় দিঘারিয়া দূর, দূর
ত্রিকুটে জড়ায় দোঁহায় পূবের হাওয়ায় হারায় কায়া।

উৎরাই আর খাড়াইতে চোখে জুটেছিল আস্বাদ
মুক্তির নীল শ্যাম মরকত শুচি কাঁকরের লাল।
ধানের সবুজ নেমে যায় স্মিত মাঠের পান্না টানে—
সপ্তদশীর স্বচ্ছের জের তিরিশে শ্যামলে খাদ,
পাহাড়ের নীলে সিরিয়ার কালো বাধে না বিসম্বাদ—

মানুষেরই বাধা, চুরাশি মৌজা, একগাঁটি জোটে ধুতি।
তবুও অসীম ধৈর্য হৃদয়ে, বাহেঙ্গা প্রাণ বাঁচে
অমর বাহুতে, আউষের খেদ আমনের আশা যাচে,
বাজরা ভুট্টা যা হোক্, থাকুক্ হিম্মৎওয়ালা প্রাণ,
চাষীর ঘরে যে অবিনশ্বর অক্ষয় সে বিভূতি।

ছড়ায় নীলিমা, ছুটে আসে জল, গেয়ে ধায় সাঁওতাল
চাননের পারে শালবনঘেরা সান্ধ্য ঘরের দিকে
ত্বরিত গায়ক গাড়োয়ান ভাঙা হাট ছেড়ে চলে, শাল
বনের কিনারে, দুরন্ত টানে ছুটে চলে অনিমিখে
বেগের বন্যা রাখালের মেয়ে, আমরুয়া দেয় ডাক।

জীবনের কোন্ ইন্দ্রনীলের গভীরে যে ঝাঁকে ঝাঁক
বলাকারা জাগে, নীলিমার আগে ভাসে মানসের স্রোতে
মনে হয় জয় কাপড় চাহিদা ফসলের দাবী দাওয়া।
কালো বাজারের মূঢ় স্বার্থের দাগ ধুয়ে মিঠা হাওয়া
লাল পথে মাতে দেরাঁ্যার সবুজে ত্রিকুটের নীল হতে।

স্বচ্ছ হরিতে জেগে ওঠে ঋজু শাল
আকাশ পৃথিবী ব্যেপে দানছত্তরে
ভেড়োয়াটেঁাড়ের অন্ত্যজ গ্রামে গেয়ে যায় মেলা স্বরে
রক্তিমপটে পিকাসোর পেশীসচ্ছল সাঁওতাল॥

গোপাল ঘোষের জন্য

দুরন্ত ঢেউ খাদে খাদে তুমি অক্ষয়যৌবনা
লাল মাটি তুমি একি তিরিশের খেলা।
বর্ষণান্তে কার্তিকে আনো পরিণত স্বেচ্ছায়
উৎরাই আর খাড়াই অশেষ তরঙ্গঘন বেগ—
ক্ষণে ক্ষণে সংসারে কল্যাণী ক্ষণেকে বা উন্মনা
উর্বশী বুঝি, তিরিশ বছর তোমাতে খুলেছে মেলা।
চপল লাস্যে হাস্যে মুখর কখনো বা স্বেচ্ছায়
সংহত সতী পাহাড়ের নীল, তরঙ্গঘন বেগ
চানোনের স্রোতে কখনো ত্রিকূট কখনো বা দিগ্‌রিয়া
বিন্ধ্য যুগের নগ্ন মাটিতে তোমাতে বিলাই হিয়া।

সঙ্গীত

শান্তি আকাশে জ্যোৎস্নায় মেঘে নম্র আবেগে আর
শান্তি তোমার হৃদয়ের নির্ঝর
ঘুম নয়, নয় অস্থির দিন পাহাড়ের পরপার
গভীর সাগর প্রশান্ত সরোবর।

স্তব্ধ আকাশ পাহাড়ের সার মৌন পৃথিবী দোলে
নিগূঢ় ছন্দে সংহত সত্তার
ঘন তিমিরের নীলিমা নিথর মহাশূন্যের কোলে—
তোমার মেদুর শরীরে কণ্ঠহার।

প্রচণ্ড বেগ ঘূর্ণীনৃত্য মধ্যমণির চূড়ে
মুহূর্তে পায় গভীর আহত যতি
শিল্পসৃষ্টি এই ক্ষণিকের ব্যাপ্ত কেন্দ্র ঘুরে
নটরাজে থামে, উজ্জীবিত যে সতী।

অতন্দ্র চাঁদ জেগে ওঠে আলো তোমার ললাটে জাগে
নিহিত অগ্নি স্তব্ধতায় তুষার
শেয়ালের ডাকে ভাঙে না এ মায়া দূরের গ্রাম্য রাগে
সম্বাদী সবই তোমার পূর্ণতার।

এ নীল আলাপে কাটে না প্রাণের মীড়
আমার সত্তা তোমার মূর্ছনায়
দীর্ঘ সে মিলে তারে ও আঙুলে চিড়
লাগেনি, আকাশে মীড়ে মীড়ে দেখ ছায়।

স্কেচ

দুচোখ ধাঁধায় বাঁধ জলে যায় লাল ঢলে জলে হীরা,
দুটি ছোট বোন ছবি আঁকে, তারা ইরা।
রিখিয়া পুথুল পুড়ে খাক হল শ্যামাঙ্গী দিঘারিয়া
সবুজে ও নীলে দূরের তন্বী প্রিয়া।
প্রখর মেঘের স্ফটিক বেগের উড়ন্ত জটায়ুরা
শরতের নীল আকাশে পাহাড়ী চূড়া।
বর্ষার ধসা লাল খাদ চলে অবিরাম উঁচু নিচু,
প্রবাল দ্বীপের হঠাৎ আবেগে হারায় সামনে পিছু।
এ আলোছায়ার ইন্দ্রপ্রস্থে দিশাহারা চোখ—ইরা
তারাকে শুধায় মাটির মায়ায় শালে ও পলাশে হীরা
চুনিপান্নায় কে বসায় জানি, অসংখ্য রেখা টানে!
মেদুর তন্বী টিলাগুলি নীলে মেলে অগম্য হিয়া
বিলায় হৃদয় দূর ত্রিকূটের সংহত সম্মানে
ত্রিকালের মতো কঠিন ত্রিকূটে চেয়ে থাকে দিঘারিয়া।

পারুলের ছড়া

তুমি ভাবো ভাঁড়ে ফুটো হবে নাকো বটে
সুয়োরাণী তুমি চেনো না তোমার দুয়ো।
তোমার প্রতাপ কোটালের চালে রটে
তুমি জানো নাকো তোমার রাজাও ভুয়ো।

লুটপাট করো দাঙ্গাহাঙ্গামাতে
তোমার প্রতাপ কোটালের চালে রটে
লুটে পুটে খাও যতো পারো দুই হাতে
সে পচা মরাইয়ে সে কার মরণ ঘটে ?

কলকারখানা চালাও থামাও ডাহা
চোরাই খেয়ালে মরিয়া ধর্মঘটে
নিমকহালাল দালালরা ডাকে আহা
সুয়োরাণী ডাকে জুয়া খেলে সঙ্কটে।

মরিয়া ছড়াও নানা দুর্যোগে যাতে
ছোরাছুরি আড়ে জুয়াচুরি পড়ে চাপা
ভেঙে দাও দেশ ছিঁড়ে দাও নুন হাতে
জাহান্নমের লোভে দেশ চষো ধাপা।

ভাবো কি তোমার ক্ষণিক মিথ্যা দিয়ে
চিরকাল তুমি চাল দিয়ে যাবে ডাহা ?
শেষ হাসি জেনো আমাদেরই, ডুকরিয়ে
কাঁদবে তো কাল, আজকেই দেখি আহা !

জেগেছে চম্পা, সাতভাই ভাবি বসে।
তোমার কাহিনী ছেলেমেয়েদের চোখে
রটবে কেমন রাক্ষসে বর্গীতে
রূপকথা যেন, সে দিন কেই বা রোখে ?

দেশের কপালে তুমি দিনেকের সাজা
সুয়োরাণী তুমি জানো না তোমার দুয়ো
জানো কি আমরা আসলে তোমারও রাজা
আমরাই সাতভাই ! কাল তুমি ভুয়ো ।

১৫ই আগষ্ট

মুক্ত বর্ষভোগ্য শাপ, মুক্ত হল কলকাতার বেড়ী

চণ্ডীমণ্ডপের পাঠে, পঞ্চায়েতী বটে
গৃহস্থ সন্ধ্যায় কিম্বা মুদীর চালায় শোনা যায় সেই রাবণের
স্বর্ণলঙ্কাপুরে ছিল বন্দী সীতা মাটির দুহিতা
চারপাশে ঘিরে রাখে রাক্ষসের সৈন্য কিম্বা চেড়ী
শ্রাবণের সন্ধ্যা থেকে রটে পথে পথে শ্রাবণের
কলকাতার মুক্তির বন্যায় সন্দেহ শঙ্কার
মৃত্যুর মারীচদের তড়িৎ ত্বরিত শেষ, নিঃশেষ অসুর

জেগে ওঠে দেশ, জেগে আমাদের বিদ্যুত শহর
আশ্চর্য শহর, প্রাণের তুরঙ্গী তূর্যে
শহর শহরতলী হাতে হাত পাতা
কোটি লোক মাটির মানুষ বিভেদের নেই অবসর
জনাব কস্তুর—
মৃত্যুর সে খাঁই
ভুলে যাও ভাই শ্রাবণের প্রাণসূর্যে

আশ্চর্য শহর এই আমাদের প্রাণ
অলিতে গলিতে এরা ধূলা জানি, প্রাণের সন্ধান
মেলে এই জীর্ণ দীর্ণ নোংরা এলোমেলো,
—ভয়ঙ্কর থেকে থেকে দেয় মাথা চাড়া—

বজ্রে ও মাণিকে গাঁথা মধুর মধুর
এই কলকাতার পথে পথে ঘরে ঘরে
নিদ্রাহীন জয়ধ্বনি, চারণের গান
তীর্থযাত্রা এপাড়া ওপাড়া, একান্ত নির্ভর চোখে
লক্ষ লক্ষ কী দরাজ প্রাণ এ তীর্থশহরে দর্‌গায়
আশ্বিন পূজার মিল হল বুঝি ঈদমুবারকে
আনন্দনিষ্যন্দন প্রাতে বিরাট ঈদ্‌গাতে

এ আনন্দ বন্যার আবেগ
বন্যার সমান
লক্ষ লক্ষ মানুষের খোদাই বাঁধের জল মানুষেরই হাতে
ছাড়া আজ কেবা রোখে
খুলে দিলে চাবি আজ ময়ূরাক্ষী দামোদরে
মাথাভাঙা তিস্তায়—সির্‌দরিয়ায় বুঝি বুঝিবা নীপারে

বন্যা নয়, এ বুঝিবা অভিনব ভাগীরথী প্রাণের বিন্যাস
ঠেলে তোলে পলিমাটি সচ্ছল ভরাটি
অনাবৃষ্টি দুর্ভিক্ষের প্রচণ্ড প্রবল ক্লান্তি
মৈত্রী, শান্তি, প্রেমের উচ্ছ্বাস
যার তলে প্রাণের গভীরে ধীরে ধীরে চলে চির
সংহতির সুদৃঢ় আশ্বাস, নূতন আবাদ

উনত্রিশে জুলাই বুঝি ফিরে এল ভাই
মুক্তির আস্বাদে আগামীর জিন্দাবাদে
সৌজন্য অশেষ তাই অসীম সংযম
বিরাট দায়িত্ব নেয় স্বতই জনতা
চৌমাথায় চৌমাথায় আনন্দের গাথা
ট্রাফিক শৃঙ্খল চলে ট্রামে বাসে কাতারে কাতারে
মানুষের ঝড় চলে
দগ্ধ দেশে জগ্ধ দেশে

অনাবৃষ্টি অনাহারে
আশশেওড়ার দেশে
শ্মশান গোরের দেশে আগ্‌ডোম বাগ্‌ডোম
জীবনের ঝড় চলে
শ্রাবণের ধারাজলে
সুজলা সুফলা দেশে
মলয়শীতলা দেশে সোনার বাংলায়
কলকাতায় হাওড়ায়, বস্তিতে গম্বুজে
বেলেঘাটা কলুটোলা মুচিপাড়া কলাবাগানের
তালতলা চিৎপুর লালদীঘি বেনেপুকুরের,
বালিগঞ্জ টালিগঞ্জ কালিঘাট চড়কডাঙ্গার
অলিতে গলিতে
শ্যামপুকুর আলিপুর মেটিয়াবুরুজে
রাস্তায় শড়কে আশ্বিনের পূজা মেলে ঈদমুবারকে

শ্রাবণের ধারাজলে বৃষ্টি যেন মড়কের দুর্ভিক্ষের দেশে
লোক চলে, হাতে হাত, নিশানে নিশান,
গানে গান, কোলাকুলি, সেলামে হাসিতে
ট্রামে বাসে ট্রাকে ট্রাকে সৌজন্য অশেষ
হে আশ্চর্য শহর আমার এ আমার মৃত্যুঞ্জয় দেশ !
বন্যা নয় প্রাণেরই বিন্যাস
বিরাট দায়িত্ব নেয় স্বতই জনতা
শত শত নেতা আসে
গান্ধীজীর প্রতিভাসে

এতো অন্ধ প্রকৃতির বন্যা নয়, নয় দাবদাহ,
চাটগাঁর বীরত্বের পাহাড়ে প্রান্তরে
এতো ধূর্ত রাবণের মুখে তুড়ি
শ্রাবণের ফুৎকার
মানুষের মনের প্রবাহ

শাসকের শোষকের কূট চাল বানচাল
মহারাজাধিরাজ নবাব
তোমাদের কঠিন জবাব হানে বান্দা লাখো বান্দা বন্দী নয় আর
অবাক্ বিস্ময় ভয় স্বর্ণলঙ্কাপুরে
অমর্ত্য শহর এই আমাদের, অমর বাংলা দেশ
মরেও মরেনি রাম কী ভীষণ ধান্দা
আমাদেরই গান যায় গঙ্গায় পদ্মায় যার যার
এ সারি জহাঁসে
আচ্ছা আমাদের সুরে
উল্লাসের গান যায় লক্ষ লক্ষ জন্মদিনে উচ্চকিত রোলে
আকাশে আকাশে অতুলন
কলকাতার ঐক্যতান
খুলে দেয় রাত্রি শেষে সকালের প্রখর আশ্বাস,
অমর হিম্মৎ,
দুর্জয় শপথ
দেশব্যাপী ইমারৎ রাত্রিদিন স্বাধীন সমাজ সচ্ছল আকাশ
সাগরসঙ্গমে দিনভোর বিনিদ্র নির্মাণ ॥

অন্বিষ্ট

অন্বিষ্ট

(প্রাণকৃষ্ণ পালকে)

আমারও অন্বিষ্ট তাই

আমি চাই সূর্যাস্তে ও সূর্যোদয়ে
প্রত্যহের ইন্দ্রধনু ভেঙে যাক্ স্তরে স্তরে
বাঁচার বিস্ময়ে ছড়াক রঙের ঝর্না
সহাস জীবনে এনে দিক
সহজ আনন্দ দিক্ মানবিক দুঃখের করুণা
বাঁচার সরল ব্যথা বাঁচার সংরাগ
কর্মময় চৈতন্যে স্বাধীন সূর্যাস্তে রঙীন
কিম্বা সূর্যোদয়ে দীপ্ত সদ্য ও সজাগ

দিনান্তে আমার সঙ্গী সূর্যাস্ত আকাশ
কিংবা ভোরে আরম্ভের মুক্তির আভাস এই কর্মময় বেগার্ত সুনীলে
কাকে চিলে শালিকে টিয়ায়
ট্রামে বাসে পায়ে পায়ে গ্রামান্ত শহরে কলে মিলে
ঘনিষ্ঠ প্রহরে এই আনন্দ জঙ্গম
মেঘে মেঘে গতির স্থিতির মিলনে সন্তাপে
বাষ্পে বাষ্পে ছাপে রঙে রঙে আমাদেরও চিদম্বরম্

তাই তো দেখেছি নিভৃত বনের মৌনে
চৌমাথার মোড়ে দিনান্তের ছায়া নামে
বনস্থলী গ্রামে ঘরে ঘরে বস্তিতে বস্তিতে
কে কখন ফেরে গুণে-গুণে কে কখন যায়
আমারও আলোক মেশে আঁধারের উদ্ভিদ্ সাগরে

তাই, তেপান্তরে পাহাড়ের আড়ে
সূর্যের দেখেছি যাত্রা ফেরার বিদেশে
সেই লাল, সেই সাতরঙার সিম্‌ফনি
জাগায় অমর প্রাণ ম্রিয়মাণ রক্ত স্নায়ু হাড়ে,
মানুষের ইতিহাসে উদ্ভাসিত ঝঞ্ঝাময় চেতনায় ধনী
খেতে ও খামারে, কুটীরে, টিলায়, লাঙলের ঘায়ে

শ্রাবণের মেঘে মেঘে আশ্বিনের পান্নায় নীলায়
হেমন্ত হাওয়ায়, শীতের স্ফটিক দিনে হীরক সন্ধ্যায়
ফাল্গুনের চঞ্চল আবেগে
সূর্যাস্তে ও সূর্যোদয়ে ভালো লেগে লেগে
আমারও অন্বিষ্ট তাই
অগুর সংহতি
আসুক জীবনে রঙে মানবিক আমি চাই আমরা সবাই
সূর্যাস্তে ও সূর্যোদয়ে ইন্দ্রধনু ভেঙে দিই জীবনে ছড়াই
হে সুন্দর বাঁচার বিস্ময়ে বিষাদে সম্ভ্রমে জীবনে আকাশ
অবকাশ বাঁচার আনন্দ চাই।

* * *

আমার জীবনে তুমি দিনরাত্রি একান্ত আকাশ
হাওয়ায় হাওয়ায় সর্বদা নিশ্বাস
কখনও আষাঢ় মেঘে পূবালি বা শ্রাবণে সঘন
কোনো দিন কিম্বা কোনো রাত্রে
উদ্দাম স্বেদাক্ত নৃত্যে উন্মুখর ঊর্মিল হাওয়ায়
তোমার উপমা
কিম্বা মাঘে স্বচ্ছ খর নীল দিনে
কখনও বা সরল আশ্বিনে
হাওয়ায় হাওয়ায় করি অন্তরঙ্গ পরিক্রমা

তোমার জীবনে আমি আগন্তুক
আকস্মিক উৎসব কৌতুক
কিম্বা এক উপহার জন্ম কিম্বা মৃত্যুদিনে
এনে দাও যত্নে তুমি কিনে মহার্ঘ যৌতুক
তারপরে মুছে যাই সময়ের ভিড়ে
এদিকে ওদিকে কোথা ঝরে যাই দৈনন্দিন চিড়ে
কিংবা যেন বন্যা এক আসি
মহা আড়ম্বরে আর চলে যাই কোথায় প্রবাসী
চৈতন্যের কপিল সাগরে

কবে বলো প্রাত্যহিকে তোমার শরীর মনে ঘরে
আমার প্রাণের বাষ্প নীড় পাবে তোমার আকাশে
যেখানে হাওয়ায় ভাসে
কখনও একাগ্র ঝঞ্চা কখনও উন্মনা শুকতারা
নিদ্রাহীন আমার আকাশ ?

*   *   *

ঘুমাও, ঘুমাও তুমি, প্রাকৃত রাত্রির নীলে
নীলাকাশে মেলে দাও ভাস্বর ঘুমটি দাও মেলে,
কত না ক্লান্তির ম্লান মুক্তিস্নান নিশ্বাসে প্রশ্বাসে
অস্ফুট স্রোতগ বাক্যে এপাশে ওপাশে ফেলে
ভেসে যাও চেতনার আশ্বস্ত নিখিলে

কত সূর্য নক্ষত্রের সমুদ্রব্যাপ্তিতে, সন্তত আভাসে
ঘুমন্ত তোমাকে দেখি, কান পেতে শুনি, তুমি ঘুমাও ঘুমাও
নিদ্রাহীন পরিক্রমা, ঘুরি ফিরি চাঁদিনী প্রান্তরে,
পাহাড়ে, পলাশবনে, ছায়াপথে, ঝর্নাধরা ঝিলে,
ঘুমন্ত সূর্যের নেভা বিদ্যুতের আহরণ-ঘরে

—দিকে দিকে ঘুরে দেখি নিস্তব্ধ তন্ময় একা, দিইংনা চুমাও
পাছে ঘুমে ওঠে ঢেউ, থরোথরো হৃদয়ের ঐকান্তিক স্বরে
চকিত সম্বিৎ পাছে থমকায় আকস্মিক মিলে।
তাই সৌরকক্ষে শুধু অনির্বাণ আকাশ-আদরে
তোমার সত্তাকে দেখি, তোমার হৃদয় শুনি—এখনও ঘুমাও।

* * *

আমার কাজই হল দিন আনা দিন গুণে যাওয়া
সোনা-সোনা ধান ভানা, সাইরেনের গান শুনে যাওয়া

আমার হৃদয় এক আকাশের একটি হৃদয়
অনেকের এক পরিচয়
ধমনীতে শালের আবেগ লালমাটি রক্তে বয়
শিরস্ত্রাণ আকাশের হাওয়া
সূর্যাস্ত ও সূর্যোদয় আমার দুচোখে

শ্রাবণে সে সাতরঙা আবেগে আবেগে
পিকাসোর তুলিতে রেখায় রঙে রঙে রূপান্তর
রঙের সে-মুক্তি কেবা রোখে
মেঘে মেঘে লেগে ক্ষেতে ক্ষেতে ফেটে পড়ে
পাহাড়ে পাহাড়ে উতরোল দীঘির ছায়ায়
বানডাকা পাড়ে পাড়ে উদ্‌গ্রীব আকাশে
মাটির আসন্ন বেগে জলের ফলনে
গ্রামান্তের শহরের বিদ্যুৎমন্থনে

আশ্বিনের সন্ধ্যা জ্বলে
পাকাধানে বিস্তীর্ণ প্রান্তরে বনময় নীলে
সোনালি হৃদয়ে হালকা হাওয়ায় সহজ মেঘের গায়ে
উন্মুক্ত উদার স্বচ্ছ শরৎ নিখিলে

দেখেছি অকাল মেঘে কার্তিকের প্রশান্ত আকাশে
সূর্যাস্তের ঘোর বর্ষা রঙের হঠাৎ বন্যা দুরন্ত মেঘের দেশে
জবাকুসুমসঙ্কাশ সর্বনেশে ডাক
নিঃসহায় দেখেছি অবাক হাতে-হাত করেছি উপায়

আমার অনেকদিন হাতে হাতে দিন গু'ণে যাওয়া
প্রাণ ভ'রে গান ক'রে অনশনে গান শুনে যাওয়া
অনেক সূর্যাস্ত আর বহু সূর্যোদয় মৃত্যুঞ্জয়
অনেক হৃদয়ে দেখি অনেকের চোখে
সূর্যাস্তের অগ্নিবীণা সূর্যোদয় শীতল আলোকে।
তাই তো নিশ্চয় জয়
তাই তো অমরলোক রূপনারাণের পারে এই মর্ত্যলোকে।

* * *

তোমার মুঠিতে গুচ্ছ বসন্তের একচ্ছত্র প্রাণ।
মেলাও আজ ও কাল দৈনন্দিন কাজের সূচীতে,
ফুলন্ত ফলন্ত হাওয়া মুক্তি পায় তোমার মুঠিতে,
বরণীয় তনু ঘিরে যে জীবন নিত্য স্পন্দমান
দু'চোখে তা উন্মীলিত স্বপ্ন এক, তাই বর্তমান
দিনরাত্রি জ্বেলে চলো ভবিষ্যতে—বিনিদ্র নির্মাণ।

ঘরে ও বাইরে তুমি জ্বেলে দাও আলো অনির্বাণ,
ঘরেরই প্রদীপ আনো, জ্বেলেছিলে যে শিখা দুটিতে
সে আলোয় দীপাবলী, দূর দূরান্তর সে সঙ্গীতে
উন্মুখর উদ্ভাসিত চিত্তে চিত্তে উন্মোচিত গান
জীবনের বসন্তের নির্মাণের ঘরের স্বপ্নের গান গ্রীষ্ম-বর্ষা-শীতে।

আর তুমি—তুমিই কি মরণের কূট-ভ্রূকুটিতে
পথের ধূলায় প'ড়ে ? বরণীয় তনু হিম প্রাণ
হীন প্রাণহীন প'ড়ে পথের ধূলায় প'ড়ে রক্তময় বসন্তের প্রাণ ?

এ কিবা সূর্যাস্ত শেষ কোন সূর্যোদয়ে ?
ওড়াও ঊর্মিল বীজকম্প্র হাহাকার, স্মৃতি
পাতো মর্মে মর্মে ভিতে ঘনিষ্ঠ সম্বিতে
তোমার নিথর দেহ প্রেয়সী জননী সখী সহকর্মী !
সৃষ্টিময় জীবনের সূর্যে সূর্যে পরাক্রান্ত গান।

(২)

এক ঘেয়ে দুপুরের পথ
ট্রাম বাস পায়ে পায়ে গাড়ী বাড়ী দোকান ফেরির ডাকে
সাধারণ রোজকার রোজগারের—কারো নয়, কলকাতার পথ
দুপুরের অভ্যাসের পাকে
আফিসের ব্যবসার ছেলেদের পড়াশোনা তামাশা নাকি ও বুঝি ধর্মঘট
মামলায় হামলায় চোরাই চোলাই একঘেয়ে নরকের অভ্যাসের জট
আকাশে ময়লা বর্ষা গোপন বাজারে
এক ঘেয়ে ভাদুরে ঘোলাটে
এক ঘেয়ে দিন
স্নায়ুর জ্বালায় তবু নেতির আস্তিক আবির্ভাবে
কিসের প্রতীক্ষা তবু কি এ অবসাদ
মধুরের সম্ভাবনা প্রত্যক্ষ মধুর তবু কি বিস্বাদ
—কোথায় জীবনে গান সমুদ্র-পর্বত
কোন্ দূরে পাখসাটে
কোথায় বিহঙ্গগুলি
ট্রাম বাস জীপ্ লরি দোকান ফেরির-ডাক
জীবনের স্রোত কোথা প্রত্যহের পাঁকে কাটে
দুপুরের পথ—
কোথায় শ্রাবণধারা আষাঢ়ের গান
আশ্বিনের সূর্যের কোথায় সে শরসন্ধান

তার মাঝে আসে ওরা
দিনের মজুর দিন আনে হাতে হাতে রুজির সংঘাতে
মেঘে মেঘে কলিজায় প্রচণ্ড আবেগে কব্জিতে বাঁকানো বেগে
সূর্যে সূর্যে মুঠি মুঠি দিন
উড়িয়ে সোনালি পাখা সমুদ্রের হাসি পাহাড়ের ঘাড়
হেমন্ত আকাশে
ভাসিয়ে শরৎ ঝর্না ধানে গানে কিশলয়ে কাশে
ক্ষেতের আষাঢ় বন্যা সোনালি ফসলে
গ্রীষ্মের সন্ত্রাসে স্বাধীনতা ঘরে ঘরে হাতে হাত খামারের পাশে
ওরা চলে প্রবল গর্বিত সারে শান্তির কাওয়াজে আকাশে পাখীর মতো।
ওদের পায়ের তালে মাটির আবেগ
ওদের উন্মুক্ত চোখ নীরব সংহত
ওরা চলে সমুদ্রের চালে পাহাড়ের বেগে একমনে
ওদের ঘাড়ের বাঁকে দৃঢ়তার মেঘ
ওরা চলে বলিষ্ঠ আওয়াজে
বিস্তীর্ণ প্রান্তরে হাওয়া দুই দুই কিতারে কিতারে

ওরাই কি ছিঁড়বে দিন একঘেয়ে রাজপথে
এনে দেবে জীবনের সমুদ্র-পর্বত
সূর্যে সূর্যে উল্লসিত স্বাভাবিক
নামাবে প্রাণের স্রোত সদ্যধোয়া ঢলে
নতুন ফসলে
কাজের বিরস দিন ক'রে দেবে বৈশাখের মেঘ
রচনার দিন
ঘরমুখো সন্ধ্যাগুলি সূত্রহীন হংসবলাকা
আমাদের ছন্নছাড়া স্বরে স্বচ্ছন্দ প্রচুর
ঘরে ঘরে ভ'রে দেবে আকাশের বাতাসের পৃথিবীর সুর ?

বিবর্ণ দুপুর জ্বলে উদয়শিখরে ঐক্যতানে সূর্য সূর্য অস্তাচলে।

* * *

আমি চাই ঘরে আনো সন্ধ্যাদীপে পৃথিবীর গান
চোখে আনো ক্লান্তিহীন সমুদ্রের মানসের নীল
তুমি ছোটো নীলাকাশে পায়ে পায়ে ছোটাও পাষাণ
দিগন্তে দিগন্তে খোঁজো তৃষ্ণার্ত নিখিল।

আমি একা একা ভাবি ছেটো ছোটো সুখে
বিস্তৃত হৃদয় মেলি তোমার হৃদয়ে
আমি চাই বিশ্বরূপ দোঁহার কৌতুকে
আপন হাতের মাঝে আপন সময়ে।

তুমি আজো আত্মদান চাও বৈশাখীতে
দূর সমুদ্রের গানে কর্মময় তীব্র অভিযানে
তোমার সময় নেই অনাগত আমার সঙ্গীতে
শব্দের মিছিলে ছোটো আষাঢ়ের আসন্ন প্রয়াণে।

আমার শ্রাবণ চায় তোমার বাহুর মৃদু কোণ
আমার আশ্বিন চায় রঙে রঙে তোমার সন্ধান
বনস্থলী মন চায় স্তব্ধতায় মন্থিত কূজন
রোমাঞ্চে দুহাতে কবে তুলে নেবে আমার অঘ্রাণ ?

তোমাকেই চাই তুমি দাও ক্ষিপ্র ঝন্‌ঝনা উপহার
আমি আনি প্রেম আজো নিঃসঙ্গের অন্ধকারে বিস্তীর্ণ সত্তার।

* * *

স্বপ্নে নয়, নরকের পরে এ রচনা।

দেখেছি অনেক পাপ অনাচার মূঢ়ক্ষতি লুব্ধ অত্যাচার
জেনেছি অনেক গ্লানি আমাদের বর্তমানে
প্রতিযোগী জীবনের জীবিকার কুটিল বিন্যাসে।
শিশুর প্রত্যূষ থেকে আনন্দের কণা

দেখেছি কেমন মরে তিলে তিলে প্রতিদিন
নির্মম নির্বোধ চক্রান্ত অভ্যাসে
হাজার হাজার মন যে কেমন চক্রবৃদ্ধি অভ্যাসের ঘায়ে
ঘায়ে হয় ছারখার
হাজার হাজার আমি নিজেই দেখেছি ভুগেছিও

নরকে আমারও যাত্রা অলকার গন্ধ গায়ে
আমিও শুঁকেছি শকুনের শিবার আহার
অমরার দীপ্তি মনে আমিও ধুঁকেছি, যাত্রীর খাতায়
মৃত্যুঞ্জয় মানুষের কমেডিতে হাজার হাজার দেহের মনের
অপঘাতে অপঘাতে টুকেছি এঁকেছি
নরকের বহু ছবি ছবি আমাদের।

নরকের পরে এ রচনা।
অনেক বছর ধরে অনেক রাজার রাজ্যে গাঁ উজাড় বাজারে বাজারে
জীবন তো সেকালের কড়িকেনা দাস কারো নয় কেউ
আর জীবিকা তো কুবেরে কোটালে ঠগে ঠগে ইঁদুরে শেয়ালে
দেশে দেশে দৈনন্দিন ইংরেজ মার্কিন যেহোক সেহোক অসহায়
পণ্যস্ত্রীর চেয়েও অধম।

নিঃসঙ্গতা জানি আমি দেখেছি তো ভিড়
আপিসে বাজারে ভিড় সোফায় চেয়ারে ভিড়
চশমে শেয়ারে ভিড় নিঃসঙ্গতা মুখোমুখি নেমে
দিনান্তের ফ্রেমে এনে দেয় ভয়াল নিবিড় শূন্যতার ছবি।

পিছনে নরকযাত্রা, দীর্ঘ পটভূমি
নৈর্ব্যক্তিক ইতিহাসে
হে বন্ধু মিলাও হাত কলমে কোদালে লাঙলে লেখায়
যেন মিলে যায় আমাদের আশা ও নৈরাশ
দুর্দম প্রাণের বহ্নি জেলে দাও তুমি
আমার এ অন্ধকারে উদ্যত প্রদীপে।

আমার যাত্রার পথ দীর্ঘ ও ভঙ্গুর
সভ্যতার বহুদূর ঘিরে
আমার যে আশা সে তো চেতনার নরকের শেষে
মহিম মৃত্যুর নয় সহজ মৃত্যুর নয় অমানুষ ক্রুর মৃত্যুদেশে
সীমান্ত রেখার আশা, চরম মুহূর্ত শুধু ছাড়পত্র
ছাড়পত্র নিরাশার নিঃশেষ ছবিতে রূপান্তরে নতুন আশায়
ছাড়পত্র নতুন ভাষায় নদীর যেমন ভাষা সমুদ্রের মুখে।
আমার যাত্রার পিছে দীর্ঘ পটভূমি
আমার সমুখে
তুমি।

আগুনে তুষারে নরকের শাদায় কালোয়
ভালো মন্দ জীবন মৃত্যুর দ্বন্দ্বময় স্পষ্ট যন্ত্রণায়
সত্তার সংহতি দিয়ে শরীর মনের স্নায়ুতে স্নায়ুতে আতত ছিলায়
একলব্য তীর সেধে সেধে বেঁচে বেঁচে
বেঁচে থেকে থেকে শূন্য তেপান্তরে মাটি খুঁড়ে খুঁড়ে
দৈত্যের পুরীতে গুপ্ত কঠিন গুহায়
দিন দিন বছর বছর হিংস্রলোভ পলাতক বঞ্চনার নরকের
শেষের টিলায় নিঃসঙ্গ শ্রেণীর আপতিক রৌরব কিনারে
ব্যক্তির বিন্যাসে নব স্বতন্ত্র আশায় মানুষের আনন্দের আয়ুষ্মান রেশে

এসেছি যাত্রার শেষে ধনধান্যপুষ্পেভরা
আমাদের এ বসুন্ধরায় তোমাদের দেশে শান্তির ঝঞ্ঝায় নিঃসঙ্গ উধাও
মানুষের পরম্পরায়, প্রেমে, বন্ধুতায়, কর্মে, রচনায়।
এ দেশ আমারও দেশ, দুহাত মিলাও।

* * *

আমি তো তোমায় বহুদিন চিনি,
তুমি জানো নাকো আছি
তোমার হাওয়ায় শ্বাস টেনে কাছাকাছি।

তোমারই পসরা, তোমারই তো পটে
রং এঁকে বিকিকিনি
তোমার না-জানা আমার নিত্য আত্মদানের বটে,
হাটে অঙ্গনে হৃদয়ের সঙ্কটে।

তুমি চেনো নাকো তোমার পাশের কে সে
হাওয়ার মতন তোমাকে রয়েছে ঘিরে,
তুমি যাও ঘরে, রাখালের মাঠে কিম্বা নদীর তীরে
পাশে পাশে চলে আলোর মতন
হাওয়ার মতন মেঘের মতন ভেসে
তোমার না-জানা সহচর, দিন গোণে
কবে যে তাকাবে জনতা কিম্বা খুশি হয়, নির্জনে।

আজ শুধু রাখি তোমাকে দুবাহু ঘিরে
পায়ে পায়ে চলি হাওয়ার মতন ঢেকে
মেঘের মতন তোমার গন্ধ মেখে
তোমার না-জানা দিনরাত ঘুরি ফিরে।
পড়োশীরা হাসে, জানে ভিন্-গাঁয়ে লোকে
কত না বছর দেখেছে যে কৌতুকে
কেউ হাটে কেউ বটের তলায় কেউবা নদীর তীরে।

(৩)

(বৌধায়ন-কে)

আমাদের স্থান আর কাল
আমরা রচনা করি হাতে
আমাদের সন্ধ্যাসকাল
হাতুড়ি-মুখর সঙ্ঘাতে।
তবু আমাদের ইলোরায়
স্থান কাল অলক্ষ্যে ঘোরায়।

আমাদের রচনা তো নয়
এক-ফোঁটা বাষ্প-চোঁয়া জল
আমাদের বিরাট সময়
বিশ্বগ্রাহী তাই কৌতূহল
আমাদের উপমেয় নদী,
স্রোতে স্রোতে চলে নিরবধি।

অতীতের শূন্য হাহাকার
শুনি না, গঙ্গোত্রী অতীত
স্রোতে ঢালি কপিলগুহার
সমুদ্রে মেলাই সম্বিৎ
কিম্বা গড়ি খোদাই পাহাড়,
নিজেরাই হাতুড়ি ও হাড়।

আমাদের স্থান আর কাল
আজ শুধু সন্ধ্যাসকাল
ভবিষ্যৎ নির্মাণের স্থরে
দেখো আছি আমরাই দূরে।
তোমাদের নৃত্যের নূপুরে
বুক পেতে কারা দেয় তাল
দেখো চেয়ে কালের মুকুরে ॥

*　　*　　*

যাই বলো তুমি পরগাছা নই, বটে
পিপুলে না হোক, শালে অন্তত উপমা।
পাথুরে মাটির লাল নীরসতা উৎসে
তবুও সবুজ মাথায় সরস পল্লবে।
এ ঋজু কঠিন জীবন নয়কো শূন্য।

শ্মশানঘাটের বটের ঝুরিতে তীর্থ
তোমার আমার মিলনে না হোক্, তবুও

আমাদের হাত জীবনের চতুরঙ্গে
নেহাৎ মন্দ সঙ্গতে তাল দেয়নি—
এও তো সাধনা, নাইবা হলুম সংবাদ।

সাহস হয়তো কমই, ছাড়ি নি কো সংসার,
কঠিন ব্রতের কবচ বাঁধি নি হৃদয়ে,
ত্যাগ সামান্য, কর্মীও নই, তাও ঠিক,
তবুও জীবন এ বীরভোগ্য জীবনে
বহু উপভোগ করেছি তো—জানি দাবি নেই,

শুধু টলোমলো শ্রাবণদীঘির কল্লোলে
আস্বাদ পাই ভবিষ্যতের মোহানায়।
শুধুই জানাই শাল অরণ্যে পলাশের
গ্রীবায় বাহুতে আগুন-রাঙানো ফাল্গুনে
—আমাদেরই সন্ততিদের সেই অধিকার।

* * *

তোমার বাহু পেয়েছি বাহুডোরে
তোমারই চোখ নিজের চোখে জ্বালি
প্রতিটি দিন তোমাকে দিই ডালি
তোমারই ছবি বিভাস ঘুমঘোরে।···
বিজ্ঞ বলে, এ ছলনার জাল,
বলে, অসৎ স্বপ্ন-দেখা চাল।

তোমাকে জানি বিশ বছর বাইশ
কতকাল যে তোমার কানাকানি।
তুমি অশেষ, তোমাকে জানাজানি
দেশে ও কালে ব্যাপ্ত দশদিশ
তোমার আসা ইতিহাসের কাল।···
বিজ্ঞ বলে, এ বুর্জোয়া চাল।

শতাব্দীতে তোমার পদধ্বনি
মুহূর্তের হৃৎস্পন্দে তাল
তাই তো দাও, ত্রিকাল তাই গণি
আমার প্রাণে মুখর করতাল
তোমার ভাষা রচনা করি ধনী।...
বিজ্ঞ বলে বলুক্ না দালাল।

পরমাগতি! তোমার হাসি চোখে,
হৃদয়ে নীল ঢেউ বলো কে রোখে?
কুৎসা শুধু কুয়াশা, হবে ভোর
ঊষায় যাবে অসহিষ্ণু ঘোর।...
তোমাকে আজ জানাতে দ্বিধা লাগে
বিজ্ঞ বলে কত কী মূঢ় রাগে।

তোমার ছবি গড়েছি নীলে রবি
অন্ধকারে ঊষার ভৈরবী
তোমার দানে আমার অভিযান
তোমারই প্রেমে সাধনা অম্লান
তোমার হাওয়া সাগরে তোলে পাল...
বিজ্ঞ ঘাটে জমায় জঞ্জাল।

* * *

সুয়োরাণী সেজে রাক্ষসী জাল বোনে
তবু দুয়োরাণী পেয়েছে অমর ছেলে
তরুণ-কিশোর বনে যায় অবহেলে
আরেক রাজার কন্যা যে দিন গোণে

বন্দিনী রাজকন্যা যে দিন গোণে
মহলে মহলে ঘুরে' ফিরে করে গান
কখনও অশ্রু মোছে বা ঘরের কোণে
স্বপ্নে কখনও ভাঙে বা বর্তমান।

সূর্যকে তারা প্রাকারে বাঁধবে বলে
আলোর স্বত্বে বলছে বানাবে কোড়া
বলে পরমাণু ফাটাবে স্বর্ণছলে
মারণ-মন্ত্রে মারবে প্রাণের ঘোড়া।

কুমীরপরিখা তবু পার হবে দেখো
কন্যা তোমার বন্ধুর দেখা পাবে
তোমার দুচোখে ভরসার হাসি রেখো
মাঠের সবুজ ঝল্‌সাবে কিঙ্খাবে।

তাইতো জাদুর প্রাসাদে কন্যা হাসে
তাইতো আলিসা ধরে মেলে দেয় বেণী
কাঠকুড়ানীর ছেলে কখন যে আসে
দুই চোখে দেখে, দীর্ণ দুইটি শ্রেণী

বৃথাই প্রহরী বৃথা রাত করা দিন
বৃথা সূর্যকে সোনার শিকলে গাঁথা
অনেক দিনের অনেক বনের ঋণ
খাক করে দেয় প্রাসাদের উঁচু মাথা

পরমাণু হল পরমান্নের ভোজ
মারণমন্ত্রে মায়াবী নিজেই মরে।
এবারে কন্যা মিলবে তোমার খোঁজ
লালকমলের খোলা আঙিনার ঘরে।

তাইতো প্রাসাদশিখরে কন্যা হাসে
বন্দিনী মেলে আকাশে আলগা বেণী
কাঠকুড়ানীর ছেলেকে সে ভালোবাসে
হৃদয়ে যে তার আগুনে মেলায় শ্রেণী

মানুষ দুটির নিশ্চিতসুরে সাধা
হৃদয় মানে না কোনো শাসনের বাধা
তাদের ঐক্যে নেই কোনো সংশয়
মুক্তি তাদের নিশ্চয় স্থির জয়

তাই এ এদিকে জ্বালানি কুড়ায় পাতা
কাঠ কাটে:আর কখনও বা দেয় আগুন
আর ওদিকে ও একা গেয়ে গেয়ে মাতে
দালানে দালানে—ফেটে পড়ে ফাল্গুন।

* * *

তোমার সময় নেই, চলো তুমি ঊর্ধ্বশ্বাস রথে,
জয়যাত্রা পূর্ণ হোক। জেনো বীর এ যাত্রা বিরাট
বিস্তৃত ক্রান্তিতে চাই বহুবিধ কর্ম পানিপথে
আমরাও আছি জেনো তোমাদেরই কমিশরিআট্।

কিবা লাভ কুৎসা হেনে আত্মম্ভরী মণ্ডুকভাষ্যের
তত্ত্বকথা কিম্বা মূঢ় মাৎসর্যের বর্জননীতিতে
অভিযানলক্ষ্যহীন, এ অন্ধতা শত্রুরই হাস্যের
খোরাক। আকাশ ছেঁটে নীড় চাও শুধুই মাটিতে।

তোমার সময় নেই, রথচক্রঘর্ঘর ধুলায়
উদ্দিষ্ট ছবির স্বপ্নে থরোথরো তন্ময় সন্ধ্যার
ঐশ্বর্য ঢাকেই যদি, তবু জেনো শমীর কুলায়ে
প্রাণের বিহঙ্গ গায়, প্রত্যক্ষের দুস্থ অন্ধকার
সারথি! ঢাকে না যেন জীবনের ঊর্মিল আকাশ
জীবনে জীবন এনো দ্বন্দ্বে এনো সত্তার আভাস।

* * * *

দেখ দেখ
তরুণ কুমার ঐ মাথা কোটে বারবার
মরিয়া আবেগে

চুল ওড়ে রক্ত লেগে লেগে
মাথা কোটে প্রাণের আশায়
সে যে ওগো উজ্জীবন চায় তরুণ কুমার ঐ
তোমার আমার।
মাথা কোটে প্রবল সাহসে
প্রচণ্ড আশার অন্ধ দুরন্ত আক্রোশে
নিজেরই মাথায় চায় বসুধার স্তম্ভিত ছাউনি
বাসুকীর ভার
সে তো নয় অপরাধী চোর কিম্বা খুনী
সে শুধু প্রচণ্ড আশা ধরে
সে তো শুধু ভাষা খুঁজে মরে
সে তো শুধু রূপ দিতে চায় জীবনে জীবনে হাটে বাটে ঘরে ঘরে
জীবনের নূতন বৎসরে।
তাইতো সে শানে
মাথা কোটে যদি তার আর্তনাদে
যদি তার যন্ত্রণার ঘেঁাটে ঘৃণার নির্ঝরে
পাষাণে পাষাণে প্রাণ জেগে ওঠে মহীয়ান
মৈত্রার সংবাদে মিলে মিলে মিছিলে মিছিলে।

এসো তবে প্রাণ দিই প্রাণে প্রাণে আমরাও
পাষাণে পাষাণে
চোখ দিই এ অন্ধ আবেগে
মন দিই আত্মদানে কর্মে গানে
উঠুক উঠুক জেগে আবিশ্বপাষাণ
কিশোর কুমার পাক প্রাণ
আমাদেরও পরিত্রাণে।

(৪)

(অশোক সেনকে)

এখন সাপের বাসা ঐশ্বর্যের গৌরব গৌড়
কিম্বা ফতেপুর কিম্বা হরপ্‌পার বিস্তীর্ণ প্রাসাদ
ভূমিসাৎ ভগ্নস্তূপ, শিল্প আজ দুস্থের সংবাদ।
আর বুঝি আহার্যের খোঁজে নামে কালের গরুড়
ছন্দের বিপ্লবী পর্বে। আর, চন্দ্রবোড়া শঙ্খচুড়
সতর্কে এড়িয়ে এসে বিজ্ঞ লেখে প্রত্নের বিবাদ,
নিয়ে যায় মূর্তি, ছবি ; শিল্পের উচ্ছিষ্টে তোলে ছাদ।
আর জমে শীতকালে সপ্তাহান্তে টুরিষ্ট্‌-খেউড়।

শিল্প আজ ভূমিসাৎ, পুনর্সংস্কারের অতীত,
চিড়িয়ার নীড়, তবে নেই বটে অরণ্যের স্বাদ,
তথ্য, তবে সত্তা তার দোলায় না কারোই সম্বিৎ—
গ্রামগ্রামান্তের লোক যদি কেউ শিল্পের বিষাদ
ভেঙে দেয় সে তাহলে কুটিরের দেয়াল বা ভিৎ
ভাঙা ইঁটে দেবে বলে—শিল্পে দেবে প্রাণের প্রসাদ।

* * *

সাজাই ত্রুটির মালা বুনি বাঁধি আমাদের অনেক তফাৎ
লিখি বহু মৌন বা সরব বাদবিসম্বাদ
তবুও স্মৃতির একী দৌরাত্ম্য, বাগান
তোলপাড় দুহাতে উজাড় করে শূন্য করে
ভূমিসাৎ মননের দৃঢ় বর্তমান।

ছিঁড়ে যায় হারের আড়াল ভিন্নতার জামেয়ারে হাড়
জীর্ণ বালুচর তিক্ততার
ভাঙা পাঁচিলের পারে বেয়ে চলে আদিগন্ত সবুজ প্রান্তর

লাল মাটি কালো টিলা নীলাকাশে সুনীল শিখর
ঝর্নাজল পাড়ে পাড়ে অরণ্য সবুজ

অবিরাম হানা দাও একান্ত সত্তায় তুমি
প্রাকৃত, অবুঝ,
স্মৃতির শিকড়ে নিত্য
জীবনের পরাগে পরাগে অনিবার্য হাওয়ার মতন।

* * *

এখানে চোখের আলো ঝিলিমিলি জীবনের অন্ধকার ঘরে,
মানসের পাখী ছেড়ে সভ্যতার কর্কটশৃঙ্খল,
কষ্টিপাথরের চূড়া ছুটে চলে স্বচ্ছন্দ নির্ঝরে
প্রতিভার আবেগে প্রবল।

ওকে ও সুন্দরী তন্বী শতধা যে হাজার মুকুরে
কত না দয়িত মুখ ত্রিনয়নে ছিন্নভিন্ন উরুবাহুহাত !
সন্ন্যাসী কি বুকে ধরে বধূকে এ বৈতালিক সুরে ?
বিজ্ঞানের নিষ্কম্পনিবাত

দৃষ্টি বুঝি পিকাসোর ? আল্‌হাম্‌ব্রার জ্যোৎস্নাও গের্ণিকার দহনে ভাস্বর,
ধ্বংসেই বাসর।
পিকাসো কি মহানদী প্রতিটি মুহূর্ত তাঁর বারবার সমুদ্রের নিত্য অভিযান

নৈর্ব্যক্তিক সত্তা অনির্বাণ ?

একই হাতে কি দুর্জয় ভাঙা ও ভাসিয়ে যাওয়া, তুলে তুলে পলির প্রান্তর
শ্মশানে কবরে এ কী গেঁথে যাওয়া মৃত্যুহীন সাতনরী প্রাণ
যুদ্ধে যুদ্ধে ঘর বাঁধা করুণায় মাধুর্যে নির্মাণ
বিপ্লবীর তীক্ষ্ণ রূপান্তর !

* * *

নদীতেই নিশ্চয় প্রতীক
দুইতট উন্মুখর এক স্রোতে
শাদা হিম দূরে রেখে লবণাক্ত নীলের সন্ধানে
বালিতে পলিতে বানে
ঘাটে ঘাটে ডেকে ডেকে চর রেখে রেখে
সঙ্গীত দ্বান্দ্বিক।

তবুও হঠাৎ জাগে আকাশে মাটিতে মরুভূমি
আশঙ্কার উল্কার আকাল
সন্দেহ বিদ্বেষ অপঘাত
প্রত্যহের স্রোতে আসে ভূতত্ত্বের বিলম্বিত কাল।
আমি চলি দুঃস্বপ্নের শুষ্কতায়, তুমি

তুমি আর নয় কি আমারও
এই অরণ্যতিমিরে অলকনন্দায়,
সিন্ধু বুঝি পলাতক, ভগ্নস্তূপ শ্বাপদসম্পদ
সমৃদ্ধ মহেন্‌জো-দারো?

নাকি এ হঠাৎ গ্রাষ্ম হিমানীর উৎস ধারাজলে
ক্ষণিক পল্বল? নিঃস্ব মানসের হ্রদে
নামাবে আবার বৃষ্টি গলবে তুষার
তুমি অপরূপ পাবে সেই তটরেখারূপ পাহাড়ে পাহাড়ে
টলোমলো তোমার স্বরূপ?

*   *   *

নিভে গেছে অনেক আলোই, এদিকে ওদিকে কয়েকটি লুকানো বাল্‌বে
উৎসব জীয়ানো শুধু। আমাদের মানুষের প্রাণের উৎসবে
তুমি রাখো চোখ দুটি একান্তিক, যুগান্তের কখন কি কল্পে
শুরু হবে আমাদের স্বাধীনতা, সাবালক, মানবিক, মানুষের
আপন স্বভাবে।
আমার হৃদয় পায় তোমার শরীর ঘিরে মনের কিনার ঘুরে

অহরহ আপন সত্তাই, ভেদের মিলনমৃত্যু, দ্বৈতের একতা, বীজকম্প্র,
আমার দুচোখে তুমি দুইচোখ দেয়ালের ছবিসারি তোমাকেই ঘিরে।
বধির বিপ্লবী সুরস্রষ্টা বুঝি বিরাটসঙ্গীত রচে তোমারই ও নম্র
সত্তার সংহতি খুঁজে সমর্থন পেয়ে পেয়ে তোমার উত্তাপস্পন্দে
আমাদের কাণে
পেশল আনন্দ-গাথা ঝন্‌ঝনিত অজেয় মধুর 'তেম রুসে' তোমার
একাত্মভাষে সহজিয়া গান তেম রুসে।
নিভে গেছে পর্সিলেন পরীজ্বালা আলো, কয়েকটি লুকানো আলো
একোণে ওকোণে
আর আলো তোমার দুচোখে স্মিত আমাদের বর্তমানে মাধুর্যে
পৌরুষে মানুষে মানুষে
এই গানে বেঠোফেন কোন্‌দিন পাহাড়ে তরলসঙ্গীত বোনে,
বুনে বুনে গোণে।

*   *   *

চাইনা তোমার কাব্যে দ্রুতলভ্য মিল।
এ অভাবে অনটনে নিষ্পেষিত দৈনন্দিনে
আমি খুঁজি মানসের সেই পরিক্রমা
যেখানে অচ্ছোদজলে সদ্যস্নাত তুমি
মেলে দাও চোখ, দুই পাখা
দুই মানসবলাকা
চলে যায় দিকচক্রবালে সবুজ শিখরে
যেখানে তমালতালীবনরাজিনীলে উন্মুখর সমুদ্রসলিল।

চাই না সংসারে বন্দী আপাতপয়ার
মলিন বাসরে বন্দী শুধু প্রিয়তমা।
মৈত্রী দাও সহচরী ছন্দে ছন্দে কর্মে প্রাণে
মোহানায় প্রেমের প্রয়াণে
মুক্তি দাও বৃত্তে বৃত্তে তোমার বাহুতে

মেরুতে মেরুতে দাও পাখার সঞ্চার
তরঙ্গে তরঙ্গ ভেঙে অন্ধকার ভেঙে স্থরঙ্গমা
অত্যাচারে অনটনে তোমার ঘরের দীপে অমাবস্যা
দীপাবলী হোক পরিগ্রাহী শ্রেণীবন্ধহীন দীর্ঘকণ্ঠস্বর নেরুদার
দীর্ঘমাত্র অমিত্রাক্ষরের।

* * *

আমার অতীত দীর্ঘ, পশ্চিমের দিনান্তছটায়
দীর্ঘছায়া শালবন।

তবু লাল কাঁকরে মাটিতে
আস্বাদ ফুরায় নাকো সম্ভোগের আমর্ত্য ঘটায়।
বার্ধক্য পেশীতে শুধু
রৌপ্যকেশ বৃথাই রটায়
মুখে মুখে পাতাঝরা মাঘের খবর,
স্নায়ুর ঘাঁটিতে
অম্লান পিপাসা আজো, হিরন্ময় সত্যের বাটীতে
উন্মুক্ত নির্ঝরে মুখ
অতন্দ্র জীবন ব্যেপে আনন্দিত সুধা
মানুষেরই ইতিহাসে মানসের বাস্তব বসুধা।

কালো ছায়া পায়ে পায়ে, তবু ঘুরি মাটিতে কাঁকরে
নীলে নীলে সোনালি জলের স্রোতে স্রোতে
নশ্বরের অমর প্রত্যাশা দুই চোখে।
—শিশুর মতন নয় ঘুড়ি নিয়ে কিম্বা ফানুষ—
বিস্তৃত অতীত নিয়ে।
অন্তিমের তৃষিত পাথরে
খোদাই আমারও সেই ভবিষ্যৎ, মৃত্যুকে যে হৃদয়ের মৃত্যুকে যে রোখে।
তোমাকে তাই তো চাই, খুঁজি চলো পাহাড়,
মানুষ।

১৪ই অগস্টে

সেই ঘুরে ফিরে তার কথা বলি বুঝি ?
তনু-প্রান্তরে থামে নাকো যাওয়া আসা ?
হৃদয়ের দীঘি অবিরাম যে গো ডাকে
দগ্ধ দিনের তৃষ্ণিকা টলোমলো
তাই তার কথা বলা ছাড়া কাজ কৈ !

তোমরা চেন না, তাই কি মিথ্যা খুঁজি ?
তোমরা কি জানো সূর্যের সোজা ভাষা ?
চাঁদের আলোয় তোমরা কি পাকে পাকে
স্বপ্ন খুলেছ জীবনের ছলোছলো
চোখের আলোয় ? তোমাদের চেনা বৈ

মিথ্যা কি এই দিন ও রাত্রি বলো ?
আকাশ কি শুধু ঘরের কোণায় পুঁজি
তেপান্তরের বটে শুধু ভয় থাকে
দীঘি বুঝি শুধু মাৎস্যন্যায়েই ঠাসা ?
তার কথা শুধু অসার কথার খৈ ?

তবে শোনো বলি জীবিকায় বলো রুজি
জীবনের পথে তবে কেন বেঁকে চলো
চক্রবৃদ্ধিহারে দাও ভালোবাসা
খাজাঞ্চিখাতা কেন সংসার ঢাকে
আর কতকাল চালাবে মিথ্যা ঐ ?

সেই ঘুরে ফিরে তার কথা বলি বুঝি !
হৃদয়ের মাঠে থামে নাকো যাওয়া-আসা,
তালদীঘি নদী, ঢেউ তুলে তুলে ডাকে
প্রাণের গভীরে, নীলজল টলোমলো—
চেনো না এখনও, তাকে আমি চেনাবই।

দেখেছি মেলায় এক

শ্রাবণ সন্ধ্যার সেই মাতিস্ আকাশ
ময়লা চাঁদোয়া যেন এলোমেলো গোলমাল ও ভিড়ে
—কালেক্টরী দরবার বুঝিবা।

মহকুমা সদরের শিবা সব দল করে ঘিরে
শখের কনসার্ট তোলে।
চলে বেচাকেনা লোকে ভোলে
মেলার মদিরা ঢালে দোকানীরা সাজায় পসরা
সস্তার বিলাতী মালে জর্মান জাপানী
বেলোয়ারী টুকিটাকি, পুতুল, খেলেনা
চুড়ি, ছিট মনোলোভা সাম্রাজ্যের বাণিজ্যের
হরেক বিস্ময় তোবা তোবা
দারোগা কুড়ায় মালা, জিলাবোর্ড কুড়ায় মুনাফা
—বাবুরা কি শুধুই বাহবা ?

এদিকে ম্যাজিকে মজে, রেকর্ডসঙ্গীতে
ছাগল গিলেছে অজগর
ওদিকে বাঘের বাজি ঢোলক সঙ্গতে যুবতীর নাটে,
এককোণে চলে সারে সার আব্‌গারী, ও কোণে চালার পাশে
পণ্যস্ত্রীর বেসাতে রোজগারী ঠিকাদার খাটে
সদরালা গাঁটকাটার পাশে আসে খেতের মজুর
চলে মারামারি
চলে সারে সারে ক্ষণিক সভ্যতা আশে দুস্থ দিলরুবা
গ্রামগ্রামান্তের খেতখামারের ভাটিয়ালী রাখালী বাঁশীর শত যুবা।

দেখেছি মেলায় এক
সরল গ্রামীণ
সুস্থ যুবা, তরুণ কিশোর, গম্ভীর বৃদ্ধেরা

কুমারী, এয়োতি, সতী, গ্রামবৃদ্ধ শতশত জীবনে চঞ্চল
শিশুরা চলেছে সারাদিন
এলোমেলো বিশৃঙ্খল দুস্থ রোগদুষ্ট সভ্যতার
মুনাফায় ঘেরা
দুর্গন্ধ মেলায় হাজারে হাজারে
দেশের লোকের ভিড়
ভুলে যায় মাটি কোথা, দেখে নাকো আকাশের চিড় কোথা
শ্রাবণ আকাশে
বাতাসে বাতাসে শোনে না ঝন্‌ঝনা কোথা বাজায় শৃঙ্খল !
দেখেছি মেলায় এক তারই মাঝে গুটিকয় শিশু
উদ্‌ভ্রান্ত ঘোরে যে তারা ফিরে কে তাকায়
কোন্ গ্রাম, কোথা ঘর, খুড়ারা দাদারা কে কোথায় উদ্‌ভ্রান্ত শিশুরা
এ ওকে শুধায়, ভাই একেই কি মেলা কয় ? বাবুদের মেলা ?

তাদের গ্রামের মাঠে তাদের যে খেলা
তাদের ধানের মাঠে তাদের নদীর ঘাটে শ্রাবণের ভরা হাটে
আশ্বিন আকাশে
তার পাশে এই কি সে মেলা ?
শিশু জানে গ্রামের মাঠের মুক্তি
শিশু জানে নদীর ঘাটের আর আকাশের
আমরা ছিলাম শিশু
আমনের আউশের
শ্রাবণের আশ্বিনের পৌষের
মানুষের মুক্তি জানি, মানুষের মুক্তি জানে
শর্তহীন চুক্তিহীন ঠিকাদার নেই
মুক্তির আকাশ
নন্দিতের বন্দীদের
বাংলার গাঁয়ে গাঁয়ে মুক্তি আনে মুক্তি আনি
সুজলা সুফলা সেই মলয়শীতলা সেই

নিষ্কলুষ পৌরুষের নবীন হৃদয়
মুক্তির মানুষ
মেয়েরা, বধূরা, মাতা, ঠাকুমা হাজার
আর হাজার হাজার আমাদের নবীন হৃদয়
আমাদের, আমাদেরও

আমরা ভেনেছি ধান, আমরা ভেঙেছি গম
জোয়ার বাজরা আর সর্ষে অড়হর
আমরা তুলেছি পাট আমরা বুনেছি শাড়ী গড়েছি পাথর
আমরাই ধরি হাল
আমরাই করি গান
আমরা দালাল নই মৃত্যুর চোলাই সোলা
স্নায়ুতে ঢালিনি আজও চোখে আজও জ্বালিনি ধুতুরা
তাই তো মড়কে তাই অপঘাতী মত্ততায় বন্যায় হৃদয়
আমাদের বিচলিত হয় আমাদেরই
আমাদের পৌরুষের গান
মানুষেরও, মানুষেরই
জীবনের আমাদের ব্যথার ব্যথী যে
আমরা সবাই নিজে সকল মানুষ সারা মানুষেরই বিরাট জগত
তারায় তারায় বাঁধা সূর্যে সূর্যে অণুতে অণুতে
চলিষ্ণু মুক্তিতে দীপ্র আমাদের জীবনের স্বাধীন আকাশ !

তবে তাই হোক্। হার মানিনি কখনো
খণ্ডিত অণুতে পাই সমগ্রের সচল মহিমা সমুদ্রের ঢেউ
সারা বিশ্ব ছেয়ে যাই কোথা যায় বিভেদের সীমা
ভেবেছে কি কোনো
আণবিক বোমার দানব ইয়াঙ্কি বা ইংরেজ কেউ
খণ্ডিত অণুতে এত প্রচণ্ড মহিমা ?
হার মানিনি কখনো
সেই রামের রাজত্ব থেকে রামরাজত্বের

স্বপ্ন আজও দেখি আজও শুনি সেই দীন এলাহির
প্রবল গম্ভীর স্বর।
প্রাণের স্বত্বের দাবি
কোটি কোটি চলিষ্ণু অণুতে কত রক্তস্রোতে কতনা অশ্রুতে
কত কাল নীলাকাশ সমুদ্রের নীল করেছে সুনীল!

কোথায় লুকাবে চাবি
কোন্ স্বর্ণসিন্দুকের নিচে? কোন্ চট্‌কলে বলো কয়লাখনিতে?
কিসের ধোঁয়ায়? কোন্ হুণ্ডি, কোন্ খতে? কিসের গদিতে?
কোনো কুচকাওয়াজেই রোখেনা এ প্রাণের আওয়াজ
মহারাজ! মহাজন! দেখ পিছে পিছে
আমাদের অনির্বাণ প্রাণের নদীতে ছুটে আসে কাল
ঐ মহাকাল মনপবনের নামে উদ্দাম উত্তাল
অমোঘ অব্যর্থ নিত্য একাগ্র করাল

ইন্দ্রপ্রস্থে
তুগ্‌লগাবাদের ধ্বংসে সাম্রাজ্যবাদের
নূতন দিল্লীর ছন্দহীন বিরাটবহরে
মৃত্যুহীন মহেঞ্জোদারোর বণিকস্বত্বের সেই মড়ক মৃত্যুতে
আমাদেরই বদ্ধমুষ্টি
কালের নয়নে
অগ্নি অণুকরকায় ঝরে গেল প্রয়াগের পাটলীপুত্রের অশোকের
অলৌকিক স্বপ্নের সে সিংহচক্র নিষ্প্রাণ পাথর।
আমরা মানুষ বাঁচি আমরা মাটির লোক মাটির লোকের
জীবনে মর্ত্যের
বংশে বংশে রক্তদানে আগুনে অশ্রুতে গানে গানে
আমরা রয়েছি নিত্য মানুষের প্রাণের মশাল
দেশকাল এনেছি মাটিতে বাহুতে মুঠিতে প্রত্যক্ষ ভাস্বর

আমরা বেঁধেছি ঐ নীলাকাশ বাহুর বন্ধনে
সমুদ্রে ধরেছি হাল পাহাড়ের ঘাড়
নামিয়েছি হলের মুঠিতে
সূর্যকে সন্ধ্যায় মধ্যাহ্নকে রাতে শত শত হাতে
বসিয়েছি কতো না শহর গ্রাম আবাদায় বাঘের জঙ্গলে
আমরাই দলে দলে

দেহমনে প্রেম ও প্রণয়ে মিতালিতে দ্বৈতের নন্দনে বেঁধে দিই ধুয়া
আমরাই কবি
আমরা খোদাই করি গান করি আমরা পটুয়া,
প্রেমিক, দোসর, মানুষের ছবি, মিল, হাজার বিন্যাস, তালে তাল
মুক্তির সম্বন্ধপাতে ঘনিষ্ঠ স্বাধীন
সৃষ্টিময়

তাই যদি হয় তাই হোক্ হার মানিনি কখনো
আমরা জনতা, জনসাধারণ, সাধারণ লোক
চাষী ও মজুর কবি শিল্পী স্রষ্টা
রাত্রি আজ করে দিই দিন তুড়ি দিয়ে শনিকে রাহুকে
হাতে হাতে মাটির সন্তান সব অমৃতসন্তান বুকে আশা
মুখে মুখে জীবনের ভাষা
শোনো বিশ্বে শোনো
কোটি কোটি মৃত্যুহীন তড়িৎ অণুর মতো বিরাট আকাশে
উদার আকাশে তাই আনন্দসঙ্গীতে গ্রহনক্ষত্রের ভিড়ে
আমরা স্বাধীন ॥

স্বপ্নে কাটে শ্রাবণঘন রাত,
প্রভাতে ফেরী, ক্লান্তি লেশ নেই,
স্বপ্ন বুঝি দিনকে করে মাৎ,
তোমার দেশ আমার দেশ এই !
জীবনই গান প্রাণের প্রণিপাত।

সোনার দেশ কোনও-ই ক্লেশ নেই
মরণপণ প্রেমের জয় জয়
রাতের বুকে ঊষার মালা বয়
সকাল-আলো, কোনও-ই নেই ভয়
আমাদের যে অবাক দেশ এই !

জানে না হার কাঁটায় ফুল তোলে
স্বপ্নে গাঁথে কর্মসূচী-মালা
প্রভাতফেরী চলে প্রাণের বোলে
মৈত্রী আর ঐক্যে রাত জ্বালা
রাত্রিশেষ নবজীবন রোলে

কী আনন্দ আনন্দ অসীম
রাহুর দল ভাবে মেরেছে শেষ
প্রথম ভোরে অবাক করে দেশ
মেতেছে মিলে হিন্দু-মুসলিম
জলে স্থলে অসীম তার রেশ ।

যুযুৎসুর খেদ

শরশয্যায় উত্তরায়ণ গোণো
নাক্ষত্রিক লোকসঙ্গীত শোনো
কুরুক্ষেত্রে প্রশান্ত শয্যায়
তুমি তো রাখো নি ভীষণের ভয় কোনও
দীর্ঘ জীবন লম্বিত লজ্জায়
ধনুতূণীরের গায়ে ।

বুঝি না তোমার পক্ষপাতের ন্যায়
ক্ষাত্রমহিমা যে কোন্ যুক্তি দেয় ।

বিদুরও তো, খুদকুঁড়া তোলো নাকো
সদসৎ ভেবে, তবু তুমি কেন থাকো
কুরুপ্রাঙ্গণে দুঃশাসনের ভিড়ে
শত শকুনির নীড়ে !

তোমার অমরপক্ষের কোথা মুক্ত আকাশে ভাসা
তোমার শুভ্র শিরের প্রসাদে ঢাকো
কেন এ সর্বনাশা
কাকতালীয়ের ভাষা !

বলো মহারথী ! সারথির ছেলে যাক্—
আদিম আধির কঠিন কুম্ভীপাক
হৃদয় যে তার কুঁকড়িয়ে করে খাক্ ।
তুমি নও দ্রোণ আশ্রিত সেনাপতি
তোমার প্রসাদ দাক্ষিণ্যেরই ক্ষতি
কেন এ সর্বনাশা !

তোমার আনন আরণ্যকের দেশে
তুষারতুঙ্গ গঙ্গোত্রীতে মেশে
তোমার আশিস্ সপ্তমাতার রূপে
প্রবাহিত ছিল কেন বা হারালে কুরুমণ্ডুক কূপে !

কোনও দিন তুমি বওনি রাজ্যভার
হৃদয় রেখেছ শুচি
কৌটিল্যের মদান্ধ সম্ভার
নিঃশেষ করে দেয় নি তোমার করুণা, স্বচ্ছরুচি
প্রজ্ঞা তোমার সিংহাসনের কুহকে অন্ধকার
হয় নি একটিবার ।

তবু পিতামহ তবু পিতামহ কেন
দশটি দিনের দশবছরের দুঃস্বপ্নের কারা

গড়ে দিলে তুমি সারা
ভারতের প্রাণে সে কোন গ্যায়ের বলে,
কোন আধিয়ার ছলে
মুদ্রিত বামপাণির আড়ালে পেয়ে গেল—ঐ তারা
পক্ষপাত এ হেন
দাক্ষিণ্যের সর্পিল কৌশলে ?

শরশয্যায় নক্ষত্রের গানে
বিভীষণ বুঝি দেয় আজ হাতছানি ?
কিম্বা হয়তো মরাগঙ্গার জলে মগুপ পল্বলে
বিষাক্ত মাটি ধুঁয়ে দেবে বানে চরম আত্মদানে !

এ কোন্ দ্বন্দ্বে স্বেচ্ছামৃত্যু জানি !

সনেট

ঘুরেছি অনেক ভিড়ে, অনেক নির্জনে ফিরেছি তো,
চেনা সেই অন্বিষ্টের তবু বুঝি আজও দেখা নেই ;
সিংহের নৈঃসঙ্গ্যে তথা শকুনের সংহতিতে ভীত
বারবার হয়েছে হৃদয়। জানি অন্বেষার খেই
নেই কোনও আকস্মিকে, দৈবে কিম্বা মুদ্রারাক্ষসের
হাতবদলের কোনও ক্ষেড়নাট্যে, রাজন্যবাহারে।
দেখেছি ক্ষমতা আর অক্ষমে ও যশ-কুযশের
নেই কোনও মূল্যভেদ। ভেদ শুধু দুর্ভিক্ষে আহারে
উলঙ্গে ও সুসজ্জিতে, ভেদ শুধু শক্তিমদে আর
জিজ্ঞাসার স্বচ্ছ স্রোতে, ভেদ শুধু গৃধ্নু ও মিতায়—
জলে জলে যেবা ভেদ পল্বল ও সচ্ছল তিস্তায়,
কিংবা যেন বেহুলার বাসরে ও সর্পিল চিতায়।
ঘুরেছি অনেক, জানি নিরুদ্দেশ অন্বেষাউৎসবে
সতীকে মেলে না, মেলে পার্বতীকে কুমারসম্ভবে ॥

সনেট

পাহাড়ের ঢল ভেঙে নামে স্বচ্ছ শতস্রোতস্বিনী।
মাটির অমোঘ বাঁকে জমে তারা ; বিপ্লবীর ভিড়
দুরন্ত ঘূর্ণীতে ক্ষিপ্র, বেগবদ্ধ, 'হানে শত চিড়
তরল প্রগতি তার ; ভাবে, আজ প্রাণ দিয়ে জিনি
স্রোতের পরম ক্রান্তি ; কোন দূর সমুদ্রের ডাক
মর্মে মর্মে তোলে সুর। খড়্গপুরে এই ভীমবাঁধে
হাভেলী প্রান্তরে মাতে লালজল স্বচ্ছন্দে অবাধে।
সূর্যাস্তের রক্তাকাশে ওড়ে টিয়া, ওড়ে ঝাঁকে ঝাঁক
হরিয়াল, এঁকে যায় হিরণ্ময় হৃদয়ের ঘটা,
শূন্যের প্রসাদ এক উষসীর মূহূর্তে প্রতীক।
ভাবি পাখী? নাকি জল? জলস্রোত, ঘূর্ণী, লালজল,
তরল গতির ছন্দ মাটির পয়ারে পায়দল,
ভেঙেছে জহ্নুর জানু, ছিঁড়েছে কালের ঘন জটা,
কর্দমাক্ত বর্তমান ভবিষ্যে বিহঙ্গ সামুদ্রিক।

এলোরা

আকাশে তোমার মুক্তি ; যে কৈলাস বেঁধেছে ভাস্কর
তোমার উর্মিল নৃত্যে, নীলিমা সে নৃত্যের সঙ্গিনী ;
সেখানে নেইকো সোনা কৌটিল্যের নেই বিকিকিনি,
সেখানে শূন্যের চোখে সম্পূর্ণতা স্বাধীন, ভাস্বর।

সে দক্ষযজ্ঞের নাটে স্থিতি কাঁপে সংহারে সংহারে,
রাজসূয় অসূয়ার যুগ গত কুমার-সম্ভবে ;
নটরাজ সর্বহারা নীলকণ্ঠ গালবাদ্যরবে,
পায়ে পায়ে পৃথ্বী জাগে সতী তোলে সর্বংসহারে।

সন্ন্যাসী, তোমার মুক্তি বাঁধা জড় পাথরে আকাশে
রৌদ্রেজলে ছায়াতপে বর্ষে বর্ষে উন্মুক্ত স্বাক্ষর
কঠিন কষ্টিতে লেখো নীলাকাশে, কালের ইশ্বর !

আমরা ভাস্কর, নই মূর্তি, মুক্তি আনি কর্মে চাষে,
যন্ত্রের ঘর্ঘরে নিত্য আন্দোলনে, মুষ্টিভিক্ষা আসে
নীলকণ্ঠ আমাদের মুক্তি নিত্য। আমরা নশ্বর।

রামধনু

অন্ধ নইকো আলো আজও উৎসুক
নতুন সকালে শিশির ছড়ায় মরানদী প্রান্তরে।
বধির নইকো, হৃদয়ের কানাকানি
থেকে থেকে ঢেকে দেয় ঝরাপাতা মরাপাতাদের মুখর দিনের গ্লানি।

আমের বউল কঙ্কালে ঝরে
জামরুলে মরে ফুল
তবু বৈশাখী কথা রাখে নাকো, তবু অভিসারে ভুল।
তমালের ডালে ঝুলাই হৃদয়, ঘাটে মড়কের বাসা।

তারা বলে ভালোবাসো,
কেউবা বণিক কেউবা গণক প্রাণের মানের চরে
সোনালি রুপালি চরে ঘড়া ঘড়া তুলে ভরে
কালো কবন্ধ দস্তুর ভালোবাসা
কেউবা শুধুই বুলি দিয়ে যায় খাসা,
ভালোমন্দের ডালে আবডালে সাত-রাণী খেলে পাশা।

তুমি কি তাদের ক্ষমা করিয়াছ, তুমি কি বেসেছ ভালো ?
ঘরে বসে কি যে লিখে যাস হিজিবিজি
ওরে নির্বোধ শুনিস্ না পথে গান্ধীজী গান্ধীজী ?
সেদিনও তাদের গবেষণা বৃথা, আজও বৃথা পথে খুঁজি।
বহুরূপী তারা, তারা জানে শুধু রংরেজিনীর খেলা।
তাই ঘৃণা, তাই যুগে যুগে দূত পাঠায়েছ বারে বারে।

ধৈর্যের টানে জ্যাবদ্ধ রাখো ধনু
হে বীর অতনু আসন পূর্ণ করো
নয়নাভিরাম ছদ্ম আর কি সাজে
আকাশ বাতাস উদ্যত থরোথরো
অনাহার আর অনাচার সহে না যে
হানা দিয়ে যায় বহুরূপী মহামারী
হানো বৈশাখী টঙ্কারো হরধনু
গুরুগুরু মেঘে দ্রিমিকি দ্রিমিকি বাজে
বিশ্বামিত্র সামগায়ত্রী ধরো।

দক্ষিণাপথে কল্কীর খুর গাজে,
তবু বামাচারে নেই সহজের আশা
গালভরা সুখে ম্যাজিকে মজে না মন।
বিন্ধ্য তোমার নোয়াই স্থাবর ঘাড়
ভূভারতে গড়ি পূর্বাপরের হিমে হিমে যে পাহাড়
পৃথিবীর মানদণ্ড সেই বিরাজে।

কোথায় পালাও ? কাতরে শুধায় নির্ভয় নির্বোধকে
নাটুকে ডাকের নামাবলী গায়ে বৃথাই বাঁচাও চামড়া
চাঁটি মেরে বলো চম্পট কোথা দেবে যত করো চোখ লাল,
কাকে শোধরাবে শাসিয়ে ? শুধায় মন মার্-মার্-কাট্-কে।

চুরি জুয়াচুরি জন্মে তার
খুলো বটে তবু রাজদুয়ার

সদা যায় আসে, উদোর পাপ
বুদো ভোগে—মজা এ দুনিয়ার।

কত না নহুষ দক্ষিণ হাওয়া কাঁপায় ফাঁসায় ফোলে
কত উভচর, মাটি পায় নাকো, ঝোলে
তবু আশঙ্কা তবু সিন্ধুকে মরা !
একঘরে, তবু স্বর্ণলঙ্কা ভরা !

ঐ বৈশাখী ! দক্ষিণে তার চৈতী ঘূর্ণী চুপ,
কালবৈশাখী ! দক্ষিণে তার উড়েছে সরীসৃপ
উত্তরে তার উমার আরাম কিম্বা আনত সীতা
জনকদুহিতা আকাশে মেলায় মাটির জম্বুদ্বীপ
জামদগ্ন্যের হরধনু বাজে পৃথিবী দীপান্বিতা।

হৃদয় আমার লাফ দিয়ে ওঠে খুশিতে
আমারও হৃদয়
শিশুর শুচি ও সুচির হৃদয়
আকাশে যখন রামধনু ওঠে রামধনু নীল আকাশে
ক্ষণিকপ্রাণের অক্ষয় বরাভয়
লাফ দিয়ে ওঠে খুশিতে
তোমার হাসিতে হে শিশু কুমার রাঙাসন্ধ্যায় আমারও হৃদয় ॥

দিনান্ত

দিন শেষ হয় রোজ
দীর্ঘসূত্র যুগান্তের ইন্দ্রপ্রস্থে মরণের ভোজ সেরে
সূর্য ফেরে প্রত্যহই সহিষ্ণু আস্থায় উদয়-শিখরে।

বর্ণাঢ্য বিদায়ে তার ক্লান্তির বারতা
আকাশে আকাশে মুক্ত নির্বাচনে দু'হাতে বিতরে।

তার পরে ঘরে যায় অন্ধকারে
যেখানে দয়িতা পতিব্রতা
কিম্বা কোন সেবাব্রতা হৃদয়সম্ভারে
হৃদয় বিলায়
যেখানে ঠিকরে বিচ্ছিন্নের পরম একতা
ইন্দ্রনীল নয়নের ক্রান্তির বারতা
সংসারের শান্তিতে মিলায় আসন্নের উদয়-শিখরে।

দিন শেষ হয় রোজ
তবু পলায়ন কোথায় সম্ভব বলো
গ্রীস চীন ইরাণ কাম্বোজ
সব ঠাঁই একই দিন আজ সারা ভূভারতে দেশে দেশে
সূর্য ফেরে দিন-শেষে মধ্যাহ্নের মল্লের আখড়ায়
রক্ত-বস্ত্র রুদ্ধশ্বাস তাপ ফেলে প্রত্যহই উদয়-শিখরে
ছায়াস্নিগ্ধ ঘরে যায় সে নিষাদ
কপোতকপোতী সম ক্রৌঞ্চমিথুনের মতো আপন কুলায়ে।

দিনান্তে বিষাদ আনি হে শাশ্বতী তোমার প্রসাদে
তোমার প্রবাহে
ধুয়ে দিই প্রতিবাদে
সহিষ্ণু তোমার প্রতিষ্ঠায় হে সরযু, প্রাণ-অবগাহে।

এক জল্‌সায়

বন্দেমাতরম ব'লে যায় যাবে জীবন চ'লে

এক ঝাঁক গতিশুভ্র বলাকা
এদিকে এ কোন পারিজাতভুক্‌ পাখী!

এ কে গান করে! আহা শোনো শোনো এ কী
অশরীরী প্রাণদান!
আকাশে এ কার পাখা ঝিকিমিকি
নীল নাস্তিক আখরে ভরাট তান
উপল স্রোতের এই আঁকাবাঁকা, এই বুঝি ঋজু
তুষারচূড়ার স্বচ্ছ হাওয়ায় কৈলাস নির্মাণ।

কখন-ও নিথর হাওয়ায় সমান নীল নির্ভরে ভাসা
কখন-ও বা পাখা ঝাপটে ঝাপটে
চমকায় হাওয়া গতির দাপটে
সোনালি ঈগল কী দ্বন্দ্বে দোলে প্রাণ!

হে চক্রবাক্! হে আমার যৌবন!

সন্ধ্যা সোনালি বয়ে আনে নদী
সাগরের স্রোতে দক্ষিণ হতে শাদা ঝাঁকে ঝাঁকে
ফিরোজা আকাশে কষায়িত মেঘে সুনীল আকাশে
চংক্রমণের তুরঙ্গ পাকে উত্তরঙ্গ পাতি—
এক ঝাঁক আলো, আলো করে গান—

দিনে রাতে করে কে মাল্যদান!
আরও এক ঝাঁক বকের বলাকা!
আহা একী গান মিলিয়েছে পাখা
হৃদয় আমার বিলিয়ে দিয়েছে আমারও হৃদয় তাই

এই আনন্দ এই ভৈরবী ঝরে
এ কোন দোয়েল ডাক দিয়ে যায় এই শহরের ঘরে
হাওয়ায় ওড়ায় কুরুবক মন্দার

তাকেই তো খুঁজি এই জনতার হাটে বাটে বন্দরে
সেই চেনা স্বর চিনি নাকো মুখ যার।

হে চক্রবাক্ হে আমার যৌবন!
জননী জন্মভূমিতে মানুষ মন।

অবিচ্ছিন্ন কাব্য

পল এলুয়ারের জন্য

শুনেছি সেকালে নিরাপদ কবিগানে
কোনও কোনও কবি নিরালা মনের ঘরে
বেঁধেছিল নাকি কমল বনের এঁকে
কিম্বা ওঁকেই—কোনও এক বীণাপাণি।
আজকাল আর ব্যক্তিগত সে স্বর্গের
স্বপ্নও মনে সহজে আসে না কবিদের।

আজকাল ঘরে পাঁচিল ভেঙেছে, যাতায়াত
বিশ্বের যত বাস্তুহারার কান্না
এবং হাসিতে নিভৃত আলাপও একতান;
দিন আজকাল অনেক রৌদ্রে দীপ্ত,
সন্ধ্যা একালে আরো ঘনঘটা অন্ধকার,
সুপ্তিও ছেঁড়া দুস্থ রাতের কবিদের।

মালবিকা সেই যক্ষকান্তা মেঘম্লান—
তারাও একালে ঝক্‌ঝকে দিনে তলোয়ার
কিম্বা সন্ধ্যা মেঘজর্জর যুগান্তে
তাদের বাহুতে কালবৈশাখী বিদ্যুৎ
তাদের নয়নে ফসলমাতানো বন্যা,
ক্ষুরধার স্রোতে গান ভেসে যায় কবিদের।

সুতরাং নাও একটি কবির স্বীকৃতি
ঘর ও বাহির এক, তুমি তাই ঘরণী,
বাসা বাঁধো প্রিয়া বিশ্বব্যাপ্ত ব্যারাকে,
তোমার বাহুর পটভূমি গ্রীক ফাঁসি কাঠ,
নয়নে ঘনায় ছায়া স্বদেশের জনগণ,
আমি একজন সেই আসন্ন কবিদের ॥

ঘুরে ফিরে সেই স্বপ্নেরা পথে ঘোরায়।
রাত্রি আজকে মধ্যদিনের আগুন।
স্বপ্নে কেবলই রাত্রির বিধিনিষেধ
ছেঁড়ে আর ঘোরে—নয় নয় কোনও ঘোমটায় ঢেকে নয়—
শীর্ণ নগ্ন পিষ্ট চূর্ণ পথ
শুধু রাজপথ

পথের মানুষ
পথের পুরুষ, মেয়েরা, শিশুরা।
পথে পথে চলে অসহায় চোখ
মরামুখে জ্বলে শাদা কালো চোখ
নিভন্ত চোখ, জীবন্ত মুখে জ্বালাভরা চোখ, মরিয়ার চোখ
স্বপ্নের চোখ স্রষ্টার চোখ

ভিখারীর চোখ, গ্রামছাড়া রাঙামাটির পথের বৃদ্ধের আর
বৌমানুষের বিধবার আর ত্রিকালদর্শী শিশুদের চোখ
ঘরহারাদের, কারখানাছাড়া ছেলেদের আর মেয়েদের
যেন লাখো লাখো চোখে অগ্নিবর্ষী জঙ্গম পর্বত।

আকালের ভিড়, দাঙ্গার ভিড়, বঙ্গভঙ্গ স্বাধীনভারত
ট্রেড্‌মার্ক ভিড়
আর প্রতিবাদী ছাত্রের ভিড়, ছাঁটাইয়ের ভিড়, ধর্মঘটের

ধর্মধ্বজের প্রতিবাদে ভিড়, দুস্থের ভিড়,
স্বপ্নের ভিড়ে শত রাজপথ শত শত ঢেউ চোখে চোখে নামে

আজ কেউ কাল কেউবা সেদিন
পাহাড়ের নীল নামায় নিবিড়
স্বপ্নের অতলান্তে
রক্তে এবং রক্তহীনের হাড়ে ঝলসায় রাজপথ
সমুদ্রে পর্বতে

দান্তে নরকে এ জীবন লেলিহান অনেক চোখের
স্বপ্ন আজকে মধ্যদিনের আগুন।

তুমি ভাবো ওরা করবে কণ্ঠরোধ ?
দ্বন্দ্বে তুলিবে মন্থিত হলাহল ?
কত না চাতুরী কতই না কোলাহল
জাগায়, কখনও কাকুতি কখনো ক্রোধ
শতেক খেউড়ে নরমে গরমে রূঢ়।

ওরা তো জানে না ওরা যে কার পুতুল
ত্রিভুবনে আজি ওদের রাজার বাজি
কত সাধুকথা বেভিনের কারসাজি,
ট্রুমানের যত সত্যাসত্যে তুল
বুঝি না আর যে তাও কি বোঝে না মূঢ় ?

এর কাণে দেয় ওর বিরুদ্ধে শলা,
ওকে গিয়ে বলে এরা কেটে দেবে গলা',
ওদের কুলে তো ওরা নয় প্রহ্লাদ
দেশ জুড়ে আজ খুঁজে ফেরে জল্লাদ
বৃথাই, বৃথাই এত মন্ত্রণা গূঢ়—

সমুদ্রে আর ওদের তো ঠাঁই নেই—
সে নীল এ দেশ এই নীলকণ্ঠেই।

হারিয়ে সে তো যায় না, সে তো
কোনও মতেই মানে না হার
দিগ্‌বিদিকে আঁধি ঘনায়—
কোথায় এখন গেল কুমার!

দৈত্যদানো দিচ্ছে হানা,
ডালিমডাল ছিঁড়ল বুঝি,
তারা কি শোনে মুখের মানা!
জীবন দিয়ে মরণ যুঝি।

কোথা কুমার? পক্ষীরাজের
হ্রেষায় কবে ঘুমের দেশে
জাগাবে প্রাণ, সেই আওয়াজের
আভাস আসে, হাওয়ায় ভেসে?

তাই কি কড়ির পাহাড় ভাঙে
হাড়ের ডাঙা ভিজে সবুজ,
হাজার মেঘে আকাশ রাঙে?
জানি কুমার নয় অবুঝ

হারিয়ে সে যে যায় না জানি,
কোনও দিনই সে মানে না হার।
ঘুমের দেশে দানোয় হানে,
ভাবছে তারা ঘুমিয়ে কুমার!

তুমি কি নামাও মুখ ? কেন ঢাকো মেঘময় চোখ ?
তোমার যন্ত্রণা সে যে ক্ষুরধার জীবন আমারও
দিনরাত্রি, অপমান ব্যর্থতার নিদ্রাহীন ক্রোধ
আমার কপালে জ্বলে, কেন ঢাকো বিদ্যুৎ আলোক !
বিস্তৃত বিশ্বের কাব্য মানুষের দীর্ঘ সভ্যতার
চেতনা বিনিদ্র জ্বলে দিনরাত্রি, তাই এই রোখ,
তাইতো আমার চোখে দৈনন্দিনে এই প্রতিরোধ
আমাদের হতমান ম্লানমুখ ভাঙাঘর নিষ্পিষ্ট প্রত্যহে ।

তাই তো অতীত জ্বলে, ভবিষ্যৎ তাই তো ন্যগ্রোধ
পল্লবিত । তুমি জানো এ তো নয় অভ্যাসে বা মোহে
মিনারের খেলা, এও ইতিহাস, প্রচণ্ড রচনা
জীবিকাবিজয়ী বাঁচা, প্রতিবাদ, বাঁচা, ভালোবাসা—
অভিমান কাকে বলো ? তুড়ি দিয়ে তাই কাঁদা হাসা,
প্রেমেই জীবন গড়া—জীবনই তো প্রেমের ফাল্গুন—
সমতলে ভিৎ গড়া, আজ তাই জ্বালাই প্রেরণা
তোমার দুচোখে চোখ, অন্য চোখে কৈলাসই আগুন ॥

চেতনে অবচেতনে খুঁজি মিল ।
মনে জীবনে শরীরে মনে দ্বন্দ্ব
ছেয়েছে আজ সমস্ত নিখিল
স্বপ্ন আর মানে না বাধাবন্ধ
পূর্বরাগে মেলাতে চায় ক্রান্তি ।

চেতনে অবচেতনে বাঁধি ।
মনে জীবনে একে অনেকে বিচ্ছেদ
তবু আহত সমস্ত নিখিল
প্রত্যক্ষে প্রতীকে তবু ভেদ
রক্তে কাঁদে সৃষ্টিময় শান্তিই ।

তাই তো ভাঙে আজকে বিধিনিষেধ
কুলত্যাগী তাই তো সাধে ক্রান্তি।

স্বপ্নে আজ চেতন অবচেতন
যুক্তপাণি, মনে জীবন দ্বন্দ্বে
রক্তে তবু নীল গোলাপ বন।
স্বপ্ন আর মানে না কারাবন্ধ
বাগানে আর বাদায় বোনে ক্রান্তি
ত্রিকালে নাচে মুহূর্তের ছন্দ
মুঠিতে বাঁধে ঝঞ্ঝাময় শান্তি।

শুশুনিয়া

বিরাট মৃত্যুর ডাঙা, এক ফোঁটা জল নেই প্রাণ এক ছিটে ;
না জানি কী অন্ধকারে কঙ্কালী কোটরে করে গৃধ্নুর মন্ত্রণা
স্বর্গহীন লুসিফর, বীল্‌জেবব, ম্যামনেরা ; মাটির যন্ত্রণা
থেকে থেকে ফেটে পড়ে বালিতে কাঁকরে অভ্রে লাইমে গ্রানিটে :
নিরন্ন নীরস নগ্ন, শুষে খায় তিলে তিলে নিসর্গ নিষাদ ;
একটু সবুজ নেই, শুধু সোনা, পোড়া, নেই কীটেরও আভাস,
শ্যাওড়াও মরে যায়, তারও কাঁটা মৃত্যুঞ্জয় প্রাণের আশ্বাস।

বন্দী তুমি তেপান্তরে, হে বন্দী পাহাড়। বুঝি তোমার বিষাদ।
রুক্ষ কালো পাথরের মিরিয়ম কি শবরী তোমার প্রতীক্ষা,
স্ববর্ণলঙ্কার দাহে পাবে তুমি প্রেম দেবে দূর্বাদলে হিয়া,
নবজলধররাম বনরাজিনীল তালীতমালের দীক্ষা
শালতোড়ায় পূর্ণ, খাদে শৈবালে ফাটলে বাঁধা সজল আকাশ
অক্ষয় মানবগর্বে। দুখজাগানিয়া ওগো ঘুমভাঙানিয়া!
মৃত্যু গুহাহিত স্বপ্ন শালবনে পাথরে সবুজ শুশুনিয়া!

শব্দের ছন্দের দ্বন্দ্ব

শিল্পী জানে, কবি জানে, যেহেতু প্রেমিক তারা, তাই জানে
দ্বন্দ্বের যন্ত্রণা ; জানে সমাধা দুরূহ, তবু আশাও দুর্মর,
বস্তু ব্যক্তি বিশ্ব ব্যক্তি বিষয় বিষয়ী রূপে রূপে
রূপেরই জীবন্ত দ্বন্দ্বে শত জিজ্ঞাসায় রূপান্তরে আশা,
তবু নির্বাহের শব্দের ছন্দের দ্বন্দ্ব উপমা পেয়েছে
হৃদয়ের অভিযানে কারখানার বসতিতে খামারে গদীতে
ব্যারাকে ব্যারাকে। কাব্যের যুদ্ধের মিল আজ মেলে
অশ্বমেধ তীর্থযাত্রায় না, বারিকেডে, কলমে না, মিছিলে মিছিলে,
সংগঠনের স্রোতে গঠিতের সংহত সংঘাতে।

কথাকে যে রূপ দেবে গণ্ডীতে অধরা
তীব্র অনির্বচনীয়ে বেঁধে দেবে নির্দিষ্ট নিশ্চিত
ঐতিহ্য যেখানে জীব্য সচল মুষ্টিতে,
বর্তমান ঐকতান ভবিষ্যৎ নির্মাণের সুরে—
গলির মোড়েই, তবু অফুরান কোথা সেই সাধনার সীমা
সেই গলির সীমানা ? শব্দে শব্দে প্রতিযোগ
সাযুজ্যের স্বাতন্ত্র্যেই যোগাযোগ, উভয়ত, সমতায়
বিলুপ্তি তো নয়, নেই গলির সীমানা, পায়ে চলার পথের
শেষ কোথা, ম্যাকাডাম রাজপথ নয়। শব্দে শব্দে প্রতিযোগ,
ঘাটে ঘাটে ভাবো নদী, বাংলার ঘাটে ঘাটে
একই শব্দে শত রূপ শত প্রতিবাদ জমে শত ব্যবহারে,
কিছু তার ভেসে যায়, কিছু ধুয়ে, কিছু রয়ে জীবনে জীবনে
ঘরে বাইরের স্রোতে মুখের আলাপে।
অক্ষরে অক্ষরে স্বত্বের সংগ্রাম, দায়ভাগের বিন্যাসে
যোগে ও বিয়োগে আর নব আগন্তুকে, অভিধা ও ব্যঞ্জনায়
দ্বৈতাদ্বৈত বিরোধের পালা, স্বরে সুরে সংঘর্ষ সংযোগ।
একটি বাচনে কাঁপে একটি ভঙ্গীতে সমস্ত ভাষার
বাংলার, ভারতের, মানুষেরও সমস্ত অতীত (অবশ্য একটি ঢেউ)

সম্মুখীন মোহানার ঘোরে ফল্গুস্রোতে ভবিষ্যতে—
কিম্বা বন্যার তোড়ে বাঁধের সংস্কার,—নাকি কেটে দেবে খাল ?

একটি কবিতা তাই উৎসারিত মর্মান্তিক আততিতে
মুখোমুখি বর্তমানে মুহূর্ত সঙ্গীন—
রাজশক্তি বজ্র সুকঠিন
সন্ধ্যারাগরক্তসম তন্দ্রাতলে হয়ে যায় লীন
কিন্তু যাবার আগে উঁচায় সঙ্গীন
সেইরকম মুহূর্ত,

অনার্য আর্যের, কৃষক ও শাসকের, বৌদ্ধ আর ব্রহ্মণ্যের
গৃহস্থ ও ধনিকের, স্মার্ত আর লৌকিকের, শ্রমিক ও ধনিকের
স্থানে কালে প্রায় অন্তহীন দ্বন্দ্বের বিন্যাসে
অনন্য ও অন্যোন্য সূচ্যগ্র মুহূর্ত এক,
তবু তার আততির ভাষা একাগ্র সন্ধানী চূড়া
বিস্তারিত পাহাড়ের, শেষ যার অগোচর,
তবু তার লক্ষ্যভেদ অভ্রান্ত অমোঘ
কৌরব রাজন্যে নয় অর্জুন বা একলব্যে জ্যামুক্ত সার্থক।
খুঁজি সেই একলব্য চোখ, মন, হাত! দেখা যায়
সেই মন সেই চোখ হৃদয় রাঙায়, সে আঙুল বেঁধেছি মুঠিতে।
সেই সাধ্যে গেঁথেছি সাধনা। কাব্য সে সন্ধান জীবনের।
একটি জীবন বটে, অনন্য, তবুও সমস্ত ভাষার, অন্যোন্যও।
তাই জাঠায়, মিছিলে, শোভার সন্ধানে যাত্রী মিটিঙের মুখে

কাব্যের যমক, অনুপ্রাস, উপমা বা উৎপ্রেক্ষাই
যে দাবি জানাতে হবে, যে জুলুম বন্ধ্ করনে হাঁক
সে দাবি কবিতা, সেই জুলুমের জ্বালানি আমরা
সবাই, মানুষ, শিল্পী, কবি। অস্তিত্বের মর্মে মর্মে
জীবনের রক্তে রক্তে, চৈতন্যের অস্থিতে অস্থিতে

জুলুম ও দাবি লড়ে অতলান্ত আততিতে,
তাই তো দ্বন্দ্বের স্রোত কোটালের বান আর
এদিকে স্বপ্নের কূপও, আর্তেসীয় কাব্যের নির্ঝরে
তাই তো হাজার শিলা, যন্ত্রণার অস্থির সংস্থান।

শব্দের অর্থের ছন্দের স্বরের দ্বন্দ্বে রূপান্তর চাই
শব্দে শব্দে আপতিক ভেদাভেদ অতিক্রমে
কবিতায় কবিতায় স্বাতন্ত্র্যের অনন্য ও অন্যোন্যের
যোগাযোগে অর্থের বিন্যাস। তাই অত্যাচার
ধ্বংস হোক গাই, অভিধার স্বত্ব-নিপাতনে
ধ্বনির মুক্তিতে গাই, ধ্বনি খুঁজি পথের ধ্বনিতে
জুলুমের প্রতিবাদে, দাবির সম্বাদে। জীবনের দাবি।

তাদের চোখের ব্যঞ্জনায় আমি যে দেখেছি
উত্তোলিত বাহুর মুষ্টিতে, প্রবল আওয়াজে
সম্মিলিত পদক্ষেপে সমাহিত অতীত জীবন
বর্তমান জীবনের বিন্যাসের যোগাযোগে উৎসারিত
ত্রিকালের মুহূর্ত-চূড়ায় চূড়ায়িত, লক্ষ্যভেদে তীর কিংবা বর্শার ফলক এক!
মৃত্যুঞ্জয় তাই তো জীবন, জীবনে মরণে একাকার।
কবিতার সমাধান জীবনে গোচর আজ, কবিতার
আত্মদানে, যেন মহাসমুদ্রের জলোচ্ছ্বাসে পর্বতশিখর।
হয়তো শিখরও ডোবে উর্মিল কল্লোলে, হয়তো বা
প্রাণ দেয় গুলির জুলুমে, হয়তো বা মাথা তোলে,
জেগে ওঠে উপলক্ষ্যে, ভাষণের দাবি কিম্বা প্রয়োজনে;
মুখ্য নয়, হাতিয়ার, একাগ্র সঙ্গীন।

শব্দ ভাষা ছন্দ ইত্যাদির মুষ্টিমেয় গঠনের
সংবেদনের দ্বন্দ্ব জীবনের ঢেউয়ে ঢেউয়ে মুষ্টিবদ্ধ,
গৌণ কিন্তু অকৃত্রিম, চালিত এবং আন্তরিকও,

একতার বহুধাসাধনে মুঠি মুঠি প্রতিবাদ
জুলুমের দাবির সম্বাদ। সর্ব কাম ত্যাগ ক'রে

এই তবে। বাকি সে তো একান্ত তোমার
অদ্বৈত-নিশ্চয় কিম্বা দ্বৈতাদ্বৈতে সম্ভোগ-দ্বন্দ্বের
বিলাস, সে তোমারই দায়, তোমার হৃদয় মনে কি মাত্রায়
মিলনের কিবা রূপ দেবে, সে জানো তুমিই
পায়ে চলা দীর্ঘ গলি নাকি দ্রুত প্রশস্ত এস্‌ফল্ট রাজপথে,
রূপ তোমার জীবনে কবিতার নব কলেবরে রূপ
বিশ্বরূপ জনগণে, প্রত্যক্ষে ও অগোচরে যেদিকে তাকাও।
ক্লৈব্যে নয়
রচনায় সংগঠনে শিল্পে কর্মে সচেষ্ট সংযোগে।

প্রতীক্ষা

তুমি করো গান,
তুমি আঁকো ছবি,
কর্মে রচনা করো তুমি নব প্রাণ,
তুমি তো আমার ভোরের স্বপ্নে আনন্দভৈরবী।

———

আভাস পেয়েছি। তবু নীলাকাশ আসে না নেমে,
নানান রঙের মেঘমালা আজও দু'চোখ ধাঁধে।
উষসী! সে কবে ধরবে হৃদয়ে এ উষা হৃদয়?
কবে স্বাধিকার-প্রমত্ত দাবি ছাড়বে বলো
কাকতালীয়ের অন্ধ-যযাতি কার্যকারণে রাজজীবিকা?

তবুও দেখেছি রুদ্ধ মেঘের অনেক ফাঁকে
সূর্যোদয়ের মিছিলে মিছিলে সূর্যাস্তের

ইন্দ্রধনুর রঙে রঙে গুরু আলোর ডাকে
নবজীবনের সন্ধ্যাভাষায় আকাশসভায়
রঙের সপ্তসমুদ্রপারে স্বচ্ছ আকাশ।

ঊষসী! সে কবে মেলাবে হৃদয়ে এ ঊষা হৃদয়?
কবে খুলে দেবে হেমন্তিকা ও ঘোমটাখানি?
তিন-পাহাড়ের চূড়া ঢেকে দেবে চোখের ছায়ায়
খর চন্দনা কবে ধেয়ে যাবে পায়ের মায়ায়
আশ্লেষে বাহু খুলবে বিরাট সুনীল আকাশ?
আভাস! পেয়েছি হে অনামিকা।

তারার দীপাবলী নীলে নীলে,
দেয়ালি গাঁয়ে গাঁয়ে দীপাবলী
পাহাড়ে আঁধারের কোলে কোলে!
তোমার ছায়াপথে আমি মেলি,
চাঁদিনী! আজ তুমি কি অমাবস্যা
তোমাতে এ-তমসা যাক্ মিলে

মশাল ঘোরে মাঠে হাট-পথে
ছেলের দল চলে মেয়ে কত
দেয়ালি দিলদার কার সাথে
কে মেলে হাতে হাত, আজ রাতও
ঝুলন, নাকি রাস! হে অমাবস্যা
তোমার নীলে নীল স্বপ্নাহত

আমার নীলাকাশ, তোমারই যে
প্রাণের দীপ জ্বালে শতশত।
হৃদয়-জল্‌জ্বলে, আশাহতও
ভাষায় জেগে ওঠে, ঢোল বাজে

নাচের ফুলঝুরি, এ-অমাবস্যা
তোমার দেয়ালিতে পায় নিজে।

জ্বালাও দীপাবলী, অমার রেশ
স্বচ্ছ উষা বটে মুছবে কাল—
আমার প্রেম জ্বালো, আঁধার দেশ
আঁধার পৃথিবীতে ক্ষেতে কলে
খামারে কারখানায় এ-অমাবস্যা
মিলাও দেয়ালিতে বিলাও শেষ॥

গান দিয়ে গেলে, মনপ্রাণ সুরে সুরে
ছড়াল হাজার ধারে,
সন্ধ্যা-আকাশ ছড়াল যেমন মেঘের চূড়ার পারে,
হাজার আলোর ঝর্ণার সুরে সুরে
মধুর তোমার দূরবিদেশের সুরে
দাক্ষিণ্যের ভারে।

শোনো ওগো শোনো সিন্ধুপারের পাখী
এ রাঙামাটিতে হৃদয় মেলাবে নাকি
এ নীল আকাশে দুবাহু কি বাঁধবে না
বালি-ঝিরিঝিরি সোনা-ঝলোমলো জলে
করবে না পারাপার
আঁচলে কি তুলবে না
চেনা চামেলি বা হেনা ?

তুমি কি কেবল স্বপ্নেই দেবে ডাক
বেহাগে বাজাবে বীণ ?
সূর্যোদয়ের রক্তে কিম্বা সূর্যাস্তের মেঘে
পূবপশ্চিম রাঙা

আকাশ শিকলভাঙা
ঘুমভাঙানিয়া
তোমার গানের সুরে সুরে ঘুরি ক্লান্তিবিহীন জেগে।
এ পূর্বরাগ পাবে না ক্রান্তি ?
দিন তো রাত্রি, রাত্রি করেছ দিন।

এখানে কঠিন মাটি, পাথর কাঁকর লালমাটি
উৎরাই খাড়াই, রুক্ষ মাঠে মাঠে তরঙ্গিত ঢেউ
জল নয় শুষ্কতার, তারই মাঝে এরা কেউ কেউ
আউষ কেটেছে, কেউ বুনেছে আমন, কয় আঁটি
পাটও দেখি এক ঘরে, সর্ষে কেউ কেউ অড়হরে
এনেছে ক্ষেতের রং প্রাণের রঙের সোনালিতে,
কঠিন মাটির তারে এরা সুর জীবনের গীতে,
এরা কেউ হার মানে নাকো আজও বাঁচে ঘরে ঘরে
জন্ম প্রেম দ্বন্দ্ব আর মরণের অমোঘ আকাশে,
এদের নক্ষত্র-গান ক্ষয়হীন আকালে অসুখে !

গাঁতায় করাও চাষ সম্মিলিত মরাই খামারে
মিলুক ধান ও বাহু, রাত্রি আনো চেরাগের পাশে
চোখে জ্ঞান বদ্ধ হাত সুরে সুরে এক সুখে-দুখে,
যেখানে ফলন্ত মাটি বর্ষফল ছড়াবে সবারে ॥

ত্রিকূটে যে সেই ভোরের আগুন লাগ্‌ল
সে আলো কি আজ দিঘারিয়া বেয়ে সন্ধ্যা ?
নীল পশ্চিমে ফেরার মেঘেরা জাগ্‌ল
জবা চাঁপা সোনা ফিরোজা হাজার ঝর্না।
দুচোখে ঝলসে ভাঙে বুঝি কারাবন্ধ।

জ্বলে দিগন্ত, রঙের মুক্তি, তুমি বিদ্যুৎপর্ণা,
তার মাঝে যেন প্রাণের প্রতীক ছন্দে
তোমার স্বচ্ছ যাওয়া-আসা, যেন প্রাণের হরিণ মাগ্‌ল
তোমার পায়ের কুরঙ্গ মিল কিম্বা বুঝি বা লাগ্‌ল
ঝিরিঝিরি স্রোতে হাতে-হাত বাঁধা দ্বন্দ্ব !

ত্রিকূটে যে সেই ভোরের স্বপ্ন লাগল
সে-আলো কি আজ তোমারও হৃদয়ে জাগ্‌ল ?
সে-আলো কি আজ জাগে পূর্ণিমা চন্দ্রে
হাজার তারায় ? ভোরাই স্বপ্নে সন্ধ্যা ?
আমারও স্বপ্ন ইন্দ্রধনুকে ভাঙল
ছড়াল আকাশে রঙের বন্যা ! তুমি সে মুক্ত ঝর্না ?
আমার চামেলি আকাশে আঁধারে গোলাপবন কে হানল ?
কার গানে জাগে ঘুম-ভাঙানিয়া বনশিউলির গন্ধ ?

গাঁয়ের ওপারে নদী বেগে প্রায় ঝর্না,
পাহাড় ডিঙায়, পাথরের ঘায়ে পাথর ভাঙে,
শত বাহু চলে শুভ্র, রুপালি, বালিতে ধোয়া
আলোকে স্বচ্ছ, ছড়ায় করকা, যেন অপর্ণা
হিমানীর ঘরে ডাক শুনে রাঙে
ছুটে চলে কোথা লেগেছে আগুন ধোঁয়া
কি দক্ষ-নাটে, ভস্মে সে কোন্ !

অবাক শালের পলাশের বন !
চলে নদী বেঁকে অমোঘ গতিতে গাঁয়ের পাশে
দুর্বার গতি বাঁধ ভেঙে ভেঙে বেঁকেছে গাঁয়ে।
তবু কে বিলাসী নহুষ লোভে

টানবে নদীকে বাগানে বানাবে সখের সেতু
জাপানী বাগানে নকল কাশে
বিলেতী কাঁকরে কারারা-য় গড়া মেয়ের গায়ে
ফোটাবে ফোয়ারা, চায় সেহেতু
মরে যাক্ নদী খাক্ হোক্ গ্রাম তবুও বাঁয়ে
জলে টানো রাশ, মরিয়া রাগে
পাথর চাপায় মূঢ় শাস্তিতে চাঙড় চাঙড়
যেন পেয়াদার অন্ধ চাপড়।
তবু নদী চলে সফেন মুখর
তবু জলে জলে ঘূর্ণী জাগে
ট্রামের তড়িতে ট্রেণের আগে।
আরো আনো আরো পাহাড় পাহাড়
কড়ির পাহাড়ে আছে যত হাড়
সিপাই শাস্ত্রী যত অনুচর
দাগাও দালাল লাগাও কামান কোটালের বান নদীর বাঁকে।

নিস্রোত নদী, চলে না ধারা।

তবুও নিথর পাখীর ঝাঁকে জলের বাঁকে
চলুক চাবুক, তবুও সারা
ফল্গু অচল, দিক্‌বিদিকে
একদিক তার যাবেই গাঁয়ে
যাবেই বাঁয়ে সে, নিয়েছে শিখে
ধর্মঘট কি? নদীর ধারা
ইতিহাস যেন, ব্যর্থ করেছে সব পাহারা
চঞ্চল প্রাণ পাহাড়ে ঝর্না
তাই হিমহ্রদে গোপন কি আজ পূর্বরাগে
স্তব্ধ তাপসী তাই অপর্ণা?

পঞ্চবটী

তুমিই মালিনী, তুমিই তো ফুল জানি।
ফুল দিয়ে যাও হৃদয়ের দ্বারে, মালিনী,
বাতাসে গন্ধ, উৎস কি ফুলদানি,
নাকি সে তোমার হৃদয়সুরভি হাওয়া ?

দেহের অতীতে স্মৃতির ধূপ তো জ্বালিনি !
কালের বাগানে থামে নিকো আসাযাওয়া,
ত্রিকাল বেঁধেছ গুচ্ছে তোমার চুলে,
একটি প্রহর ফুলহার দাও খুলে,

কালের মালিনী। তোমাকেই ফুল জানি,
তোমারই শরীরে কালোত্তীর্ণ বাণী,
তোমাকেই রাখী বেঁধে দিই করমূলে,
অতীত থাকুক্ আগামীর সন্ধানী—

তাই দেখে ঐ কাল হাসে দুলে দুলে।

এখানে ঢেকো না সূর্য, এখানে যে একটি হৃদয়
দুহাতে শীতের রৌদ্রে ছড়িয়েছে অনেক—আমারও
জীবনের মাঠে-বাটে নদীপথে পাথরে বাগানে
প্রাণের আরাম আলো ছড়িয়েছে, সে প্রসাদ কারো
আকাশে আনেনি ছায়া, নির্বিশেষ সে হৃদয়দানে
তুলাদণ্ডে রাখেনি সে দাবিদাওয়া ভীরু বিনিময়—

যদিও বা রেখে থাকে, তবু তার হৃদয়ের আলো
ফুলে ফুলে প্রজাপতি, কিম্বা বুঝি ফুলেরই প্রতিমা,
সূর্যঘট ছেয়ে তার বর্ণচ্ছটা যেন ইন্দ্রধনু,
হরধনুর্ভঙ্গে নয়, বরদা সে, ঐশ্বর্য বিলাল

হাসিতে ভঙ্গীতে মিত্রাক্ষরে তার, তার স্বচ্ছ তনু
বিরহে যা রৌদ্র নয়, মানি, কিন্তু ঝুলনপূর্ণিমা।

কি জানি তোমাকে হয়তো বা ভুল জানি,
তবু প্রকৃতিতে রূপায়িত মনপ্রাণ।
সে ছবিতে এক হয়ে গেলে তুমি রূপকে,
হৃদয়সংবেদনে ভরে দিলে গান।

হয়তো বা ভুল, বৃদ্ধে কিম্বা যুবকে
তোমার কোমল হাতের সঠিক বাণী
বুঝবে, আমি কি শুনেছি নিজেরই ভাষা ?
আকাশে মাটিতে জীবনে যে কানাকানি
মনে মনে শুনি সে কি শুধু অনুমান ?

জানি না, তোমাকে হয়তো বা ভুল জানি।
তোমার জীবনে দিগন্ত পটভূমি
শুক্লপক্ষ কতদিন দেবে তুমি
সে জানো তুমিই, আমার রাতের আয়ু
নাক্ষত্রিক, নিত্য সেখানে বায়ু
আলো উত্তাপ—আর অতন্দ্র প্রাণ।

এখানে নতুন পাতা, সাইরেনে সাইরেনে
আরেক বছর এল রাত্রি ভেঙে বারোটায়!
কে জানে স্থবির সময়ের দুরন্ত ছোটায়
পরাগ ওড়ায় কে ও! কিবা হবে তাই জেনে ?
উদ্বৃত্ত কুড়াই, কালের ফুলের বাগানের

মালিক বা মালীর দাক্ষিণ্যে, মালিনী খেয়ালে
যা দেয় দুহাতে নিই, বাঁধি গতির দেয়ালে।
দান যদি ঝরে, থাকে রেশ কালের গানের,
ছবি থাকে। হে কাল হে মহাকাল। তাই চাই
আনন্দমর্মরে সাধারণ্যে দুঃখী সুখী দিনে
দৈনন্দিন তোমাকেই। ভবিষ্যের উৎস স্থির,
অতীত তো বনভূমি, পূর্বাপরে জীবনের তৃণে
চাই না খোদাই ঝর্না সুরসুন্দরীর নৃত্যে।
কিম্বা চাই, মূর্ত ইতিহাসে ত্রিকালেশ্বরীর
গতির ত্রিভঙ্গ তীব্র পঞ্চবটী এই চিত্তে।

———

পঞ্চবটী ডাকে আজ পান্থজনে, উদ্দাম উধাও
কালের যাত্রার ধ্বনি শোনা যায়, হাওয়ার মর্মরে
শৈশবের হাসি ছোটাছুটি কলরব আজ পাও
শুনতে কি পাও কিছু কালের পাথরে

নতুন ব্যঞ্জনা? আজ প্রতীক কি প্রত্যক্ষ নির্ঝরে?
হেমন্তের দোলা পেল নিদাঘের স্তম্ভিত সন্তাপ?
দম্পতি—চাল্‌শে আর বাইশেও, প্রেমের প্রতাপ
মেনে আসে পদচারে অসঙ্কোচ ইতস্তত সবুজবাসরে,

সাইরেনের পরে স্নাত শ্রমিকেরা শুভ্র অবসরে,
নানারঙা ভিড়ে আসে সুরসুন্দরীর পাশে নানান বিন্যাসে।
গুণ্ঠিত বৃদ্ধের মতো, যারা আসে রৌদ্রের প্রত্যাশে
মাথায় জড়ানো গল্প, সেকালের দূর অভিশাপ!

দিনে দিনে সন্ধ্যায় সকালে বৎসরে বৎসরে
কালের প্রাচীন মূর্তি হাসে তার অম্লান অভ্যাসে?

মালিনী ! দেখেছ ঐ খেলায় মেলায় কাল সম্পূর্ণ সন্ন্যাসে
আকণ্ঠ তৃপ্তিতে হাসে, খেলেনা ও সাপ !

তোমার মালাটি আজ নিয়ে যাব আমাদের ঘরে ।

এল্‌সিনোরে

এ কী বৈশাখী সারাদিন আজ ধারা
এখানে, এখানে শীতল বন্যা বজ্রে ও বিদ্যুতে
আজ এই, আর কাল হয়তো বা শ্মশানকালীর জ্বালা,
একফোঁটা জলকণা নেই, চোখ
এমন কি চোখ অশ্রুবাষ্পহারা !

তোমার হৃদয়ে ঘরভাঙা পাক ঠাঁই
তোমাকে আজকে হাওয়ায় হাওয়ায় চাই
বটের ছায়ায় চৈতালী নিশ্বাস ।

ওদিকে আকাশ মুক্ত অথচ এল্‌সিনোর তো কারা
দানেমার্কের রাজাসনে লাগে ঘুণ
হাওয়ায় কলুষ লুব্ধপাপের খুন ।
তুমি আনো আজ জীবনের বিশ্বাস !

দুইতটে এসো বাঁধি বৈশাখী বন্যা
পাগলা হাওয়াকে গড়ে তুলি এসো দৈনন্দিন দ্বৈতে
আমার মরুভূ আমার অকালবৃষ্টি
বাঁধব দুজনে পাহাড়ভাঙানো তটে তটে গড়া ঝর্না
পরস্পরের সাধারণ্যেই তোমাকে চাই অনন্যা ।

চিন্তা আমার গুহাহিত, উদ্দেশ
রাজায় পায় না, হন্তারকের হাতে
অধরা চিন্তা, এদিকে হৃদয় হৃদয় আমার মাতে
পাহাড়ে সাগরে রাজপথে পথে দুর্গের দৃঢ় ছাতে।
হোরেশিও শুধু চেনে সে ছদ্মবেশ।

শোনো ওফেলিয়া দোঁহার আত্মদানে
তোমার শরীরে সারেঙীর গানে গানে
জীবনের মহামৃদঙ্গে নাচে অর্ধনারীশ্বর।
মন দাও প্রাণ দাও সারা দেশে অনাচারে জর্জর।

তোমার মুখের আশ্বাসে পাই আশা
কূটচক্রের অন্ধ আঁধারে ভাষা
তোমার উৎসে যদি পাই উচ্ছ্বাস।

ওরা কি সবাই দেখেনি বিরাট ছায়া
বধির কালের অতন্দ্র অধিপতিকে ?
এ প্রেতলোকের দুর্গন্ধে কি আমি শুধু দিশাহারা
এল্‌সিনোরের অলিতে গলিতে শিউরে ওঠে নি সাড়া ?
শপথ জানাই আমি তো জানাই শপথ।

পিতৃপুরুষ আমিই বইব জীবনের দায়ভাগে
বন্ধু আমার মানবতা তার স্মরণে দীর্ঘকাল মানবসভ্যতার।
আর আছ তুমি হে তন্বী সংহতি
মেলাও অতনু-রতিকে।

বন্ধু আমার বিশ্ব মিলায় হাতে।
তোমার প্রভাত বিলাও আমার রাতে
আশা হতাশার অগম প্রত্যাশায়।

তুমি যৌবন জীবন মূর্তিমতী
ভাস্বর তনু তুমি আগামীর সতী
তুমি নির্মাণ দুতারার গান
আমার ঘৃণাতে প্রেমে দাও দিক
তুমি সখী বধূ-মাতা হে প্রেয়সী তুমিই প্রাকৃত গতি।

তোমার সত্তা প্রগতি মেলাও আমার আকস্মিকে
হঠাৎ মেঘের অকাল ধারায় মেটে না আমার তৃষা
দিশাহীন ঘোরে আমার শপথ এলোমেলো চৌদিকে।

নবীন তোমার দুবাহু আমারই পিয়ালগাছের শাখা
বৃদ্ধ পিতার বৃথাই অন্ধ দাবি
(মাটির কি দাবি কুরুবক মন্দারে ?)
কে বাপ কে ভাই জীবনের দাবি ধুয়ে দেয় যারা পদলেহী চাটুকারে।

তুমি জয়গান আষাঢ়ের গান মেঘে মেঘে একাকার
এসো দুইজনে মৃত্যুর পূতি দূর করি খরস্রোতে
জুঁই-চামেলিতে সুবাস ছড়াই স্বচ্ছ হাওয়ায় হাওয়ায়
জীবনের তটে তটে বিস্তারি নবজীবনের পলি।
এল্‌সিনোরের নরকে দিয়ো না বলি
তোমার এ দিনেমারে।

হাওয়ায় হাওয়ায় হাতে হাতে নীড় দাও
দ্বন্দ্বমুখর অবসাদ ছিঁড়ে নাও
মুখে এনে দাও প্রস্তুতিঘন ভাষা।

কালের বাগানে মিনতি আমার শোনো
ওফেলিয়া তুমি মিথ্যা হিশাব গোনো
এনো না কো চোরাগলি
বাঁচবে না তবে গ্রামের মরাই মরবে শহরতলী।

পিশাচেরা আর পিশাচসিদ্ধদলে উদ্বায়ু সন্ত্রাসে
ছেয়ে গেল দেশ
এবারে তো হবে ভাঙতে এ বিকিকিনি দীর্ঘ আশার বলে
এই প্রেতলোক জীয়াতে তো হবে স্বপ্নের হলাহলে।

সে সূর্যোদয়ে তুমিই তো ফুল
কিম্বা কালের বাগানে আমার ঘুমভাঙানিয়া মালিনী।
ঘোচাও আমার অধীর ছদ্মবেশ॥

জল দাও

ফাল্গুন আরম্ভে তার—
এক হিশাবে অবশ্য মাঘেই,
কিম্বা তারও আগে,
ও বছরে—বা আর বছরে
বছরে বছরে দীর্ঘ প্রকৃতির কর্মসূত্রে অথবা নিয়মে
ছোটো ঘেরা মাটির সংযমে
হাওয়ার মুক্তিতে গাঁথা সরস সজল সংকল্পে গম্ভীর
গন্ধের আলাপ তার বাজে
পাপড়িতে পাপড়িতে তার পরাগের পাখোয়াজে
ও বছরে বর্ষার সজল মিছিলে
কিম্বা তারো আগে বুঝি পাঁচ বছরের দীর্ঘ দূর অভিযানে
প্রাণের প্রয়াসে আজ প্রচুরতা তার
তাই আজ
যখন আকাশে নামে নির্জন বিষাদ
অন্ধকার পরোয়ানা শিমূলের লালে
গোল্‌মোরের সোনাও পাণ্ডুর
শালিকের ঐক্যতান থেমে যায় জামরুল বাগানে
কলকাতার কাক আর সমুদ্রের বকের বলাকা বহুদূর

তখনই কুঁড়িতে লাগে অধরা আবেগ কোন্
বসন্তবাহারে লাগে সহিষ্ণু হৃদয়ে থরোথরো
প্রচণ্ড যন্ত্রণাস্পন্দে একাগ্র নির্দেশে
আনন্দে নিমেষহীন রূপান্তরে সৃষ্টিতে আকুল

তারপরে আলো জ্বালি
বন্ধু কিম্বা বইয়ের আশ্রয়ে
কিম্বা খবর শুনি দাঙ্গার কোথাও ক্লান্ত
সন্ধ্যার প্রান্তরে এসে নিঃস্বার্থ আকাশে দেখি
ফুটে আছে শান্ত শুচি
সময়ের জড়ো করা ভুল একটি মুহূর্তে ধুয়ে
বিনীত পদ্মের মতো নিশ্চিন্ত অথচ দান্ত
কর্মের সংবিতে স্তব্ধ
অভ্রান্ত সম্পূর্ণ সত্তা
রাত্রির নক্ষত্রে যেন প্রকৃতিস্থ অস্তিত্বের আকাশে স্বাধীন
একরাশ শাদা বেল ফুল।

গরমে বিবর্ণ হ'ল গোল্‌মোরের সাবেক জৌলুষ—
কৃষ্ণচূড়া চোখে আনে জ্বালা
রৌদ্রের কুয়াশা জ্বলে ঝরা মরা পোড়া লেবার্ণমে
এখানে ওখানে দেখ দেশছাড়া লোক ছায়ায় হাঁপায়
পার্কের ধারে শানে পথে পথে গাড়িবারান্দায়
ভাবে ওরা কি যে ভাবে! ছেড়ে খোঁজে দেশ
এইখানে কেউ বরিশালে কেউ কেউ বা ঢাকায়

গরম হাওয়ায় ঝরে নীল আর বেগ্‌নি ফুরুষ
কৃষ্ণচূড়া নির্নিমেষ টেনে চলে টেনে মালাবদলের পালা
খুঁজে খুঁজে যমুনার স্নিগ্ধ ছায়া হিংস্র গরমে
এখানে ওখানে দেখ কত ঘরছাড়া লোক ছায়ায় হাঁপায়

পার্কে ছাউনিতে পথে ম্যানসনের বারান্দায় শানের শয্যায়
কি যে ভাবে ঘর ছেড়ে খোঁজে বুঝি দেশ
কোথায় যে যাবে ভাবে হাওড়ায় নাকি সে ঢাকায়

আমাদের ঘরে ঘরে আমরাও নানান মানুষ
গেয়ে চলি চুপি চুপি আমাদের পালা
কিম্বা গাই না আর মাথা নাড়ি পোড়া মাথা গরমে নরমে
থেকে থেকে হয়তো বা আমাদের কেউ কেউ চরম হাঁপায়
জীবনে মৃত্যুতে কিম্বা মৃত্যুতে জীবনে ভগ্ন ব্যর্থ অসহায়
কি যে ভাবে কর্মহীন অর্থহীন অচেনা স্বদেশ
কোথায় যে যাবে ভাবে কোন্ দেশ শীতল বর্ষায়

কারণ দেখেছে সব গোবি মরুভূতে এক যাত্রা কত সহাস পুরুষ
যাত্রী অভিযাত্রী চলে দেখেছে তো তুষারের দেশে জয়মালা
গলায় ঝুলিয়ে চলে বিজ্ঞানের মৈত্রীর মরমে
মানুষের প্রেমে বীর দগ্ধমেরু কিম্বা দীর্ণ মধ্য এশিয়ায়
গমের ধানের ক্ষেতে প্রাণের আশ্বিন আনে স্টেপে ও তুন্দ্রায়
বিজয়ী বসতি আনে সচ্ছল বসতি আনে উন্মুখর দেশ
কত চেলিউস্‌কিন! হাওড়ায় চাটগাঁয় বাঁকুড়ায় চলেছে ঢাকায়।

হয়তো বা নিরুপায়
হয়তো বা বিচ্ছিন্নের যন্ত্রণাই বর্তমানে ইতিহাস
বালিচড়া মরা নদী জলহীন পায়ে পারাপার
অথচ বৈশাখী হাওয়া বাংলার সমুদ্রের
আমের মুকুলে ফল
রাশি রাশি বেলমল্লিকায়
বাগান বিহ্বল আজ কালেরই বাগান
তবু লুব্ধ রুদ্রের মাঘের
পাতাঝরা পাতাঝরানোর ক্ষোভের রাগের

তবু সেই বাঁচার-মরার চরম যন্ত্রণা চলে
আমাদের দিনের শিকড়ে রাত্রির পল্লবে

যদি বা হতুম ফুল, বইতুম দক্ষিণের হাওয়া
রইতুম নিষ্পলক রূপান্তরে দ্রুত নিত্য চাঁদ
কিন্তু আমরা যে পৃথিবীর আমরা মানুষ
আমাদেরই অতীতের স্রোতে গড়ি ভবিষ্যৎ
একূলে ওকূলে আমাদেরই বর্তমানে
কিছুটা উদ্বৃত্ত সত্ত্বেও—বৃষ্টি কিম্বা আর্তেসীয় জলে।

কর্মিষ্ঠ যন্ত্রণা—না হ'লে বলব তীক্ষ্ণ প্রতীক্ষায়
আততির আবর্তসেতুতে ঘেঁষাঘেঁষি
আমাদের উত্তরাধিকার আমাদেরই ক্রতুকৃতমের
প্রাত্যহিক পদক্ষেপে
আমরা কোপাই গাঁথি বুনি আর আমরাই ভানি
নিজে নিজে এবং সবাই যদি ধানে মই
দিই নিজে নিজে কিম্বা সবাই বেশি বা কেউ কম
সদসৎ তার নিজের সবার কম করো বেশি

আমাদের ইতিহাস মুহূর্তে মুহূর্তে গোণে
তরঙ্গিত আয়ু তার জীবনে মৃত্যুতে
আমাদের জীবিকায় জীবনযাত্রায় দেহমনের বিন্যাসে
কর্মে অপকর্মে কর্মহীনতায়—কিছুটা উদ্বৃত্ত সত্ত্বেও
এক পাত্র জল জ'মে যেমন বরফ পাত্রটি ফাটায়।

এবারে উঠেছে হাওয়া ধোঁয়া নেই দোলা দেবে চাঁদ
চৈত্রের সন্ধ্যায় হাওয়ায় হাওয়ায়
নাকি কোনো দোলাই দেয় না সে ?
পূর্ণিমার চাঁদ বটে বাঁধ ভেঙে তবু কি সে হাসে

প্রকৃতি কি অপ্রাকৃত মূঢ়তায় ?
হাসবে কি একাই নিষাদ ?

নির্বাক নিমেষহীন সন্ধ্যা পূর্ণচাঁদের মায়ায়
হেমন্ত বিষাদ এ কি বসন্তে এনেছে ?
তবু সন্ধ্যা চৈত্রসন্ধ্যা সমুদ্রের বার্তাবহ
দগ্ধ দিনে মৃত্যুর শহরে
তবুও পূর্ণিমা আসে পথে ছাতে প্রত্যক্ষ কায়ায়
ডুবিয়ে দিনের ছায়া কূট দুর্বিষহ
ভেঙে দিয়ে অন্ধ বিসম্বাদ
উন্মাদের ব্যবসাও
চূর্ণ করে গৃধ্নু দানবিক হিংস্র কণ্ঠ

হয়তো বা শুনিনিকো হাসি
তোমার পূর্ণিমা ! তবু আমি শুধু খুঁজিনি বিষাদ
সোনালি চাঁদের এই নীল নির্বিকার আলোর বন্যায়
বরঞ্চ গুণেছি দেশে দেশে লক্ষ্মীমন্ত সচ্ছল সুঠাম
গ্রামে গ্রামে শহরে শহরে, বিস্তৃত শান্তির বর্ষা
দেখেছি সবাই যেন ভাসি
দুলি যেন জ্যোৎস্নার সমুদ্রের ঢেউয়ে ঢেউয়ে, নদী কিম্বা
আলোর ঝর্নায়
আকাশের সমতলে মৃত্যুও যেখানে পুত্র ও কন্যায়
সম্পূর্ণ বার্ধক্যে স্থির মানবিক যেখানে বাঁচাই আর
বাঁচানোই স্বাভাবিক ।

হয়তো বা যন্ত্রণাই সার
দেখে যেতে হবে আজ ঠেকে শিখে
সত্তার অক্ষরে লিখে লিখে

অত্যাচারে অনাচারে উদ্‌ভ্রান্ত উন্মাদ এই বর্তমান
নিজে নিজে এবং সবার কৃতকর্মে শুনে যেতে হবে
কুরুক্ষেত্রে ভীষ্ম যেন কিম্বা সেই বিরাট প্রাসাদে
অজ্ঞাতবাসের বীর বৃহন্নলা অর্জুনের গান
কিম্বা যেন ফাল্গুন চৈত্রের প্রস্তুতির
পাতাঝরা নতুন পাতার আঁকশিতে অঙ্কুরে
শিরায় শিরায় শিকড়ের প্রচ্ছন্ন উৎসবে
অধরা অথচ তীব্র প্রাণের স্তুতির
অনিবার্য যতির স্তব্ধতা
শ্রুতির আক্ষেপস্পন্দে
কবিতার ছন্দের মতন
কিম্বা যেন উত্তোলিত পদক্ষেপে
যখন সামনে দেখি সেতুর ফাটলে
অতলের প্রত্যাখ্যান এবং আহ্বান

কিম্বা বুঝি মোহানার গান
হুগলীর নিস্তরঙ্গ সঞ্চয়ী মধ্যাহ্নে
পিছনে অনেক স্মৃতি বহুস্রোত
রূপনারাণের
দামোদর কাঁসাই হলদি রসুলপুরের
দূরের মাৎলা মাথাভাঙা আরো দূরে পদ্মার বানের

অথচ নিস্রোত মনে হয় একা কর্মহীন
প্রতিবেশী নেই
থাকলেও নিঃসঙ্গ সে কারণ সর্বদা
পরধর্ম ভয়াবহ ভাঁটায় জোয়ার
সমুদ্রের আন্দোলন বানডাকা সন্ত্রাসে নিঃশেষ
তাই প্রতীক্ষায় স্তব্ধ কিন্তু সমুদ্যত
অন্ধকার প্রেক্ষাগৃহে খরদীপ্ত নৃত্যমঞ্চে বোল্ ছড়াবার

আগের মুহূর্তে আভঙ্গআতত
বালাসরস্বতী কিম্বা রুক্মিণী দেবীর মতো—
আসন্নসম্ভবা অন্তর্মুখী জননীর মতো
বৈশাখীর বৃষ্টির আগের স্তব্ধতায় সতর্ক গম্ভীর—
কিম্বা যেন বল্গা ধরে তাতার সওয়ার একাগ্র সংহত
পামীরে আরালে কিম্বা বুঝি কৃষ্ণ কাশ্যপ সাগরে
তারপর লাগে দোলা লাগে দোলা
খরশর শ্রোত
কল্লোলে মুখর
সমুদ্রে সমুদ্রে ওঠে তালে তালে
সমুদ্রে নদীতে নীল মহাসমুদ্রের কান্নায় হাসিতে
সাগরউত্থিতা সেই অধিষ্ঠাত্রী সুন্দরীর আবিশ্ব আভাসে
ঊর্মিল জোয়ার

একাকার মুহূর্তে তখন চূড়ায়িত ক্ষণে সাম্প্রতিক
অতীত ও আগামীর গান
প্রাত্যহিকে প্রাত্যহিকে
পলিতে উর্বর দিকে দিকে মানসে শরীরে
জীবনে জীবন।

তোমার স্রোতের বুঝি শেষ নেই, জোয়ার ভাঁটায়
এদেশে ওদেশে নিত্য ঊর্মিল কল্লোলে
পাড় গ'ড়ে পাড় ভেঙে মিছিলে জাঠায়
বন্যার অজেয় যুদ্ধে কখনও বা ফল্গু বা পল্বলে
কখনও নিভৃত মৌন বাগানের আত্মস্থ প্রসাদে
বিলাও বেগের আভা

আমি দূরে কখনও বা কাছে পালে পালে কখনও বা হালে
তোমার স্রোতের সহযাত্রী চলি ভোলো তুমি পাছে

তাই চলি সর্বদাই
যদি তুমি ম্লান অবসাদে
ক্লান্ত হও স্রোতস্বিনী অকর্মণ্য দূরের নির্ঝরে
জীয়াই তোমাকে পল্লবিত ছায়া বিছাই হৃদয়ে

তোমাতেই বাঁচি প্রিয়া
তোমারই ঘাটের গাছে
ফোটাই তোমারই ফুল ঘাটে ঘাটে বাগানে বাগানে।

জল দাও আমার শিকড়ে ॥

১৯৪৬

তুমি শুধু পঁচিশে বৈশাখ

শ্রীমান চঞ্চলকুমার চট্টোপাধ্যায়-কে

ও

শ্রীমান কমলকুমার মজুমদার-কে

তুমি শুধু পঁচিশে বৈশাখ ?

তুমি কি কেবল-ই স্মৃতি, শুধু এক উপলক্ষ্য, কবি ?
হরেক উৎসবে হৈ হৈ
মঞ্চে মঞ্চে কেবল-ই কি ছবি ?
তুমি শুধু পঁচিশে বৈশাখ
আর বাইশে শ্রাবণ ?
কালবৈশাখীর তীব্র অতৃপ্ত প্রতিভা
বাদলের প্রবল প্লাবন
সবই শুধু বৎসরান্তে একদিনেই নির্গত নিঃশেষ ?

অপঠিত, নির্মনন, নেই আর কোনও আবেদন ?
সাবিত্রীর ক্ষিপ্রকর বিভা
আমাদের দুস্থ চির গোধূলিতে ম্রিয়মান ?
তোমারই কি ছিল এই নিরানন্দ ভঙ্গুর স্বদেশ
আলোহীন অন্ধকারহীন আপন সত্তার থেকে পলাতক
নিস্তব্ধ থাকার ভয়ে একার সংশয়ে জনতার অপমানে
নিত্য রুচি-ক্ষয়ে ক্ষয়ে অসুন্দর ?

কোথায় সে প্রতিদিন রূপের রচনা,
সেই নিরন্তর সুন্দরের ধ্যানের উন্মেষ,
অনাত্মীকরণে সদা নিজেকে সে উত্তরণ,
নিরলস জ্ঞানের নিয়ম
কঠিন শিক্ষার শ্রম,
বুদ্ধির নির্ভয় শুভ্র আলোকে আলোকে,
আত্মস্থের স্তব্ধতায় শুদ্ধ অন্ধকারে
শূন্যে শূন্যে ব্যথাময় অগ্নিবাষ্পে দীপ্ত গীতে
চৈতন্যের জ্যোতিষ্কে জ্যোৎস্নায়
উদ্‌ভাসিত সুদীর্ঘ জীবন,
যেখানে পর্বত ওড়ে আশ্বিনের নিরুদ্দেশ মেঘ,

সন্ধ্যারাগে ঝিলিমিলি ঝিলমের বাঁকা তলোয়ার,
নটীর নূপুরে বাজে নদীর জোয়ার,
শিহরায় দেওদার বন।

তোমার আকাশ দাও, কবি, দাও
দীর্ঘ আশি বছরের
আমাদের ক্ষীয়মান মানসে ছড়াও
সূর্যোদয় সূর্যাস্তের আশি বছরের আলো,
বহুধা কীর্তিতে শত শিল্পকর্মে উন্মুক্ত উধাও
তোমার কীর্তিতে আর তোমাতে যা দিকে দিকে
একাগ্র মহৎ,
সে কঠিন ব্রতের গৌরবে,
আমাদের বিকারের গড্ডল ধুলার দিনগত অন্যায়ে কুৎসিতে
শুনি যেন সুন্দরের গান,
দেখি যেন একনিষ্ঠ দীর্ঘায়ুর প্রগতির এক ছবি,
সুন্দরের গান যেন শুনি, গাই
দশটার পাঁচটার উদ্‌ভ্রান্ত ট্রাফিকে,
বস্তিতে বাসায় আর বাংলার নয়া কলোনিতে,
জীবিকার জীবনের ভাঙা ধসা ভিতে,
বোম্বাই সিনেমা আর মার্কিনী মাইকে অসুস্থ বৈভবে,
মরা ক্ষেতে কারখানায় পড়ি যেন জীবনের
সংগ্রামশান্তির স্পষ্ট উপন্যাস,
খুঁজি যেন সকালের সূর্য থেকে সন্ধ্যার সূর্যের
শুনি যেন আমাদের কান্নার অতলজলে অমর ভৈরবী
প্রত্যহের সচেষ্ট উৎসবে,
সহজ অভ্যাস ফেলে সকালে সন্ধ্যায় বারো মাস
বছরে বছরে পড়ে যাই জীবনের স্বাধীন বিন্যাস,
নিভৃত ছায়ায় চৈত্রে শালবনে
তোমার বসন্ত গানে রক্তরাগে হৃদয় স্পন্দনে

আমাদের দিনের পাপড়িতে, জীবনের ফুলে ফলে
ভ্রমরগুঞ্জনে নব পল্লবমর্মরে
গড়ে তুলি আজ কাল, মাসে মাসে, শত বর্ষ পরে
আমাদের প্রতিদিন, কবি ॥

আঁখি

তোমার আঁখির পান্থপাদপে ঝারি
স্মৃতির প্রবাহে আনে জৈাষ্ঠের বারি,
শ্বেত কমলের কৃষ্ণ পক্ষে হৃদয়
খুঁজে পেল তার আষাঢ়ের আশ্রয়,
নীলিম পাণ্ডু পটলে সূক্ষ্ম শিরায়
ওষ্ঠাধরের পথিক ক্লান্তি জিরায়,
এই ধরে রাখি মুহূর্ত আঁখিপুটে,
এই চেয়ে দেখি অনন্ত কনীনিকা,
নয়ানখালির মেঘ মেখে নিই মুখে—
হঠাৎ রৌদ্র নিয়ে যায় সব লুটে,
দূরের স্বপ্ন হয়ে গেল সব ফিকা—
তুমি কোথা জানি কি ঘটনাকৌতুকে ॥

বামী

বামীকে সবাই চেনো, ছোট্ট মেয়ে বামী
যে সেই তারায় ভরা চৈত্র রাতে ছাতে
কেঁদে বলেছিল, আমি
অন্ধকারে হারিয়ে গিয়েছি, সেই ভীতু মেয়ে বামী
কি ক'রে যে তারা-ভরা আকাশের
অসহায় আকুল বিস্ময়ে

অন্ধকারে ছাতে,
জীবনের অন্ধকারে কাটাবে জীবন
উপরে সিঁড়িতে নিচে কণ্টকিত ভয়ে,
যেখানে আরশোলা চাটে বই ছবি,
মাকড়শা ছড়ায় জাল,
আর টিকটিকি আরশোলা খায় ;
যেখানে নির্মাতা, স্রষ্টা, শিল্পী, কবি,
প্রেমী অবজ্ঞেয় ;
ভয়াবহ হেয় জীবনের ঘেঁষাঘেঁষি
সেই অন্ধকারে ভাবি আমি
ছোট্ট মেয়ে বামী কি ক'রে যে বড়ো হবে,
বাল্য থেকে কৈশোরের যৌবনের পারে
প্রৌঢ়ের প্রশান্তি পাবে সম্পূর্ণ সংসারে,
আঁচল-আড়ালে দীপে ভাস্বর সত্তাটি
খাঁটি রেখে বর্তমান জীবনের অন্ধকারে কলুষিত দাবি
মেটাবে সে কি ক'রে যে, ভাবি
কি ক'রে সে অন্ধকার দীপান্বিত ক'রে দেবে,
আরেক বৈভবে ॥

দুরন্ত স্মৃতি

দীঘিতে তিনটি শাদা হাস,
ওপাড়ে সবুজ কচি ঘাস,
শরতের নীলের আকাশে
ছোটো ছোটো মেঘ কয় থোকা,

বামী ঘোরে আমাদের পাশে,
তুমি, আমি, আমাদের বামী—

দুরন্ত স্মৃতি কি যায় রোখা ?

করেছ যে ধনী

সূর্য যেন আকাঙ্ক্ষায় লাল ভালোবাসা,
জেগে ওঠে আমাদের জীবনের গ্রাম।
তবু জানি রৌদ্র করে রাত্রিকে প্রণাম—
কেবা করে নির্বিশেষ নিত্য আলো আশা ?

সূর্যাস্ত গোধূলি নিত্য আর তারপরে
অমাবস্যা, নয়তো পূর্ণিমা।
সূর্য যেন ভালোবাসা প্রতি ঘরে ঘরে
তারায় তারায় গ্রহে সূর্যেরই মহিমা।

হে সূর্য ধরিত্রী, তবু যেও না এখনই,
আমাদের দিনান্তের গান সবে শুরু,
একা-কে হারাতে আজও বক্ষ দুরু দুরু,
এই সবে বৈকালীতে করেছ যে ধনী।

১৯৫৫ : ঈস্টর ডে

নবপ্রতিষ্ঠায়

দুঃখের অবধি নেই, তুমি জানো আমার কাহিনী,
থেকে থেকে অনুকম্পা দাও অন্য মনে আলিঙ্গনে,
কখনও বা স্মৃতির শহরে হানো তোমার বাহিনী,
ভাবি বুঝি দিন যাবে ছদ্মবেশে একাকীর কোণে।

তোমারও প্রতাপ দেখি পৃথিবীর কাছে মানে হার,
দুপাশের দেশ কাঁদে, তোমার ও আমার স্বদেশ—

অনাহার অর্ধাহার আর অনাচার অত্যাচার,
সে বৃহতে হেরে যায় যন্ত্রণার একাকী আবেশ।
আমার ব্যাপক দুঃখ রূপান্তরে উন্মুখ নিষ্ঠায়
তোমাকেই চায় তাই যন্ত্রণার নবপ্রতিষ্ঠায়॥

১৬।৪।৫৫

মরা গোলাপ

দুঃখ তো আমার জানা, মনে পড়ে গোলাপ বাগানে
সে কবে দুঃখের দিন এসেছিল, তুমি ছিলে পাশে,
তোমাকেই বলি তবু, শোনো চোখে-চোখে কানে-কানে,
মর্মভেদী গান যেন ফিরে যায় গায়িকার প্রাণে,
সেদিন আনন্দ ছিল দুঃখের সন্ত্রাসে।

বাড়ি আজ পোড়ো বাড়ি, দেওয়ালের ফাটলে শেওলা,
আজ কোথা সে বাগান, জঙ্গলে শেয়াল ডাকে বেশ,
বাথানে সাপের বাসা, ইঁদুরের অধিকারে গোলা।
যে দুঃখ জেনেছি আমি, সে দুঃখ কখনও যায় ভোলা ?
আমার সে দুঃখে আজ মেশে সারা দুঃখের স্বদেশ।

আজ মনে হয় সেই আমাদের অপার অতীতে
যৌবনের ঐকান্তিক চৈতন্যের স্বভাবেরই খাদ
সেদিন দিয়েছে দুঃখ, ওস্তাদের হাতে যেন তার
দুঃখের আঘাতে বাজে সৃষ্টিময় সত্তার সঙ্গীতে।
আজ মরা গোলাপের কাঁটা শুধু আমার বিষাদ॥

২৯শে নভেম্বর

আজ সে আসবে পথে প্রকাশ্যের বিজয়-তোরণে,
হৃদয়স্পন্দন আজ অতিকায় হাজার মাইকে
গোপন প্রেমের মৃদু দীর্ঘশ্বাস আজ বিস্ফোরণে
আসমুদ্র হিমালয় ঢেকে দেবে নূতন স্ট্রাইকে
মজুর মালিক যাতে বাহুবদ্ধ মিটিঙে মিছিলে,
বিরোধীর কণ্ঠ রুদ্ধ বন্ধুত্বের মহাসামুদ্রিকে,
লালদীঘির ধুসরিমা ধুয়ে যায় পথে ঘাটে ঝিলে,
লাল তারা জ্বলে আজ সর্বত্র দেশের দশদিকে !
আজ সে আসবে, আজ রেখে যাবে বিরাট ইঙ্গিত,
ভবিষ্যৎ রেখে যাবে কোটী কোটী হৃদয়ের মিলে,
সে আসে যে দেশ থেকে, সে ভূস্বর্গে জীবনের ভিত
আরেক পত্তনে পাকা, মানবিক প্রেমের নিখিলে
সেখানে মানুষ ন্যায়ে স্বাধীন ও নির্ভয় মানুষ।
সেখানে উত্তরে তাই দক্ষিণের ফুলফল ফলে,
মরুভূমি গায় আহা বাংলার আষাঢ়ের জলে।
সে দেশের হাওয়া আজ এনে দেবে রুশের পৌরুষ ॥

সূরজমুখীর প্রাণ

সূর্য তখন পড়ে' গেছে পশ্চিমে—
ওরা কারা করে মৃত্যুর মিহি গান ঃ
বন্দিনী কোন্ সুন্দরী মৃত হিমে
নিথর ঃ—করুণ সুরে কারা করে গান !

কয়লাখনিতে সে কান্না ছায়া বাঁধে,
মায়াবী আকাশে স্তব্ধ বাতাসে গান

বলে যায়, সহমরণের মহাসাধে
তাই কি বিশ্ব বিষণ্ণ ম্রিয়মান ?

বিষাদে বিধুর আবেশে তীব্র বোলে
গ্রামের কাতর রাত্রির ঘরে ফিরি,
কানে আসে ও কি গ্রাম্য নাচের ঢোলে
আমনের খুশি চাষীদের দেশী গান ?

ও কি গান শুনি ? নাগ্‌ড়া মাদল ঝাঁঝে
কত কন্যাকে জীয়ায় সোনার কাঠি ?
প্রাণ পায় ভোরে মরেছিল যারা সাঁঝে ?
আমি বসে যাই এই পাঠে সহপাঠী।

ভোরে প্রাণ পায়, পূবের পাহাড় জাগে,
পশ্চিমে টিলা কুমারীর স্মিতরাগে
চোখ মেলে, রাঙা নদী চলে ঝিরিঝিরি !
এনে দিলে বীর নির্ভর কোন আসান্ ?
ফিরে এল বুঝি সূরজমুখীরপ্রাণ ?
আসানসোলের উষার হাসিতে ফিরি ॥

৮।১২।৫৫

একটি বকুল

একটি বকুলে ফোটে দুজনার ছবি,
দুইজনে পুঁতেছিল একটি বকুল।
আজ তার ফুল ঝরে নিঃসঙ্গের গানে,
পাহাড়ের গোধূলিতে ভাসে তার সুর,
আকাশের পাখোয়াজে নিঃসঙ্গ বিধুর

শূন্য ঘরে ঘরে ওড়ে গন্ধময় স্বর,
এ গাছে ও গাছে প্রশ্ন সারাটা বাগানে।

বাইশটি শ্রাবণের চোখের তলায়
বকুল বেড়েছে, আজ ছেয়ে গেছে ফুল,
আর কত কাল বলো ব্যর্থ দিন গোণা ?
বকুলের মালা দিক্ এ ওর গলায়,
মুঠি-মুঠি তুলে নিক ঝরা ঝরা ফুল।

ছিল দুইজন, আর একটি বকুল—
আবার দেখতে চাই আছে তিনজনা ॥

৬।২।৫৫

একটি মেঠো কাহিনী

সদ্য সূর্য জাগছে, নদীর কুয়াশা
পাহাড়ের গায়ে লাগছে।
তুমি একাধারে সূর্য এবং পাহাড়।

যদি ভেবে থাকো ঝিঁঝির ঝিঁঝিট নশ্বর
তাহলে সে ভুল,
বহু বছরের অষ্টপ্রহর কীর্তন।

পথ দিয়ে তুমি চলে গেলে যেন
হাল্কা উজানী নৌকা,
নদী হয়ে যায় মাল্লার গান, তন্ময়।

তুমি ভাবো বুঝি তোমার হাসির ঝরনায়
মেলাব চোখের নদীকে ?
অসীম ধৈর্য, ঝরনার মোড় ফেরাব।

তোমাকে দেখলে দীঘি হয়ে যায় নদী,
বৃথাই কেবল বাঁধ তোলা হায় নদী
শুনেছে অথই সাগর জলের গান।

সঠিক খবর দাও নি, শুধুই বাতাসে
মনে হয় আসে আশ্বিন,
হৃদয় হয়েছে ঝক্‌ঝকে তলোয়ার।

অছিলার নেই অভাব,
এই যাই বাঁশ-সাঁকোর জোড়টা সারাতে,
এই যাই আল্ ভাঙতে।

সকাল বেলার ত্বরিত শিশির,
সারাদিন দেখা নেই,
কেনই বা আসা রাত্রির ঘুমঘোরে ?

স্বপ্নের কথা মেনেছি, নিত্য সাঁঝে
খুলে রাখি দ্বার, যদি বা হাওয়ার খুশিতে
ভিতরেই চলে আসো।

তোমাকে জিত্‌ব জীবনের অধিকারে,
হাতে হাত বেঁধে গড়ব আরেক জীবিকা।
দয়িতা আমার, নির্দয় হোয়ো নাকো।

আমি যেন হিম মাঘের মাটিই,
তোমাতে হাজার বউল,
বৈশাখে আম নামবে।

হাটে গেলে আর সাধের অন্ত থাকে না,
এই ভাবি হই গালা-জোড়া চুড়ি
এই শাড়ি এই গামছা।

সাঁচি পান নই,
আমার কথায় তোমার ঠোঁট কি রাঙবে,
এই ভেবে হই মাঠ পার।

আমার কি ভয়, আমার মুঠিতে
দীর্ঘ আশার বর্শা,
নেকড়েরা বৃথা হন্যে।

তুমি ছাড়া গ্রাম মরা দেশ
তুমি না এলে
শহর শুধুই জড় কবন্ধ গঞ্জ।

নাই থাক্ পাতা, তবুও রয়েছে
সজিনার শত বাহু,
আমিই কেবল হারব ?

বাতাস তোমার আঁচল ওড়ায় উতরোল,
নিশ্বাস নিই বাতাসে
শ্বাস প্রশ্বাসে তাল দিয়ে যাই বাতাসে।

কেটে দিই এই আড়াল,
সূর্যে মেলাই চাঁদের লক্ষ তারার
অভিন্ন যোগাযোগ।

এ দেশ

তোমাতে পাহাড় আর সমুদ্রের বালুবেলা মেশে,
স্পষ্ট সুগঠিত রূপে কোমল সোনালি বিস্তারের
আদিগন্ত অসীমতা। আমার অন্বেষা এই দেশে
অবিরাম, অন্তহীন আকর্ষণে খুঁজে ফিরি ফের
যা পেয়েছি বহুবার—যেন কেউ নিজে তৃপ্তি পায়
নিজের সত্তাকে পেয়ে চৈতন্যের নিঃসঙ্গ আবেশে !
এ যেন বাতাসে খোঁজা আকাশের সীমান্ত কোথায়,
যেন অগণিত সূর্যতারা ছোটে আকাশের শেষে
মৃত্যুর বিশ্রাম চেয়ে।
এ দেশ আমার চেনা দেশ,
আমারই আপন সত্তা, অফুরন্ত এর গাছে ঘাসে
আমার চোখের মুক্তি, প্রত্যহ টিলায় আনাগোনা,
ঝিরিঝিরি বালুকায় সর্বাঙ্গের নিত্য চেনাশোনা,
স্বচ্ছ ঝরনায় মুখ, পান করি নিশ্বাসে নিশ্বাসে
আকণ্ঠ যে সুধা তাতে দিনরাত্রি মুক্ত, নিরুদ্দেশ
নিঃসঙ্গের মনপ্রাণ কেন্দ্রীভূত শরীর শরীরে।
আমার পৃথিবী তুমি বিশিষ্টার বিচিত্র গভীরে ॥

১৮।২।৫৫

নব মুচিরাম বিলাপ

শুনেছি নীলকে তিনি করবেন লাল !
পণ্ডিতজীর রুচি বোঝা আমার অসাধ্য,
অবশ্য জানি না কিছু, রাজায় রাজায়
যা চলে চলুক, কিবা বুঝি, শুধু খাগড়া !
জেনেছি তবিল কার্য এবং মারণ।
খামকা বিদেশী ডাকা, শহর সাজায়
আমাদের সঙ্গে যত জনসাধারণ !
জনসাধারণ ! যবে বিদ্রোহী নাগ্‌ড়া
বাজাবে রাস্তার লোক গরিব, অবাধ্য ;
তখনও কি আমাদের দিতে হবে তাল ?

আমার বয়স খুব বেশি নয়, ষাট
বা সত্তর। খেটে খেটে মনেও থাকে না
জন্মেছি কখন কবে, মনে হয় আমি
জন্মমৃত্যুহীন, শুধু রয়েছে আপিস
সমস্ত আকাশ জুড়ে, সারাজীবনের
অফিসার মাত্র, মন্ত্রী নই, নই লাট।
গদি থেকে গিরিনদী সমুদ্র ডাকে না
আমাকে ছুটির টানে। পুত্র পিতা স্বামী
এই সব পরিচয় করে ফিস্‌ফিস্‌
বৃথাই আমার প্রাণে। আজও পেনসনের

কোনও লোভ নেই, খাটি এক্‌সটেনশনের
পরেও কত না দেখ একাজে ওকাজে—
দেশমাতৃকার পায়ে চাকুরে আরতি !
মিথ্যা লজ্জা ভোলায় নি আমাকে কখনও,

জেনে শুনে কর্মযজ্ঞে করেছি তদ্বির
ছেলে ভাগ্নে ভাইপোর—দু দশজনের।
নিজের পরের জন্য করেছি যা সাজে
মুচিরাম আমাকেই জেনো সেটা স্থির।

আজ দেখি দেশ ব্যেপে একি বা দুর্মতি!
হরি বলো মন তবে পেন্‌সনটা গোণো।
গোটা ছয় নাতি আজও লাগে নি যে কাজে!

কবে পাবে

গাছের উপরডালে ঝিরিঝিরি হাওয়া ;
পাড়ে নয়, স্রোতে শুধু অবিশ্রাম গতির আভাস ;
গাছের উপরে শুধু দুটি শ্যামা ডাকে,
স্রোতের কিনারে শুধু পাথরের বাঁকে চুপচাপ
প্রতিযোগিহীন দুই ঝাঁকে পাতিহাঁসের বিশ্রাম।

অত্যন্ত এ অন্তরঙ্গ পৃথিবীর রূপ, প্রাণের বিন্যাস
এই স্তব্ধ মধ্যাহ্ন-প্রহরে মনে মনে নিয়ে যাই,
কাজ হয়ে ওঠে গান, রৌদ্র, হাওয়া, প্রতীক্ষা, বিশ্রাম
ছিন্নভিন্ন মুখর শহরে।
প্রকৃতির মুখচোরা সচ্ছল বিজ্ঞানে
বিশৃঙ্খল মুহূর্তের কেন্দ্রে স্থির প্রত্যক্ষের ধ্যানে
কবে পাবে কবন্ধ শহর কিংবা শহরের গ্রাম নয়, নিকট ও দূর
গ্রামে ও শহরে শহর-গ্রামের স্বচ্ছন্দ আরাম।

টিলার ওপাশ দিয়ে তিতিরের ঝোপের সামনে
নেচে চলে তিনটি ময়ূর॥

পলাশ

না জানি কী দীর্ঘ সেই ভয়াবহ ইতিহাস ?
যেদিকে তাকাই
অনেক মাইল ব্যেপে পৃথিবীর রাঙা দীর্ঘশ্বাস
বিষাদে আহত করে থরো থরো সৌন্দর্যে আকাশ
যত দূরে চাই।
লাখো লাখো বিষধর শঙ্খচূড় একদা এখানে
লড়েছিল পৃথিবীর সঙ্গে মত্ত মৃত্যুর আহ্বানে,
শস্যশ্যাম বৃক্ষছায়াঘন সেই পৃথিবীর টানে
হৃদয় উদাস।
পাহাড়ে টিলায় চলে ডাঙা বেয়ে বেয়ে মন চলে,
আর দেখি আমাদের বিবিক্ত চূড়ায় ঠায় জ্বলে,
চৈত্রের আকাশে এক পরাক্রান্ত জীয়নকৌশলে
বিজয়ী পলাশ,
স্পষ্ট দেখি লাখোলাখো নাগনাগিনীকে পায়ে দলে
আর ধরে ধরিত্রীর ফুলন্ত ফলন্ত ধারাজলে
মাটির সংহত ইতিহাস ॥

এখনই বিদায় গান

এখনই বিদায়গান ? শ্রাবণের থৈ থৈ প্লাবনের আগে
শুকাবে কি সোঁতা, বন্ধু জাগাবে কি পাণ্ডু বালুচর ?
আশা-জিজ্ঞাসার স্রোত ডুবে যাবে নীরক্ত বিরাগে,
স্মৃতি শুধু রেখে শুধু প্রতিক্রিয়া নীরব ধূসর ?

এ নৈরাশ সাজে নাকো। মনে প্রাণে ইন্দ্রিয়ে সংগীত,
তোমারই অর্কেস্ট্রা সে যে বিশ্বময় বিরাট আসরে

আশার উৎসবে জ্বালে আনন্দের অস্থির সম্বিৎ
যন্ত্রণার মীড়ে মীড়ে মৃত্যু-লেখা প্রাণের আখরে—

তুমিই কি হার মানো! বিজ্ঞানীর তন্ময় সংরাগে
কর্মীর একান্ত বেগে প্রেমিকের আবিশ্ব আশ্লেষে
তুমিই কি ক্লান্ত মূক কৌটিল্যের মায়াবী নির্দেশে
ঘৃণায় ঘৃণায় দীর্ণ, আত্মভুক্ বিচ্ছিন্ন বিরাগে!

এখনই বিদায়গান? হে বন্ধু ফিরাও মুখ খোলো
চোখ তোলো, মোহানায় জেগেছে কি মরা বালুচর?
তবু তো ছুটেছে ঝর্না, উৎসের সত্যকে কেন ভোলো
অমোঘ প্রখর ক্ষিপ্র মুখর ভাস্বর—

পাহাড়ে অমোঘ ক্ষিপ্র পাথরে কাঁকরে খরতোয়াই
মাঠের হরিতে দীপ্র প্রান্তরে সে উদার ভাস্বর
চোখে তার সূর্য সোনা, স্রোতে স্রোতে ভাসায় খোয়াই
—কানে তার নীলে নীল দূর তবু ভ্রান্তিহীন সমুদ্রের স্বর।

আজ এসো

কি তাকে বলব ভাবি, জানিয়েছে, আজ সে আসবে।
বলব কি: শিমূলের বর্ণচ্ছটা আজ আর নেই,
অবশ্য গোল্‌মোরে আজও সূর্য ধরে সোনা থোলো থোলো
তাই কি তোমার আজ আসার সময় শেষে হল?

সে যবে প্রথমে মুখে, তারপরে দুচোখে হাসবে,
বলব কি: এলে আজ, আমার যে ঘর-বার নেই,

চৈত্র গেছে, বৈশাখের দীর্ঘশ্বাসে আমার আয়ুতে
কত পাক খুলে গেছে, তুমি কি দেখতে এলে তাই,

তোমার ও কৌতূহলে আছে কিছু আগামী আকাশ ?
ভাবো কি অনেক কাল মুছে যায় এ জলবায়ুতে,
একটি বিকালে মুছে জীবনের সুদীর্ঘ প্রবাস ?
এ জীবনে যুগান্তর জানো তুমি আমারই আশ্লেষে ?
মনে মনে নিত্য আসো, আজ এসো প্রত্যক্ষ স্বদেশে ॥

বোহিনিয়া

কোথায় গিয়েছে সেই দিন। তার স্মৃতি
আজ শুধু একাকিত্বে জাগে।
অন্য যে, সে জীবনের যুদ্ধে বীর কৃতী ;
কৃতিত্ব কোথায় বলো স্মৃতির সংরাগে ?

সময়ের দুই পিঠে দিয়ে জোড়াতালি
একজনা আজও দেখে নিবিড় আকাশ,
সেই ঘর, জানালার পাশে বোহিনিয়া,
যে গাছে দুজন লোক এক অবকাশ
জোড়ে জোড়ে গেঁথেছিল।
আজ একজনা
সে গাছে খোঁজে না ফুল, ডেলিয়া জিনিয়া
সিঁড়ির দুধারে টবে রাখে তার মালী।

অন্য ঘরে সেই ফুল রাখে একজনা,
বেয়ারাই আনে খাসকামরায় ডালি।
আমার ঘরের পাশে ঝরে বোহিনিয়া ॥

রবীন্দ্রনাথের কোন্ লেখা অভিভূত করেছিল ?

এ প্রশ্নের কি উত্তর ? এ যেন বা জিজ্ঞাসা সূর্যের
কোন্ ক্ষণ ভালো লাগে সারাদিনে প্রহরে প্রহরে,
কিম্বা কবে কোন্ দিন ঋতুতে বৎসরে
সূর্যের কি গান ভালো লেগেছিল প্রকাশ্য-উহ্যের
মধ্যাহ্নে ঊষায় স্বচ্ছ বৈকালীতে সন্ধ্যায় করুণ ?
আশৈশব যে আলোয় রৌদ্রখর আভায় পাণ্ডুর
নিশ্বাস টেনেছি নিত্য অভ্যাসে সহজ, ব্যথাতুর,
কখনও বা হর্ষময়, সাতকোটি সবাই অরুণ
এক সূর্যরথের সারথি, সপ্তাশ্বের পদধ্বনি
আমাদের স্নায়ুতে স্নায়ুতে, চৈতন্যের কোষে কোষে ;
আমরা কেমন ক'রে দূর থেকে ভিন্ন ভিন্ন গণি
কোন্ রবিরশ্মি কোন্ বাঁশি কোন্ তূর্যের নির্ঘোষে
কবে বা কখন কিসে ক'রে দিলে রৌদ্রে রৌদ্রে ধনী।
আমাদের সূর্য-দেখা সূর্যালোকে প্রত্যুষে প্রদোষে ॥

দশমিক

কর্মে আর ব্যক্তির প্রত্যহে,
সাধ-সিদ্ধি এপারে ওইপারে
বিচ্ছেদের দুস্তর বন্যায়
কান্না ফুলে ওঠে অহরহ,
হৃদয়ে জীবনে সংসারে
মিল চায় শুদ্ধ যন্ত্রণায়,
অন্তহীন দশমিক বাধা
অন্তরের বৃত্তে বাদ হানে।

ধ্যান কেন কখনওই কায়া
প্রত্যক্ষে পাবে না মনোমতো ?
আপতিক কেন এ অন্যায়,
কেন কাব্যে নেই সুরসাধা,
রং নেই খোদাই পাষাণে,
ছবি কেন নয় স্পর্শাগত ?
জীবনে মননে মাঝে বাঁধা
সর্বদাই অধরার ছায়া।

মন তাই অসাধ্যের গানে
অনন্যে বা কোনও অনন্যায়
কালোত্তর মুহূর্তের মায়া
খোঁজে নিত্য কালিন্দী বিষাদে ;
মহামান্যে অথবা কন্যায়
মানুষের মহাহৃদয়ের
মেটে না মেটে না অশনায়া,
তৃষ্ণা শুধু তিক্ত পারাবারে।

কেউ তাই মাথা নত করি
ক্ষণিকার শ্লিষ্ট শোচনায়,
কেউবা মাথুরে মাথা খুঁড়ি,
কেউ মাতি সক্রিয় সংবাদে
নিত্যপরাজিত বিজয়ের
অক্ষত সত্তার রচনায়,
যেখানে দ্বৈত সদা হারে
অদ্বৈত ভগ্নাংশে কোল নেয়॥

৭।৭।৫৫

শিশুর নিশ্চিতি চাই

শিশুর কর্মিষ্ঠ খেলা, মুক্তি তার খেলে,
সে খে'লে আপনমনে নিবিষ্ট মননে
খেলাঘরে, গড়ে ভাঙে, বলে প্রাজ্ঞ স্বরে :
খুকুমণি ভয় নেই, তবে রে রাক্ষস
অমনি হাসিস্ দেখি, আরে হল একি,
ভয় নেই খোকাবাবু, একঘায়ে কাবু
এই দেখ জুজুমানা। কল্পনার নানা
রূপে নানান্ খেয়ালে খেলে যায়, সে কি
বয়স জানান্ দেয় ? শিশু ভরপূর
নিশ্চিত শক্তিতে তার। সুস্থ আত্মবশ
আমরাও জানাব না কেন : খোকাবাবু,
খুকুমণি, ভয় নেই, যত জুজুমানা
জয় ক'রে দেব ফেলে সব অবহেলে,
রাক্ষস খোক্কস যত হেসে অকাতরে
তুড়ি দিয়ে ছুঁড়ে দেব, এই দেখ, চুর্।

শিশুর নিশ্চিতি চাই বয়স্ক মননে ॥

তুমিই সমুদ্র

তুমিই সমুদ্র জানি, আমি অন্তরীপ,
খুঁজি না তোমার শেষ কোথা, কোথা তল,
তোমার রহস্য তাই করিনা জরিপ,
আমার জীবনে শুধু তরঙ্গ উচ্ছল
সমুদ্রের নীল তুমি, আমার সম্বল
রৌদ্রের তরল হীরা, রাত্রে শত দীপ

উপল হৃদয়ে জ্বালি, তোমার উজ্জ্বল
ঊর্মিল মুহূর্তে তুলি ডিঙি, শাল্‌তি, ছিপ্‌।

তুমিই সমুদ্র জানি, আমি অন্তরীপ,
তোমাতে আমার সীমা, অনন্ত চঞ্চল
কোথাও ভাঁটায় খাড়ি, জোয়ারে প্রবল
কোথাও বা চতুর্দিকে তুমি নীলজল ;
ক্ষণিক রহস্যভরে করে দাও দ্বীপ,
চেয়ে থাকি মৌন পীত সৈকত উদ্‌গ্রীব ॥

২৩।৫।৫৫

জ্যৈষ্ঠ স্বপ্ন

হবুচন্দ্র রাজাকে তো সবাই জানেন,
রবীন্দ্রনাথের কাব্যে তিনি খ্যাতনামা,
নহুষের জ্ঞাতি তিনি ত্রিশঙ্কুর মামা,
রুমের নীরো-ও তাঁকে গুরুজী মানেন।
সেই মরুভূতে মহামন্ত্রী গবুচন্দ্র
খেয়ে দেয়ে ঘুম দিয়ে ব্যস্ত অতিশয়
আত্মপর ভুলে যান, জমান বিষয়।
সে রাজ্যেও শোনা গেল আষাঢ়ের মন্দ্র।
মহা চটে গবু দেন মন্ত্রিত্বে ইস্তফা,
মুখ্যমন্ত্রী মুর্খমন্ত্রী উপ-কূপো আর
অপমন্ত্রী বহু হল, বিপদ অপার,
বৃষ্টি হলে নষ্ট হবে সমস্ত মুনফা ;
সবে করে হাঁক ডাক ঃ চাই অনাবৃষ্টি;
না হলে দেশের ভাগ্যে রবে না যে রিষ্টি !

শিল্পের আবেগে

মনে হল প্রেরণার প্রদীপ্ত আবেগে
অমাবস্যা মধ্যরাতে একা জেগে জেগে
এবারে ভেঙেছি বুঝি মানুষের অসম্পূর্ণ সীমা,
আজ বুঝি পরিপূর্ণ গড়ে দেব তোমার প্রতিমা
এঁকে নেব পরম ভঙ্গিমা—
প্রত্নের প্রতীক মাত্র ভেঙে গেল সূর্যোদয়ে লেগে !

এ জীবনে তৃপ্তি শুধু তোমাতেই দীপ্তি শুধু তোমাতেই
অশান্তি ও সান্ত্বনা তোমার,
একমাত্র যে লাঞ্ছনা সওয়া যায় যে নিস্তব্ধে দুঃখভার বওয়া যায়
অন্ধকারে সে তোমারই শুকতারা উপহার।

অসহ্য তাপের শীর্ষে বৃষ্টি দাও যে নটভৈরবে
তারই অন্তে দাও ইন্দ্রধনু,
ভাবি স্বর্গমর্ত্য বাঁধো এইবার মানববৈভবে,
রৌদ্রে সেই মুহূর্ত অতনু।

বাহুতে মেলেনা তাকে, চোখের মণিতে
থেকে থেকে পড়ে শুধু ছায়া,
ভাবি তাকে বাঁধি কোন্ শিল্পের গণিতে
অধরাকে দিই নিজ কায়া !

এ আলাপ ঢোলকে পেটে না,
কথা তার অনির্বচনীয়,
এই কথা বলি গানে গানে।
মূর্তি তার কোনই স্থানীয়
রঙে বেঁধে সাধ তো মেটেনা,
রূপের উদ্বৃত্ত কাঁদে প্রাণে।

সকল জনম ভরে কাঁদো কি ? কাঁদাও মোরে
হায় ওরে দরদিয়া !
একি ঘোর আনন্দ আমার জীবন মৃত্যুতে একাকার—
কে যে কার দরদিয়া !

মনে হল কোজাগরী শশী পাশে আজ আমার প্রেয়সী,
কানাড়ার মূর্ছনার সুখে মুখ খুঁজি প্রেয়সীর মুখে,
রামকেলির বিলম্বিত লয়ে বাহু বাঁধি বাহুর আশ্রয়ে—
মুহূর্তেই আকাশে প্রেয়সী চিরন্তন প্রস্তরিত শশী ॥

এক ও অন্য

একের আনন্দ আজ অন্যের আকাশ
যে আকাশ রাঙা আজ স্মৃতির সপ্তকে
যে আনন্দে ইন্দ্রধনু পেয়েছে বিস্তার ।

দিনান্ত ঘনায়, আর তার প্রতিভাস
সিঁথির সিঁদুর, সোনা আর অলক্তকে
দিগন্ত সংহত করে । তন্ময় চিন্তার

এই তো নিয়ম, সত্য জ'মে ওঠে ধীরে
অনেক বৃষ্টিতে রৌদ্রে অনেক হাওয়ায়
অনেক দুঃখে ও সুখে স্তব্ধ উচ্চারণে ।

তাই একে দেখে মুগ্ধ আগামী তিমিরে
তমসার জ্যোতি অন্য চোখের চাওয়ায়,
এর সত্তা কাঁপে ওর চলার ধরনে ।

তাই একে ভ'রে দেয় অন্যের আকাশ
অদ্বৈত আবেগে স্থির দৈনিক মরণে ॥
১০।৮।৫৭

সনেট

যন্ত্রণার নাট্যে মাতে, গান করে পূরবী বিষাদ,
বাহিরে ভিতরে দেখে হতাশ্বাসে সব একাকার,
মনে ভাবে সারাদেশে স্তব্ধ ক্রৌঞ্চ, বিজেতা নিষাদ ;
অথচ হৃদয় নিত্য মৃত্যুহীন, নিরাশ প্রাকার
পার হয় প্রতিদিন, পরিখার কোনও হাহাকার
বাঁধতে পারেনা তাকে, সেতুবন্ধ সে অপরাজেয় ;
তার স্বপ্নে বাস্তবের নিরাকার সর্বদা সাকার ;
ফল্গুস্রোত ক'রে তোলে সমুদ্রের সঙ্গীতে গাঙ্গেয় ;
তাই বর্তমানে তার শেষ নেই, হতাশায় হেয়
এ বাস্তব কোনওমতে মন তার করে না বরণ,
কারণ মানুষ শুধু উত্তরণে পায় তার শ্রেয়,
কারণ বাঁচাই মানে সুখে দুঃখে নিত্য উত্তরণ ;
স্বাভাবিক মুক্তি জেতা দিনে দিনে বৎসরে বৎসরে ;
সম্প্রতির গ্লানি অতিক্রান্ত তত্ত্ব সেই কালোত্তরে ॥

মালার্মে : প্রগতি

মালার্মে ! তোমারই মতো আমাদেরও নিষ্ঠুর বর্বর
পরবশ ধূর্ত স্মার্ট্ বিলাসের বিচ্ছিন্ন বিরাট
জীর্ণ শীর্ণ ভূখণ্ডের অতিভোজী অতিভাষী আর্ট
অবসন্ন করে অপশিল্পকর্মে অকর্মে জর্জর ;
তাই পরিব্রজে খোঁজা অপভ্রংশে, দেশজ ভাষায়,
আঞ্চলিক মুখে মুখে স্থানীয়ের বিশিষ্ট বাচনে,
কথ্যছন্দে, সুরময় প্রাত্যহিক প্রাকৃত ভাষণে
শিল্পের বিশুদ্ধ অর্থ অপ্রাকৃত মধুর-কষায় ;

তাই খোঁজা চৈনিকের স্বচ্ছচিত্ত পেলব পদ্ধতি
একান্ত আনন্দ যার প্রান্তিকের রেখার আভাসে
শুভ্র তনু পুষ্পপাত্রে স্মৃতিবহ গন্ধের আরতি
ভাস্বর ভঙ্গিতে নিত্য ; খুঁজি প্রতিবেশীর আশ্বাসে,
পাস্টেরনাকের দেশে, উর্ধ্বশ্বাস কালের বাতাসে
নব প্রাণ-প্রতিষ্ঠায় মনীষার প্রতীক : প্রগতি ॥

সনেট

নিঃসঙ্গতা ভাসে নির্নিমেষে,
নীল ঘুমে তার স্বয়ম্বর,
সমুদ্রের নিস্তব্ধ প্রহর
নিস্তরঙ্গ, নাকি এ আবেশে
অন্তরঙ্গে নিঃসঙ্গতা মেশে ?

মনে শুধু ঘনিষ্ঠ আখর,
জপ ক'রে যায় মৌনস্বর
শূন্যের শীতল বুক ঘেঁষে,
সাধনা কি দ্বৈতের উদ্দেশে ?

অন্ধকারে ডুবেছে ফস্ফর,
অগোচর সজল শিখর।
রুদ্ধশ্বাস কে টানে আশ্লেষে
স্বেদঘন শিলার নিষ্পেষে ?

মৃত্যু খোঁজে প্রেমে রূপান্তর ॥

পরবাসী

দুইদিকে বন, মাঝে ঝিকিমিকি পথ
এঁকে বেঁকে চলে প্রকৃতির তালে তালে।
রাতের আলোয় থেকে থেকে জ্বলে চোখ,
নেচে লাফ দেয় কচি কচি খরগোশ।

নিটোল টিলার পলাশের ঝোপে দেখেছি
হঠাৎ পুলকে বনময়ূরের কথক,
তাঁবুর ছায়ায় নদীর সোনালি সেতারে
মিলিয়েছি তার সুষমা।

চুপি চুপি আসে নদীর কিনারে, জল খায়!
শুনেছি সিন্ধুমুনির হরিণ আহ্বান।
চিতা চলে গেল লুব্ধ হিংস্র ছন্দে
বন্য প্রাণের কথাকলি বেগ জাগিয়ে।

কোথায় সে বন, বসতিও কই বসেনি,
শুধু প্রান্তর, শুকনো হাওয়ার হাহাকার।
জঙ্গল সাফ্, গ্রাম মরে গেছে, শহরের
পত্তন নেই, ময়ূর মরেছে পণ্যে।

কেন এই দেশে মানুষ মৌন অসহায়?
কেন নদী গাছ পাহাড় এমন গৌণ?
সারা দেশময় তাঁবু ব'য়ে কত ঘুরব?
পরবাসী কবে নিজ বাসভূমি গড়বে?

পাতা ঝরে গান করে মনে আর বনে

বালিতে পাথরে লেগে হাজার বাঁকের
অনিবার্য জলস্রোত,
ঐ পাড়ে বকের ঝাঁকের প্রতিনিধি শুধু
একটি দম্পতি, রবীন্দ্রনাথের সেই
উপনিষদের প্রিয় পাখির মতন, তবে একাধারে খায় আর দেখে।

ডাইনে গ্রামের মাঠ, আম আর মহুয়া বাগান,
আর ঐ টিলার নিটোলে লালছাত গোলাবাড়ি।
বাঁয়ে বন, উঁচু নিচু টিলায় পাহাড়ে এঁকে বেঁকে
পাহাড়ে পাহাড়ে আর প্রান্তরে টিলায়
ঘন বন, তিতিরের খরগোশের হরিণের বন,
হয়তো বা হঠাৎ কোথাও শোনা যায়
দুরন্ত চিতার কিছু ক্ষিপ্র দাবিদাওয়া।

আর চলে পৌষমাঘের হিমহাওয়া, গাছে গাছে বীজকম্প্র
অবিরাম উত্তরের হাওয়া।

ঘন বন গান করে হাতছানির হাজার মুদ্রায়,
গান করে হাজার হাজার চেনা আর বুনো গাছে।
পাতা ঝরে, সবুজ হল্‌দে লাল পাতা ঝরে,
পাতা ওড়ে এদিকে ওদিকে
খরগোশের মতো ছোটে, তিতিরের মতো ঘোরে কাছে কাছে
নয়নাভিরাম আমার এ চেনা বনে,
আমার চেনা এ মনে পাতা ঝরে, পাতা ওড়ে, গান করে
উত্তরের হাওয়া মনে, আঁকশিতে অঙ্কুরে মনে, আর বনে॥

১২।৪।৫৬

সনেট

যেই দূরে যাও, ওঠে বিচ্ছেদের অতল অপার
বঙ্গোপসাগরে ঢেউ, যেন নিত্য মাঘী পূর্ণিমার ;
আমার মুহূর্ত ঘন্টা দিন কিংবা রাতে বারবার
অতলান্ত উপমায় তোলে মৌন নীল হাহাকার ;
কিংবা যদি আসে কিছু অন্যমনা বিপ্রলব্ধ বাধা
কিংবা কোনও মনান্তরে অমাবস্যা কালিন্দীতে আধা
বিশ্বব্যাপী হতাশার ত্রিকালজ্ঞ মরা অন্ধকার,
তখনই প্রশান্ত বিশ্ব বালিতে উপলে পাড়-বাঁধা
ডুবে যায়, ভেঙে যায়, ডেকে আনে অন্তিম জোয়ার !

তারপরে সূর্যোদয়, পূর্বদেশে পাণ্ডুর রক্তিমা,
তারপরে শিথিল সকালে শুভ্র তোমার মহিমা,
তারপরে শান্ত স্থির আরোগ্যে বিস্তীর্ণ তটসীমা :
বিচ্ছেদে অভ্যস্ত আমি, বাংলায় কোথা মালাবার ?
প্রশ্ন শুধু কেন বারবার এই মূঢ় হিরোশিমা ?

দেশে কালে

গড়েছি ঘর, তাইতো এই আকাশ,
চিরন্তনে পলক ফেলে মন।
ঘৃণা প্রবল, তাইতো ভালোবেসে
তোমাতে পাই মুক্তি প্রতিদিন।

একাকিত্ব করে অট্টহাস,
তাইতো দেশ, দেশের সাধারণ ;

দুনিয়াবাসী মানুষ মনে এসে
মুক্তি দেয়, ব্যক্তি পায় দিন।

মতান্তরে কোথা মনান্তর ?
পৃথিবী দেয় ধৈর্য প্রাকৃতিক,
বিরাট কাল, পেয়েছি বিস্তার,
দেশে ও কালে মুক্তি প্রতিদিন।

মায়ের কাছে দিনে অবান্তর
শিশু দুটির দুরন্ত প্রতীক ;
তিনি জানেন নেইকো নিস্তার ;
রাতের কোলে মিলবে প্রতিদিন।

যতই চলি, বালি-নদীর মতো
স্বচ্ছ জল অজেয়, অবিরত !
গর্ব তাই অমর স্নায়ুশিরায়,
আমাদের এ আত্ম গম্ভীরায়
বিপরীতের বাহুতে ভয়হীন
আমরা গড়ি মুক্তি প্রতিদিন ॥

নিসর্গসুন্দরী

হঠাৎ ভেঙেছে মাটি ; লুব্ধ বিপর্যয়ে
যেমন সংসার ভাঙে শুনেছি ধনীর ;
হঠাৎ সবুজে লাগে, ধানের কুল্থির
অড়রের কাঁঠালের শালের সবুজে

গেরির হাজার লাল, কঠিন রেখায়,
যেমন শুনেছি লাগে কোনও কোনও দেশে
কবিদের আধুনিক হৃদয়ে গেরুয়া।

তবে বুঝি এই কবিশিল্পীর কলোনি
বসতি ছাড়িয়ে ভাঙা তেপান্তর জুড়ে
প্রত্যেক বর্ষায় নতুন ফাটল ধরে,
নতুন ভাঙনে গেরি হৃদয়ের মাটি
ভেসে যায়, ময়ূরাক্ষী-জয়ন্তী-অজয়
কিংবা কোনও লাল নদী বেয়ে বেয়ে পড়ে
গঙ্গায় এবং শেষে সমুদ্রের নীলে ॥

শুনেছি এ হৃদয়ের লাল অপচয়
বন্ধ করা যায়, বেঁধে, শিকড়ে শিকড়ে,
গাছে গাছে, যাতে লাল-সবুজের ভিড়ে
প্রতিটি সত্তায় গড়ে সংহত আভাস,
বাড়িঘরে, টিলায়, দীঘিতে, ঘাসে ঘাসে
পাহাড়ে, বাগানে, ক্ষেতে, উদার আকাশে
সঙ্গী আর নিঃসঙ্গের অক্ষয় বিন্যাসে।

ধসে-যাওরা ঢল্ দেখি দিগন্তে তন্ময়
সকালে সন্ধ্যায়, ভাবি চেনা উপমায়,
ভালো লাগে পৃথিবীকে, মাটি ও পাথর—
ডুবুরি পাতালে কোথা মনের আকাশ?

১৬।৯।৫৬

একটি কাফি

"বন, গাছপালা, পাথর-টিলা আমায় সেই আনন্দ দেয়, যার জন্য আমার মন কাতর। গ্রামদেশে প্রতিটি গাছ সবাক, যেন আমায় বলে, পূর্ণ! নিরঞ্জন!" বেঠোফেন

আমারও মন চৈত্রে পলাতক,
পলাশে আর আমের ডালে ডালে
সবুজ মাঠে মাঝবয়সী লালে
দণ্ড দুই মুক্তি-সুখে জিরায়ঃ
মাটির কাছে সব মানুষ খাতক।

বিভোল মন অবাক চেয়ে থাকে
সারা দুপুর হেলাফেলার হীরায়,
উদাস মন হাওয়ার পাকে পাকে
ঘুঘুর ডাকে গ্রামের ফাঁকা ক্ষেতে
মিলিয়ে দেয় দুস্থতার পাতক,

বিকাল তাই সন্ধ্যা-রঙে মেতে
শেষ, যে শেষ সারাদিনের পরে
একটি গানে গহন স্বাক্ষরে।

জানো কি সেই গানের আমি চাতক?

১৭।৬।৫৬

আশাবরী

আজকে আমার মন একরোখা আকাশে পথিক,

হাওয়া আর জল দেখি, শূন্যে শূন্যে জল আর হাওয়া
এ ওকে করেছে ধাওয়া অবিশ্রাম, দিগ্বিদিক ভু'লে,
উল্লাসে চেঁচায়, তোলে থেকে থেকে কে কার সঙ্গৎ।

সারাদিন গেছে এই, অন্ধকারে সেই নিশিপাওয়া
রেষারেষি চলে নাচঘরে, নাকি গানের আসরে!
এ জেতে তেলানা যদি অন্যে মাতে তেহায়ের ঘোরে।

আজকে শ্যামলী গৌণ কাল তার হবে বিলম্বৎ
কালকে মাটির পালা, সদ্যস্নাত শুচি জলস্থল
গৃহস্থ বধূর মতো, সম্বৃত যে করে চাওয়া-পাওয়া
আপন সত্তায় পূর্ণ শ্যামকান্তি শান্ত মুখ তু'লে।

সবুজ প্রশান্ত স্থির একটি সে আলাপে পাখিরা
মুগ্ধ হবে, পল্লবে ও ঘাসে ঘাসে তুলবে যে হীরা
সে হীরা তোমায় দেব কালকে হে পৃথিবী, কোমল
মৃদঙ্গ বাহুতে বাঁধা আশাবরী গেয়ে যাবে অজয়ের ঢল্॥

স্বরের আড়ালে শ্রুতি

আমার বাহুতে ভর্ দিয়েও যে পাহাড়ে
যেতে পেয়েছিলে ভয়,
আজ শুনি সেই পাহাড়ের ঘনশিখরে
একলা বেঁধেছ বাসা!

মনে আছে সেই উপরশিলার ঝরনার গলা রুপা,
নিচ্ বাঁকে বালি স্রোতস্বিনীর সোনা ?
আজ নাকি তুমি একলা চূড়ায় সোনারুপা ফেলে দিয়ে
গেঁথেছ শূন্যে একটি তপ্ত হীরা ?

কালো কষ্টিতে আলোর শাণিত নগ্নতায়
অচেনা বনের ছায়ায় মুখর দিনগুলি
কোন্ বিরাগের নৈঃসঙ্গ্যের অন্ধকারে
মেলাও, সে কোন্ তারায় পেয়েছ প্রহরী ?

তাহলে রইব স্বরের আড়ালে শ্রুতি,
সাতটি রঙের তলায় শাদা—না কালো ?
অনুপস্থিতি দিয়ে ঢেকে রেখে দেব
সেদিনের চেনা হরিণীর চোখ দুটি ?

বেশ তাই হোক, তুমি থাকো একা সূর্যে,
আমি অদৃশ্য বাষ্পের নীলাকাশ।
তোমার হাওয়ায় চিতার দীপ্ত গর্ব,
আমি বই বাকি পশুপাখিদের কান্না ॥

১৬।১।৫৬

সময়ের ঘরে

সাবধান তুমি সাবধান
তুমি ওদের কথাতে কখনও দিও না কান।
ভেবো, তুমি মাতা, চোখে চোখে হাতে হাতে
তুমিই বাছার প্রাণ

জীবনের মেয়ে জীবনের তুমি মাতা
ধরিত্রী তুমি ধাত্রী, তোমারই ভার
জীবনের এই সঙ্কট থেকে ত্রাণ।

কখনও ওদিকে খুলে রেখো নাকো দ্বার,
তোমার ঘরেই রয়েছে বাছার প্রাণ,
তোমাতেই আদিঅন্ত সারাৎসার।
ও মাঠে যেও না লোভের বিলাসী হাঁকে,
ভুলো না তোমার সেবিকার সম্মান।
বেঁধে নেবে জেনো অভ্যাসে শত পাকে
ঘুমভাঙানির ঘুমপাড়ানির গান।

ও হাটে যে আছে সে সবার ভালো চেনা,
সারা দুনিয়ার ঘরে ঘরে ওর দেনা।
সময়ের ঘরে মিথ্যা লোভের ডাকে
কি করবে বেচা-কেনা?
সময়ের থলি ফুটো ওর হাত সকলের কাছে পাতা,
রোগীর পথ্য ও কোথায় পাবে বেনামদারির ফাঁকে?
মানুষের ঘরে কিছু নেই ওর দান।

অথচ তোমায় জানি

আমি তো ক্ষমাই চাই,
ক্ষমা নিজের গর্বের কাছে এবং তোমারও।

আরো অনেকের কাছে আমি চাই ক্ষমা,
তৃতীয়ার পঞ্চমীর দ্বাদশীর পূর্ণিমার কাছে

সারা শুক্লপক্ষ ধরে থেকে থেকে ছড়াই যে গ্লানি
অমাবস্যা এনে মাঝে মাঝে ছোটোর সমাজে ছোটো
ছোটো হার মেনে,

পাছে ছড়াই অনেকদিন আরো
আমার গর্বের কোজাগরে পাছে বারবার
রাহুর কলঙ্ক মাখি
ভয়ে বা দ্বিধায়, প্রত্যহের অমনোযোগে,
জীবিকার দায়ে কোনও কিছু সুবিধায়
কোনও কোণে প্রতিপত্তি খুঁজে,
অথবা শিথিল স্বপ্নে স্থূল সম্ভোগের লুব্ধতায়
শিল্পের শিখরে
ঈর্ষায় বিদ্বেষে অজ্ঞতায় নির্বোধের মেদের ঠেলায়
পাছে কেউ কোনও ক্ষতি করে।

বারবার হয়েছে বিচ্যুতি।
অহঙ্কার মৌল মানবিক স্বয়ম্ভূ যা কবির্মনীষি যা
থেকে থেকে হার মেনেছে এখানে ওইখানে
অযোগ্যের কাছে, গৌণ যারা যারা অবান্তর
যারা ভাসে কাঠ খড় কুটা
প্রাচীন নালায় বাজারের আনাচে কানাচে

অথচ তোমায় জানি মনসিজা তুমি প্রিয়তমা,
অজীবন উষার আভায় দেখি
চোখ মেল আমার প্রত্যহে,
সন্ধ্যার ছটায় দেখি ধ্যানমৌন তুমি শুচিস্মিতা
আমার হৃদয়ে স্তব্ধ স্নায়ুর শিখরে
যেখানে আরক্ত শুধু একটি তারকা

ইতিহাসে দীর্ঘ নীলাকাশে
আপন অপরাজেয় গর্বে জ্বলে
উমার হৃদয়ে জ্বলে ত্রিনেত্র যেমন,
সৃষ্টিতে নির্মাণে বাস্তবতন্ময় মানুষের শিল্পের প্রত্যহে
মহা এক তৃপ্তিঅতৃপ্তিতে, সংহতির স্বচ্ছ আততিতে
যেখানে তোমার মূর্তি আমার মনন
একাকার একালের প্রজ্ঞাপারমিতা ॥

রাজধানী

এখানে মৃত্যুর রাজ্য, রাজপুত সাম্রাজ্যবাদের
চারণ স্বপ্নের মৃত্যু রেখে গেছে উত্তরাধিকার,
সেই স্বপ্নে অতীতের অশ্রু ঝরে এখনও যাদের
তারা খুশি প্রত্নে পেয়ে নিজেদের মনের বিকার।

এখানে ঘোরীরা খুঁজেছিল লুব্ধ শক্তির শিকার
কত তুগ্‌লক মদমত্ত দাস খিলিজি লোদীরা
কত কিছু গড়ে গড়ে ঢেকেছিল মৃত্যুর চিৎকার—
মৃত্যুঞ্জয় সাধে সব খেয়েছিল মৃত্যুর মদিরা।

তারা আজ কেউ নেই, আছে কিছু পাঠান পাথর,
বলিষ্ঠ সংহত রূপে। মরে গেছে মোগল বিলাস,
পড়ে আছে মরিয়ার ক্ষমতার শৌখীন স্বাক্ষর,
ম'রে তারা বেঁচে গেছে রেখে শুধু কীর্তির পিয়াস।

বিলেতী ঢাউস্ মৃত্যু রেখে গেছে কবন্ধ বণিক,
দিল্লী আজও সে নির্বোধ শ্মশানের খুঁজে মরে দিক ॥

এবারের বর্ষা

শুধু জল আর হাওয়া, ঝোড়ো হাওয়া, বৃষ্টি সারা রাত,
বাড়ীর দক্ষিণে বুড়ো বট মাতে ক্ষ্যাপা সাইক্লোনে,
গ্রহ উপগ্রহ সূর্য তারা করে সমুদ্র প্রপাত
আবিশ্ব সাইক্লোট্রনে ক্রন্দসীকে ভেঙেছে প্লাবনে।

সারা রাত জল আর হাওয়া, ক্ষ্যাপা ভয়ঙ্কর শোক,
আকাশের শোক বুঝি, মাথা কোটে অনন্ত আকাশ,
বাংলার আকাশ বুঝি শোকে মরে, কেন মরে লোক,
মরেছে, প্রত্যহ মরে, কোটি কোটি মরবে আকাশ ?

বলুক ওরা যা বলে ঃ সমস্যাই হল আজ বটে;
এ যেন পূর্ণিমা চাঁদ হাতে, তবু অমাবস্যা রটে !
মাঙ্গলিক মুক্ত দেশ, তবু ভাঙে উদ্বাস্তু আকাশ !
পৌষমাস কজনার, তাই এই ব্যাপ্ত সর্বনাশ ?

দুয়ারে হুড়কো কাঁদে, জান্‌লার ছিট্‌কিনি পালায়,
কোথায় শার্শির পাল্লা ইতস্তত ছোটে আর্তনাদে,
দুর্মূল্য দুর্দিনে যেন বাড়ীঘর ভেঙে ভেসে যায়
শান্ বাঁধা হাওড়ায় শেয়ালদায় কলোনিআবাদে।

শুধু হাওয়া আর জল, অন্ধকার ঘরে একা জাগি,
শক্তির জুয়ার পাপে সকলেই কমবেশি ভাগী ;
প্রকৃতির প্রতিবাদে আকাশের প্রতীকী নির্ঝরে
শুনি ঐ ঝুরি বট স্বপ্নভঙ্গে উপ্‌ড়িয়ে মরে ॥

দুঃসময়

যে ছিল গলিতে সঙ্গে সেই দেখি ফের
চৌমাথার মোড়ে, চলি
বাঁয়ের গলিতে, আঁকাবাঁকা আলোয় ধোঁয়ায়
যত বাঁক ফিরি দেখি সেই শৃগালের
উদ্‌গ্রীব একাগ্র লোভ গোঁফের রোঁয়ায়।

শেষ করি সে গলি হঠাৎ
ডাইনে রাস্তায় ঢুকি, চলি চওড়া আরামে,
খাল থেকে যেন বা গঙ্গায়,
যদিই সাক্ষাৎ দেখা হয় এস্‌পার ওস্‌পার
এইবার হবে ভাবি।

হয় না তা। আলোর তলায় কালো থামে
সে তখন থম্‌কায় হয়তো বা দেশলাই ধরায়,
যেন শার্টে বোতাম পরায়,
চমকায় আমার ছায়ায়।
জানি না কিসের দাবি তার আমার উপরে।

দেখি চলেছে আবার।
পশ্চিমে ফটক দিয়ে সোজা ঢুকে পড়ি,
সিনেমা বাড়িতে দেখি অনেক পোস্টার,
তারপরে ডাইনের চাখানার মাঝ দিয়ে
চলে যাই পাশের রাস্তায়।

নাচার!
নাস্তায় সে বসে না, আমারই মতন
তার ক্ষুধা তৃষ্ণা নেই

যেই ধরি পূবের বাঁধানো পথ, সেও চলে
ছায়া যেন, কার ছায়া ?
রবারের জুতা পায়ে
ফাঁকা হাওয়া দূর থেকে গায়ে ঠেলে ঠেলে।
দূরে যেন ওড়ে দলে দলে
গোখ্‌রো বা কেউটে—বা, হতে পারে হেলে।

কান মেলে চোখ খুলে
ক্লান্তির কিনারে এসে আল্‌গা দরজা ঠেলে
শেষে এই তোমার চোখের মুহূর্তের মাঝে
তোমার আঙুলে বাঁধি হাত।

সকালের ফুলে অন্ধকার হয়ে আসে স্বচ্ছন্দ তন্ময় !
চলুক ঘড়ির কাঁটা, পথে শানে যারা ঠায় করে পায়চারি,
ক্যালেণ্ডারে যারা কথা কয়,

জীবন তাদের যাবে ভুলে
সমস্ত গলির শেষে সমুদ্রের বিস্তৃত সৈকতে
কালের চিন্ময় নীলে ভেসে যাবে ধূর্ত দুঃসময় ॥

ঘুমাবে সেদিন

চোখে জ্বলে ভিড়ের আরতি,
আশা তার সার্বিক সুখের
সচ্ছলতা, সব মানুষের ;
যাতে বাঁচে সবাই স্বাধীন,
দুঃখে সুখে শুধু আত্মবশ,
ভাষা নয় দাসের মুখের,

পরবশ বুকের তুষের
নিরুপায় আগুনে নিকষ—

তাই রাজনীতিতেই গতি।
মুক্তি চায় ব্যক্তিত্বে সবার,
উর্ধ্বশ্বাস তাই তার দিন,
স্বপ্নহীন তাই তার রাত,
অতৃপ্তিতে উদ্‌ভ্রান্ত হৃদয়
খোঁজে শুধু সমগ্রের জয়,
মুষ্টিবদ্ধ শপথের হাত
সে রাখে না স্নিগ্ধমৃদু গালে
কিংবা কোনও বুকের আশ্রয়ে,
সন্ন্যাসী সে অথচ সাধনা
ইহলোকে মর্ত্য আরাধনা,
স্তব তার জনতার তালে।

নির্মাতা সে, শিল্পী সে, ভাস্কর,
জীবনের মূর্তি পরস্পর
মানুষে মানুষে হাতে হাতে
গ'ড়ে দেবে প্রেমের সংজ্ঞাতে ;
কর্মে তার শিল্পীর আকূতি,
সর্বদাই অতৃপ্ত জিজ্ঞাসা ;
প্রেমিক সে, বহু আলিঙ্গনে
নৈর্ব্যক্তিক একাত্ম বিভূতি
খুঁজে মরে ব্যক্তির স্বাক্ষরে।
যেইদিন তার ভালোবাসা
ঘর পাবে, ঘুমাবে সেদিন,
ঘর পাবে প্রতি ঘরে ঘরে ॥

গান

ওরকম আমারও ঘটেছে,
যখন গায়ক নিজে অথবা গায়িকা হয়ে ওঠে গান কথা সুর
আর শ্রোতা হয়ে যায় অধরা সে গানের বিষয়
আধেয় আধার একাকার শরীর ও অশরীরী প্রাণ ;
তখন মুহূর্তে ধুয়ে যায় অবাস্তব বর্তমান সমস্ত জঞ্জাল।
একবার মনে আছে একটি টপ্‌পার মধ্যে
উদভাসিত হয়েছিল আসমুদ্রহিমালয়
প্রাচীন বিশাল ভারতবর্ষের অন্তরের ঘনিষ্ঠ আকাশ
মালতী ঘোষাল তাঁর স্পষ্টস্বরে গাইলেন যখন এই
পরবাসে রবে কে এ পরবাসে
আজীবন দীর্ঘ পরবাস।
সেদিন দেশের সত্তা রবীন্দ্রনাথের দীর্ঘশ্বাসে
সুরের সত্যের নিঃসংশয় উদার অক্ষরে
চিরতরে মূর্তি পেল পেল থেকে থেকে একা ভিড়ে
আবৃত্তির বাণী।
রবীন্দ্রনাথের গান হ'য়ে গেল দেশ সারাদেশ
বিস্তৃত যন্ত্রণা নিজবাসভূমি এই পরবাস দেশ।
সেই থেকে একা একা ভিড়ে অনুকূল হাওয়া ডাকে
আমাকেও, পরবাসী চলে এসো ঘরে।

গানের বাস্তবে মাঝে মাঝে এরকম ঘটে,
মনে পড়ে একবার কয়েকটি পড়া-শোনা কথা
দেবব্রত বিশ্বাসের উদাত্ত গলার একাত্মীকরণে
কি দরদী ঢেউ তুলেছিল এক সভাঘরে সভ্যভব্য মনে,
গায়কের দুই চোখ অন্তরঙ্গ, সমগ্র চেতনা শুধু গানে,
কথার গলার বৃষ্টিতে বিদ্যুতে সুরে একাকার,
বাইশে বা অন্যকোনও দিন হয়তো বা দোস্‌রা শ্রাবণে
আকাশ যেমন মাতে অর্ধনারীশ্বর নৃত্যে, তেম্‌নি ধরনে।

আর সমস্ত জীবন সমস্ত অতীত
চৈতন্যের দীর্ঘ তেপান্তর পেয়ে গেল জল, জলদর্চিশিখা
বিশুদ্ধ স্মৃতির তীব্র প্রখর সম্বিত,
সব কিছু অবান্তর কথা চিন্তা ধুয়ে গেল,
আর চোখে জল এল নৈর্ব্যক্তিক দুর্নিবার—
কথা কও কথা কও অনাদি অতীতঃ
তুমি আর তুমি আর তুমি কি কেবল ছবি শুধু পটেলিখা
ওই যে সুদূর নীহারিকা যারা করে আছে ভিড়
আকাশের নীড় ওই যারা দিনরাত্রি
আলোহাতে চলিয়াছে আঁধারের যাত্রী
তুমি কি তাদের মতো সত্য নও ?
হায় ছবি তুমি শুধু ছবি ?
যা কিছু এখন নেই অতীতে বা ভাবীকালে সবই শুধু ছবি ?

এরকম আমাদের অনেকেরই ঘটে,
দুঃখের বিষয় ঘটনাটি প্রায়ই আমরা ফেলে দিই,
মারা যায় দিনের ট্রাফিকে,
দিশাহারা গোলমালে আমাদের প্রত্যহই ধ্যান ভাঙে,
অথচ ধ্যানের নীল আকাশই তো চাই লালদীঘিতে এসপ্লানেডে,
মন চাই জ্ঞানে কাজে আপিসে বাজারে কলে মিলে
দপ্তরে চত্বরে উল্লাসে সংকটে গান চাই
প্রাণ চাই, গান চাই শেয়ালদার শেডে ॥

২২।৮।৫৭

চিরঋণী

পৌঁছলুম ভোরের আকাশে,
তখনও জড়ানো রাত্রি গাছে ঘাসে মাটিতে পাথরে।

নিস্তব্ধ বাতাসে বাজে নুড়ির স্বরদ আর জলের সেতার
নানান কলিতে ছুঁয়ে ছুঁয়ে কোমলে কড়িতে পাশা কেটে
আশাবরী যোগিয়া টোড়িতে।

ডাইনে ঝোপের ডাকে ঢুকে দেখি একটি ঝলক
শুধু দুটি চোখ জ্বলে, আসন্ন সন্ত্রাসে স্থির
ঘৃণায় ও ভয়ে নিষ্পলক সংবৃত চিতার দুটি চোখ।

সারাদিন জরিপের অরণ্যরোদন।
বাংলোয় ঘনায় রাত্রি,
তামা দিয়ে লোহা দিয়ে গড়া অন্ধকার,
অথচ ভিতরে ছোটে সরীসৃপ হাজার সংশয়।

চ'লে গেছে খিদ্‌মদ্‌গার তার দূর গ্রাম্য ঘরে।
আমি একা ব'সে আছি পরিশ্রান্ত
ঘুমের নদীর যাত্রী কণ্টকিত অরণ্যের নানা নৈশস্বরে।

আর থেকে থেকে মুহূর্তের অবশ অসাড় স্তব্ধতার অতল সাগরে
ডুবে যাই আর ভেসে উঠি, তাকাই দুয়ারে খিল কিনা।

যখন ঝিঁঝির বীণা মাঝরাতের মৈহারী রাগিনী
ধরে ধরে প্রায়,
অন্তরঙ্গ এক ডাকে গরাদের ফাঁকে দেখি
আশ্চর্য ঘনিষ্ঠ একটি হরিণ আর একটি হরিণী
কাচে নাক ঘষে আর মানবিক চোখ মেলে দেয়
উদ্বাস্ত নির্ভরে উপহারে।

জীবজগতের কাছে সেই থেকে আমি চিরঋণী ॥

ভয় পাই মনের মুক্তিতে

হেসোনা, কারণ ক্ষুরধার হাসির নখর
তোমারও গলায় পড়ে, কারণ তুমিও চাও,
আমরা সবাই চাই স্বস্তি বা বিশ্রাম
চিন্তার খাড়াই গহন পাহাড় থেকে নিরাপদ জনপদে
অভ্যাসের পাকা শানে, খিল-তোলা দ্বারে
প্রাসাদে কুটিরে, নিজের অন্যের মইদেওয়া ধানে ধানে।

মননের নিঃসঙ্গ যন্ত্রণা কেবা বলো চায়,
যখন মন্ত্রীরা সব মন্ত্রণার সোজা পথ বাৎলায়, তখন কেনবা
নিজে নিজে পথ খুঁজে মরা? পরিশ্রম
তাতে যে বিস্তর, তাছাড়া কোথায় কোন্ কোণে কোন্
নির্মম বিপদ উঁকি দেয়।

আমরা সবাই চাই সংক্ষেপিত সুখ,
কারণ দুঃখও তাতে সংক্ষেপিত হতে পারে।
গড্ডলিকাবাদে মেলে স্বচ্ছ সুখ, সোজা স্বস্তি, অভ্যস্ত আরাম।
তাইতো আমরা এত ভয় পাই ঝুঁকি নিতে মনের জঙ্গলে,
যেখানে চোখের দাবি কানের ঘ্রাণের
সারা শরীরের দাবি দঙ্গলে দঙ্গলে ভিড় করে পাহাড়ে প্রান্তরে
দাবি তোলে দিনরাত্রি অমান্যের আন্দোলনে।
অথচ সাত্ত্বিক সভ্য জনপদে সরল ব্যবস্থা বিধি,
তাছাড়া মন্দির আছে, মস্‌জিদ্, গির্জাও, নানাবিধ ধুম,
ঠাকুর মহাত্মা কর্তা নেতা বা নায়ক—
আঙিনা বা পাড়ার মণ্ডপে নুড়ির নানান্ রূপ।
তাই একদিকে থেকে থেকে রূপধারী ভেবে বসে
হয়তো বা সত্যই সে নুড়ি, বুঝি দেবতা বা দেবী, চায় পূজা ঝুড়ি ঝুড়ি।
অন্যদিকে আস্তিকেরও মনে হয় লোকগুলো অথবা লোকটা
ঠাকুর মহাত্মা কর্তা নেতা বা নায়ক ছোটো বউ অবতীর্ণ দেবদেবী

নুড়ি নয়, প্রকৃত মানুষ, নড়ে চড়ে, দোষে গুণে জড়িত মানুষ,
নুড়ি ছুঁড়ে ফেলে দিতে চায়, হয়তো বা আরেক নুড়ির লোভে ;
হয়তো বা নাস্তিক আবেগে মাথা কোটে, বলে, হায় হায়
নুড়িবাদ খুবই মন্দ, নুড়ি বরবাদ।

এতে হাসির কিছুই নেই, তোমরা সবাই, আমরাও
স্বস্তি চাই সস্তা সহজের জনপদে গির্জায় ঢিপিতে
আইকে মাইকে সোনায় রুপায় খুঁজি গুরু, প্রভু, সাঁই
পথে পথে গড়াগড়ি দিই আজ কারো নাক কেটে কাল কারো কান জুড়ি
এই যুক্তি এই সংযুক্তিতে।
মননে জঙ্গলে উৎরাই খাড়াই ব্যক্তিস্বরূপের আপদে বিপদে
বুনো মহিষের পাল শখ ক'রে কেই বা চরাই ?

আমাদের সাহস অভ্যাসে, আমাদের অহঙ্কার
নিতান্ত সে শৈশবের পরে, বড়ো কম, বড়ো অসহায়।
আমাদের সত্তা শত অশ্বথ তলায় বুলির বাতাসে নিত্য ঝুরু ঝুরু।
ভয় পাই খাড়াই চূড়ায় গহন জঙ্গলে তেপান্তরে,
ভয় পাই মনের মুক্তিতে ॥

অবর্তমানের দিকে

সত্যই, জীবনে দুঃখ প্রচুর প্রবল,
দুঃখ ঘরে ঘরে।
অভাব ও আতিশয্য দুই উচ্ছৃঙ্খল
দস্যু নানা স্তরে।

অভাব ও আতিশয্য ব্যক্তিতে ও দেশে
হৃদয়ে শরীরে।

তবু ভাবি অনন্য এ জীবনের শেষে
অন্ধকার তীরে
—যেখানে নদী বা ঘাট গ্রাম বা শহর
কিছু নেই, খালি
শূন্য, শূন্য অহরহ নিস্তব্ধ প্রহর,
শুধু এক ফালি
অর্থহীন সময়ের অমোঘ নিয়মে
জীবনের ছেদ,—
আমি নেই, জীবনের দুঃখের সে সমে
নেই হর্ষ খেদ।

তাই ভাবি জীবনের দুঃখসুখ থাক্—
যতদিন থাকি।
তারপরে যবে হব নিশ্চল নির্বাক্
থেকে যাবে বাকি
সমস্ত দেশের আর বিশ্বের জীবন।
আরেক অভাবে
মানুষের দুঃখ সুখ পাবে উত্তরণ
আপন স্বভাবে।
কারণ জীবনে শুধু মৃত্যু বাদ সাধে
মানুষ তা জানে,
আর সব অবান্তর, অন্ধ লোভে বাঁধে
মানুষ অজ্ঞানে।

তাই শেষ দিনে—আসে আসুক যেদিন,
ফেলি দীর্ঘশ্বাস
অবর্তমানের দিকে, যখন সে-দিন
প্রত্যহ প্রকাশ।

আমি বাংলার লোক

আমি বাংলার লোক, ছিন্ন ভিন্ন আমার জীবনে,
রৌদ্রময় সামুদ্রিক এই রক্তে, এই নদী এই মাঠ আমজাম বনে
ক্ষিপ্র স্বচ্ছ বর্ণাঢ্য ভাষার নূতন নূতন হর্ষে বলিষ্ঠ বিস্তার।

চোখে কানে ঘ্রাণে দেহে
মনে প্রাণে একান্তিক আমার স্নায়ুতে
এ রাঢ় দেশের রং তোমার প্রতিমা হল
প্রায় শত রবিবর্ষে লক্ষ লক্ষ সত্তার আয়ুতে।

সামুদ্রিক এই ছন্দ অস্বীকারে বিপ্রকর্ষে
রবিরশ্মি পুড়ে যাবে,
শুধু পাবে কৌটিল্যেরা
ধূর্ত অন্ধকারে ঘৃণ্য মৃত্যুর ধিক্কার ॥

জ্বর

কমেছে জ্বরের তাপ, মাথায় শরীরে
গিঁটে গিঁটে, এখনও দেখছি, নামে নি অঘ্রাণ ;
স্নায়ুর আরোগ্যস্নান ঘুমের শিশিরে
কানে কানে শোনায় নি প্রসাদের প্রত্যূষের গান।

হয়তো, এ জ্বরের আবেগ থেকে যাবে চিন্তায়, স্নায়ুতে ;
জীবনের গ্রন্থিতে গ্রন্থিতে রোগের মোচনে
শেষ হবে হয়তো বা ; হতে পারে, রেখে যাবে মনে
মৃদু এক সুরভি নম্রতা সবলের প্রশান্ত আয়ুতে।

মনে হয়, হয়তো বা জ্বর আর জ্বরের জীবন
কোনও এক প্রচ্ছন্ন হিমের নিদাঘ-নির্ঝরে
গঙ্গায় যমুনা খোঁজে, সমতলে। তাই মন
স্তব্ধ আজ বিচ্ছিন্ন প্রয়াগে, নির্জীব, নির্জ্বর ॥

মৃত্যুকেই করেছি উদ্ধার

জীবনে প্রচুর লাভ, বাঁচা, বন্ধু, প্রেম, কাজ, আশা ;
মৃত্যুও উদার লোক, দু হাতে দিয়েছে বহু স্মৃতি।
এদিকে অতীতে তাই লোভ, তবু সর্বদা পিপাসা
আজ থেকে কাল আর কালান্তরে। তাই তো সম্প্রীতি
আশৈশব পেয়ে আসা, এ দেশের হৃদয়উত্তাপ
প্রাচীন মননে তীব্র বর্তমানে আর ভবিষ্যতে।

এ উত্তাপে মৃত্যু ভোলে হেমন্তের বিলাতী বিলাপ,
সমুদ্রহাওয়ায় ওড়ে শুধু স্মৃতিরেণু বনে মনের পর্বতে।

তুলেছি যে উপহার আমি নিজে, মৃত্যুর বঞ্চনা
বন্ধ ক'রে বার বার মৃত্যুকেই করেছি উদ্ধার ;
যখন মৃত্যুকে দিয়ে যাব সবকিছু বসুধার,
তখন মৃত্যু বা আমি কে-বা কাকে কি দেব গঞ্জনা ?

প্রেম আসে

প্রেম আসে অঘ্রাণের সূর্যোদয়ে, আসে
বনের স্তব্ধতা আর বহুবিধ ক্রৌঞ্চের উল্লাসে,
আকাশে বাতাসে তার থরোথরো রক্তিম স্পন্দন।

প্রেম আসে মাধুর্যের যন্ত্রণায়, হাসে
প্রবাসীর প্রত্যাগত ঘরের বিস্ময়ে,
জীবনে মৃত্যুতে আসে প্রেম, মুক্তি প্রেমের বন্ধন,
দিবারাত্রি প্রেমেই কেবল মেলে শ্রেয় ও শ্রেয়সী।

প্রেম আসে আনন্দের সূর্যোদয়ে, আসে
প্রহরে প্রহরে, আসে খরতর তেজে,
আশ্বিনে সূর্যাস্তে প্রেম সম্পূর্ণের মধুর বিষাদ,
আবার প্রেমেরই আলো অন্ধকার ভয়ে
দুরুদুরু দীপান্বিত বৈশাখীর শেজে।

সূর্যের উদয়ে অস্তে প্রতিষ্ঠিত শাশ্বতী প্রেয়সী,
প্রেমেই সমগ্র তুমি, হেরে যায় কালের নিষাদ ॥

১৩।৮।৫৬

পরবাসী চলে এসো ঘরে

আপন লাগে কি এবারে গ্রামের গলি ?
হাওয়া অনুকূল, প্রবাসীও ফেরে ঘরে,
ফেরে নিজবাসে শান্তিতে ঘুমে হৃদয়,
অনঙ্গ ঘুমে সকল অঙ্গ ভরে।
পরোক্ষে দেখি মাধুরী, চন্দ্রাবলী !

তবুও মাথুর দেশে কালে সন্তত,
জন্মপ্রবাসী কেন আমাদের হৃদয় ?
আমি অন্তিমে, অঙ্গনে অন্তত
তোমারই প্রসাদ বিলাও, চন্দ্রাবলী।

তুহুঁ কোরে একি দোঁহে কাঁদা বিচ্ছেদে,
বিপুল পৃথিবী এবং একটি হৃদয়।
সাধে ও সাধ্যে একে-দশে ভেদাভেদে
সারাটা দেশে কি মাথুর, চন্দ্রাবলী ?

দুজনেই আছি একটি আশায় বাঁধা,
এক সাধনায় গেঁথেছি অনেক হৃদয়,
সকলেই জানি প্রবাসে মেলে না রাধা।
ঘুচুক বিরহ, মিলনে সাধ্যসাধা,
তুমি আমি দোঁহে দেখব, চন্দ্রাবলী ॥

৩০।৬।৫৭

মন যেন নিভন্ত অঙ্গার

শেলির কথাই বলি, কবিদের মন
যেন নিভন্ত অঙ্গার, কবিতার শিখা জ্বলে
কমবেশি হাওয়ার দমকে।
হাওয়ার দায়িত্ব জেনো তোমার আমার,
কোন্ দিকে হাওয়া দিই, শুকনো কি ভিজা,
ধীর বা অস্থির, এলোমেলো অথবা নির্দিষ্ট।
কবিতা চকমকি নয়, জ্বলে না চমকে,
কবিতা অঙ্গার, জ্বলে আমাদের মনের হাওয়ায়,
দেশের ও দশের হাওয়ায়।

আর যদি হাওয়া নাই থাকে, একেবারে বায়ুশূন্য
শ্বাসহীন রসাতলে ?

এসো তবে হাওয়া তুলি, শুচি স্থির মানবিক হাওয়া,

অঘ্রাণে উত্তরে হাওয়া, বৈশাখে দক্ষিণ,
আষাঢ়ে পূবালি আর আশ্বিনে পশ্চিমা,
মেটাই যা কিছু আছে মানুষের এ জীবনে
প্রকৃতির, জীবনের মুখ্য চাওয়া-পাওয়া।

কবিদের দাবি জেনো বড়ই কঠিন, অথচ সরল,
অত্যন্ত সহজ আর তাই তো কঠিন।
তারা চায় মানসের স্বচ্ছ মুক্ত হাওয়া,
দেশে বা সমাজে সমব্যথা, সততা, বিনয়, প্রেম ;
ব্যক্তিক ও মানবিক, জীবে প্রেম, প্রকৃতির প্রেম,
নির্লোভ শুচিতা, আত্মীয়তা—
তবে না বইবে হাওয়া, মনের অঙ্গার
জ্বলবে হীরার মতো
অক্ষরে অক্ষরে মনে মনে উজ্জ্বল কবিতা।
না হ'লে তো মুক্তি নেই তোমার আমার।

এ বুঝি অদ্ভুত যুক্তি ? অথচ সহজ, অত্যন্ত সরল,
এতই সরল যে আজকে বাংলায় অদ্ভুত :
যেমন ধরোনা তুমি, ভাবো বেশ আছ তুমি
হিম-হাওয়াভরা ফ্ল্যাটে কিংবা বিরাট প্রাসাদে
—কথায় কথাটা বলি, তা না হলে এদেশে একালে
প্রাসাদ কোথায় ?

ধরো আছ বেশ সুখে, সচ্ছল, প্রবল,
ভাবো তুমি জীবনের শেয়ানা শিকারী,
ভাবাটাই স্বাভাবিক ;
ভাবো আছ এদেশের পক্ষে বেশ,
লাখপতি বা রাজার আরামে, নিদেন মন্ত্রীর।
যখন ট্রাফিকে থামে গাড়ি কিংবা বাধ্য হয়ে ভিড়ে নামো

হাওড়ায় কিংবা শেয়ালদায় কিংবা কোনও নির্বাচনে,
তখন তো ভাবো এই গৃহহীন দল
প্রতিবেশী এমনকি স্বদেশীয়, তবুও ভিখারী,
এরা সব দেশের আহুতি, নিতান্ত অঙ্গার—
ভুল ভাবো,
হাওয়ার ঘূর্ণিতে সময়ের চোখে চোখে আঁধি লাগে,
ভুল দেখ,
কারণ তুমিও ঐ ভিখারীই, পয়সার ওপিঠ,
আঙুলে বাজিয়ে ফেল, কোন্ পিঠ পড়ে তা কি জানো ?
যদিচ শেয়ানা হাত তবু ভিখারীই, অচেতন বা অর্ধচেতন,
কিংবা ভিখারীও নয় জীবনের দ্বারে।
মনুষ্যত্ব বড়োই কঠিন ব্রত ; সূচীমুখে তার
ক্ষুরধার পথ নেই, থলিপেট ঘাড়উঁচু উটেরও যাবার।

অবান্তর কার্যকারণের ঝড়ে এলোমেলো হাওয়ার ধূলায়
তুমি ভাবো পথে নয় ঘরে আছ,
ভেবেছ অন্যের শুধু উদ্বাস্তু শিবির।
ভুল দেখ আবির আঁধারে।
দমবন্ধ জমাট গভীর বুকচাপা অন্ধকারে কবে
নিভিয়েছ মনের অঙ্গার, মানবিক সমস্ত আগুন,
সেই কথাটাই জানা নেই আর।
এক সে হাওয়ায় আমরা সবাই জ্বলি, আমাদের মনে মনে,
খড়কুটা, কেউ ঘুঁটে, কেউ বা অঙ্গার,
অবশ্য সবার আর নেই মন, কবির অথবা অক্'বর।
মন্বন্তর কারো মনে কারো বা জীবনে মারে।

হাওয়া চাই লক্ষ্যে স্থির।

৯।৫।৫৭

আমাদের মেয়েরা

ছোটোখাটো বীরত্বের প্রাত্যহিক নিষ্ঠার জীবন ঃ
সূর্যের জাগার সঙ্গে ভোরে ওঠা, দিনরাত্রি
নিয়মিত নম্রসুরে বাঁধা।
বাসরের বাসি অঙ্গ মেজে সন্তস্নাত চুলে গিঁট
সংসারের কাজকর্ম সারা, চায়ের জোগান দেওয়া
কাঁদা নয় ধুয়ার ছলনে রাঁধা তিন-চার পদ,
তারপরে ছেলে-মেয়ে, খাওয়ানো-পরানো,
অসুখ বিসুখ, সেবা, পথ্য দেওয়া,
তারপরে বাকি কাজ শেষ করে
খাওয়া কিংবা উপবাস—ব্রত-পূজা-মানতের,
দু-চার মিনিট রৌদ্রে চুল মেলা,
সেলাই অথবা এলো খোঁপা বেঁধে ঘুম,
হয়তো বা ঘুম নয়, জীবনের নভেলের স্বপ্ন দেখা
ঘনপক্ষ্ম চোখ বুজে। তারপর আবার সংসার।
বৈকালী প্রস্তুতি ফের, বারান্দায় কিংবা ছাদে
বিনুনির দীর্ঘ ইতিহাস, একটু বা ঝুঁকে দেখা
কিবা যায় ফেরি, কারণ সেকালে ছিল নানান ডাকের
হরেক মালের নানাদেশী ফেরিওলা, কলকাতায়
পাড়া ছিল, পাড়ায় পাড়ায় গন্ধ ছিল স্বাদ ছিল
ছিল বিশিষ্ট চেহারা, ছিল প্রতিবেশী।
তারপরে কিছুটা বা ঘষামাজা, ওরই মধ্যে
যাই হোক শাড়ির বাহার।

তোমরা দেখনি বুঝি এইসব, তোমরা করেছ দেরি
চাকুরে সে মরস্বর্গে, বাংলার বুর্জোআর রেনেসান্সে,
মধ্যবিত্ত বাঙালীর স্বর্ণযুগের মধুর জীবনে,
দীঘির মতো যা স্বচ্ছ, সীমা যার জানা।

এখন জীবনে বহু দূর স্রোত মেশে, তোলপাড়
নানা পাড়ে, বিষম ঝঞ্ঝাট, ভুলত্রুটি, জ্বালা ঢের,
উত্তেজনা, দুঃখও প্রচুর, আরেক গৌরব।
এখন তোমরা শুনি জঙ্গী, কেবল গৃহিণী নয়,
জীবিকার লড়ায়ে তোমরা রঙ্গিলারা
আমাদের পাশাপাশি, প্রতিবেশী, সহকর্মী

কিংবা বলো প্রতিযোগী, তোমাদের চলায় বলায়
জীবনের দাবিদাওয়া তাই তীব্রতর অন্তর্যামী হয়ে ওঠে,
তোমরা ভ্রূকুটি হানো তাই আজকে আওয়াজে
অবশ্যম্ভাবিতার বিদ্যুৎ ঘনায়। সুখ-ও অনেক,
মাধুর্যের অন্ত্যসুরে অন্তরঙ্গ আপিসের ভিড়ে কিংবা ক্লান্ত রাত্রে
এমন কি মেয়েলি মিছিলে, শাড়ির বিন্যাসে,
তোমরা এনেছ আজ অমিত্রাক্ষরের
বিপদসঙ্কুল সমৃদ্ধির জের পয়ারের মিলে।

তোমাদের বৈচিত্র্য বহুধা। মুগ্ধ চোখে দেখি
দু যুগের বাঙালী মেয়েকে। এপারে ওপারে গঙ্গা, বহু লাভ
কৃতজ্ঞ বৃদ্ধের।

১৫।১।৫৭

এবারের গরম

১

অনাবৃষ্টি অনিদ্রায় দিনরাত্রি কাটে, নিষ্পলক
শাদা চোখে চেয়ে থাকে আমাদের বিভক্ত আকাশ,
সৌভাগ্যবশত তবু ঘরে থাকি, বিজলী বাতাস
খাইদাই, কাজে যাই, চোখে পড়ে বহু পলাতক

বিহারী সংসার পাতা পথে শানে, করে বসবাস
বৃদ্ধবৃদ্ধা, দম্পতিও, সদ্যশিশু, যুবক, বালক,
মোতিহারি সীতামারি ছেড়ে আসে—কে প্রতিপালক ?

এদিকে আকাশ শাদা শুক্‌নো চোখে কাঁপে রুদ্ধশ্বাস,
আকাশের আশা নেই পুনর্বাসনের আর, জীবনের শখ
কে তার মেটাবে ভাবে, দেউলিয়া উদ্বাস্তু অভ্যাস
সারাটা দেশের মনে চোরাবিষ, ধূর্ত নাগপাশ
ছিঁড়ে কেবা আনে মুক্তি বৈশাখীতে একটি ঝলক ?
হে সমুদ্র হিমালয় ! অসহ্য এ শুক্‌নো অবহেলা,
অশ্রু দাও বৃষ্টি দাও, বেয়ে যাব বেহুলার ভেলা ॥

২

পানিতে পিয়াসী মীন, কবীরের পেয়েছিল হাসি,
আজ আর হাসি নয় আজ রাগ হে সন্ত কবীর
পানি আজ কাদা, ধুলা, যত নদী দীঘিতেই ভাসি
শুধু পাঁক, স্বচ্ছ জল কোথা পাব ? চৈতন্যে গভীর
কাদার প্রভাব লাগে। আজ শুধু কূপের প্রাসাদে
মণ্ডুকেরা পঞ্চমুখ। তাই মরি শতনদী দেশে
আমরা তৃষ্ণার্ত মীন পানিতে পিয়াসী ভেসে ভেসে।
কারো ছাতি ফাটে কারো পোয়া বারো বলেছে প্রবাদে।

৩

রাত্রিদিন একাকার, ঘুম নেই জলের প্রলাপে,
অস্থিসার কলকাতায় শোথাতুর মরুভূমি,
জল কেনো গণ্ডূষ গণ্ডূষ মারোয়াড় গ্রাম যেন ;
আকাশ বিবর্ণ, মনস্তাপে সূর্যোদয় রক্তহীন,
প্রত্যূষ অভ্যাসে প্রতিদিন আকাশে তাকাই ;
পথে গাছে সরসতা খুঁজে মরে মন
বৃথাই, বৃথাই নীল সমুদ্রের দাক্ষিণ্যে বাতাস।

আনন্দ বা যুগান্তর দিয়ে যায় সাইকেল পিওন।
চায়ের প্রভাতী স্নান তারপরে।
পশ্চিম বঙ্গের বসবাস
দুর্বিনীত বঙ্গবাসী কেন চায় জানো ?
নটা বাজে,
বাজারে যাইনা আর, মাছ আলু পটলের চাষ
উঠে গেছে ভঙ্গ রঙ্গভরা বঙ্গদেশে।
খাওয়া পরা ব্যাপারটাই বাজে,
সংসার অনিত্য অতি মঙ্গলময়ের দেশে,
জীবনকে মৃত্যু কি জীয়ায় ?
শীততাপনিয়ন্ত্রিত আইনে চালাবে নাকি জনতাসন্ন্যাস ?
ভবঘুরে ডাকঘরে আমাদের সকলেরই গতি নাকি শুনি বেতিয়ায় !

৪

আকাশে নীল নেই, বিবর্ণতা
যেন বা জামশেদ বার্নপুর ;
অথবা শ্বেতকণার প্রাচুর্যে
রক্ত যেন মরুভূ পাণ্ডুর।

দুঃখে তো কান্না স্বাভাবিক,
দগ্ধ শাদা চোখে মেটে কি শোক ;
অশ্রু উবে যায় এ সূর্যে
কেন এ প্রকৃতির অন্যথা ?

বেতিয়াপলাতক দেশের লোক,
সারাটা দেশ বুঝি বাস্তুহীন,
কবে যে বাংলার এ দুর্দিন
ক্ষান্তি মানবে ও নামবে জল !

নামবে কবে জল, বজ্রগান
বৃষ্টি করতালে শুনবে দেশ,
মেলবে লাখে লাখে চিৎকমল,
মুক্তিস্নান সেরে পরবে বেশ
নতুন জীবনের সারাটা দেশ
সাবিত্রীর প্রেমে সত্যবান।

শত মুখ নদী খাড়ি সমুদ্র পাহাড়

ব্যক্তির বয়স বাড়ে দিনে দিনে বছরে বছরে,
পৃথিবীর আকাশের সময়ের পরিক্রমা দীর্ঘায়িত থেকে যায়,
এই জানা ছিল এতকাল। আজ দেখি আমারই মতন
আকাশ জরিষ্ণু শাদা, ভাবি এতকাল
আনন্দে আনন্দে মন বেঁচেছে কেমন,
প্রচুর আনন্দে, আর বিচিত্র বহুধা
আনন্দে বেঁচেছে মন, প্রকৃতির মতো, দুঃখেসুখে
শুদ্ধ প্রকৃতির মতো। আনন্দিত বছরে বছরে
গাছে ঘাসে ক্ষেতে মাঠে বাগানে প্রান্তরে বনে
পাহাড়ে সমুদ্রে আর নদীতে দীঘিতে
আকাশে আকাশে নিত্য প্রহরে প্রহরে,
শুদ্ধ প্রকৃতির মতো, আনন্দই দিয়েছে বসুধা,
মনে মনে, ইন্দ্রিয়ে ইন্দ্রিয়ে, একা একা, নিস্তব্ধ মুখর,
কিংবা দুইচার প্রিয়জন অথবা প্রিয়ার
সাহচর্যে, গান বই ছবির আনন্দে উপলব্ধ।
অথচ জীবনে আজও মেলেনা আনন্দ,
ইংরেজী অথবা দেশী জীবনে যে একা নই,
সে কথা কি একদণ্ড ভোলা যায়?

প্রায় সকলেই জীবিকার বাজারে বাজারে ক্রীতদাস,
চতুর্দিকে দাসত্বের গ্লানি আজও চতুর্দিকে দ্বার বন্ধ,
যদিও মর্যাদা আজ দূরের আকাশে আসন্নসম্ভবা,
এখনও জীবনে ব্যাপ্ত দারিদ্র্য, অস্বাস্থ্য, অপমৃত্যু,
অসত্যের অন্যায়ের নানা বিভীষিকা,
একদিকে অকর্মণ্য নানা খেলা, মৃত্যুময় অহমিকা !
অন্যদিকে অনাহার, অর্ধাহার।
জীবনের পৃথিবী কি এরা চায় হ'য়ে যাক্ ভিক্ষুক বিধবা,
আকাশ কি এরা চায় মরুভূমি—উন্মাদ লিঅর ?
আমার বয়স হল, মৃত্যুর গোধূলি ছাড়া
জীবন ও মন আজ এ জীবনে মিলবে কি আর ?

এখানে ঢেমনা ঢোঁড়া বৃথা ভাবে তারা বিষধর,
শ্রীযুক্ত শ্রীযুক্তাদের ডুগ ডুগি বাঁশির এ কী খেলা,
শৈশবে দেখেছি পথে খেলা করে ভালুক বানর,
এখনও শিশুরা দেখে মুগ্ধ চোখে হুদণ্ডের মেলা।
কিন্তু কার ভালো লাগে বর্ষে বর্ষে দপ্তরে দপ্তরে
অমুকের ভাগ্নে ছেলে তমুকের ভ্রাতুষ্পুত্রী ঢোঁড়া
দেশের দুর্ভাগ্য নিয়ে খেলে যাবে নির্বোধ স্বাক্ষরে,
মুরুব্বির জোরে, ভাব—যেন শঙ্খচূড় চন্দ্রবোড়া ;

না, আমার মনে হয়
আশা আছে,
ঘুরেছি অনেক গ্রামে কিছু বা শহরে,
বেঁচেছি অনেকদিন,
আশ্চর্য করেছে বারবার
কুঁড়ে কোঠা মন্দির মসজিদ কেল্লা মাঠ ক্ষেত সমুদ্র পাহাড়
এদেশের মর্মভেদী অন্তরঙ্গতায়,
রক্তের স্পন্দনে অনেক নদীর ছন্দ

ভাঁটায় বন্যায় সমানে তুলেছে ঢেউ
চৈতন্যের রোমাঞ্চিত পাড়ে পাড়ে।
তাই তো বিশ্বাস আশা
মাঠের আকাশ যেন মর্মে মর্মে নীল,
মরিয়া গর্বের জোরে,
এদেশেও হবে জানি এদেশেই আমাদের রাত্রি হবে ভোর।
আজ বটে অবান্তর বিপরীত অশুভবুদ্ধির জয়জয়,
আজ শুধু ভবঘুরে ডাকঘর মুদ্রার বিপ্লব-ব্যঙ্গ
মানুষের হাতে দেয়, অসহায় হাহাকারে
জনতার ট্রেণে আজ সিনেমার শীতল উৎসবে কঠিন ঠাট্টায়
মানুষের যাতায়াত পশুর ভিড়ের চেয়ে পরাধীন ;
এদিকে রাস্তায় লোক ঘর পাতে, বস্তিতেও ঠাঁই নেই,
অথচ জিরাফ ওঠে নয়াবাড়ী আকাশে তাকায় নির্বোধ তামাশা,
মনে হয় মানুষের আশা নেই,
এইদেশে ভাষা নেই সাধারণ মানুষের।

অথচ এ দেশে ইতিহাস দ্বৈতযুদ্ধ চিরকাল
শক্তি-শান্তি মালিকে-মানুষে
অবান্তর বাগ্মিতায় সেই সত্য বারে বারে
গৌণ মনে হয় আজ দিল্লীতে বা কলকাতায়।
অথচ সবাই জানে মূর্খেও ভাবতে পারে
এই মর্ত্য পৃথিবীতে শক্তিধর শুধু বুঝি কীর্তির মালিক,
কীর্তির ভাস্কর যারা কীর্তির মজুর যারা তারা নয়,
ভাবে মানুষ নগণ্য ভাবে মানুষ গড়ে নি
সংঘাতে সংরাগে,
নির্বোধ নিষ্ঠুর, ভাবে মানুষের সত্য নেই
সবার উপরে! আসমুদ্র হিমালয় এই দেশে বাংলায় মালাবারে।
আমরা দেখেছি দেশ দেখেছি মানুষ পারে
দেশের মানুষ দেশ আমাদের আমরাই দেশ,

বাসুকির শক্তি ধরি,
কুঁড়ে কোঠা মন্দির মসজিদ্ কেল্লা বাঁধ সাঁকো
মাঠক্ষেত আমরাই, আমাদের রক্তে হাড়ে সমুদ্র পাহাড়।

তুলো ধরো বাসুকির ঘাড় ॥

আমার স্মৃতির মর্মে আহর্ত বধির প্রতিভার
অবাক মনের অগোচর
তবু শ্রুতিধর সমগ্র সত্তার দুর্নিবার আনন্দ সঙ্গীত।
কলকাতার নিশুতি ঘুমের মধ্যে ঘর-মুখোর টানে
রাত্রির মায়ায় শুদ্ধ প্রশস্ত উদার পথে
জীবনের সচ্ছল ময়দানে
নিস্তব্ধ বাড়ীর ছায়া পাশে ফেলে,
মনে হল চ'লে গেছি অথবা এসেছি
ঘরমুখোর টানে সেইকালে,
যেখানে সমস্ত আণবিক অতীতের স্বপ্ন মিশে যায়,
সেই দেশে যে দেশে সন্তত এ দেশের পৃথিবীর
দীর্ঘ ইতিহাস,
আমাদের হৃদয়ের গ্রানিটে যে গান
ইতিহাস গড়েছে ভাস্কর সত্তায় সত্তায় মানবিক
সংলগ্ন অথচ অন্তহীন আমাদের ভবিষ্যতে।

তাই অসঙ্গত ময়দানের ঘুম পাশে রেখে
মুমূর্ষু বাড়ীর ভিড় পাশ কেটে বেঁকে
ঘরমুখোর বেগে চলি,
আর কানের গভীরে বাজে মনের অতলে
তূর্যে বাঁশরীতে আর নাকাড়ায়
বেহালার দীর্ঘ লয়ে ভিয়োলার অস্থির স্পন্দনে

চেলোর গম্ভীর ছন্দে সেদিনের সজল আলোয়
গ্রাৎসিয়ার লাবণ্যের সহিষ্ণু দূরতা।
সজল পথের ক্ষিপ্র আভার ইস্পাতে বেগের বন্ধনে
মুহূর্তেরা মূর্তি ধরে সঙ্গীতের চিন্ময় ত্রিকালে,
স্থানের বিশেষ বিশ্বে,
আর, মনে হয় অর্থময়তার কঠিন প্রসাদে ঘরে ঘরে
ভ'রে দিলে অর্থহীন সাম্প্রতিক জীবনের গ্লানি ও মূঢ়তা,
মৃন্ময়ীর মধ্যরাত্রে, নিশিভোরে কর্মময় সকালে বিকালে
কলকাতার এসফল্টেই আনন্দের রূপান্তরে
চৈতন্যের উন্মুখর অশ্রুর আভায়।

আমাদের পাহাড়ের শুকনো হাহাকার
রুক্ষ পৃথিবীর অশ্রুহীন,
মাটিতে ফসলের নিয়ত চেষ্টার
সাধনা আমাদের রাত্রিদিন।
আমরা চাই জল বাষ্পময় বায়ু,
আমরা মানবিক অর্ধমানবিক
লড়ায়ে অস্থির, যদিই ভুলি দিক
ক্ষণিক সেই ভুল, ঢেলেছি সারা আয়ু:
পাহাড়ের পাথরের মর্ম থেকে কবে
তুলব জীবনের স্বচ্ছ জল,
শুকনো হাওয়া কবে মেদুর বৈভবে
নামবে বেড়া ভেঙে হাজার ঢল।

ক্ষুরধার পথে যেতে যেতে
প্রত্যহের যাত্রার সঙ্কেতে
কঠিন মননে উঠি মেতে
ভাবি তুমি আমার অতিথি।

ক্লান্ত তুমি পথের ধূলায়
তাই বুঝি করি হায় হায়
অক্লান্তের লোভ যে ভোলায়।
আমার কাননে ছায়াবীথি
তুমি এসো, চিহ্ন দেবে এঁকে
গাছগুলি তোমাকে প্রত্যেকে,
স্বচ্ছ জল তুলি বাপী থেকে
পট্টবাস খুলি ঝাঁপি থেকে
তিলকরেখায় কাটি সিঁথি।
এইবারে পূরেছে সাধনা
ধন্য হল দীর্ঘ আরাধনা
কেন্দ্রীভূত সংহত যন্ত্রণা
যুগান্তে কি এল জন্মতিথি ?
তোমাকে প্রত্যক্ষ ক'রে পাওয়া
আজীবন শুধু চেয়ে যাওয়া !

জাগো জাগো নিঃস্ব উপবাসী,
ভেঙে দাও অভাব শৃঙ্খল,
গর্জে ন্যায়বিদ্রোহের বাঁশী,
ছিন্ন হোক্ যুগব্যাপী ছল,
চূর্ণ করো জীর্ণ সংস্কার,
জাগো জাগো ওঠো জনগণ,
দূর কর সব অত্যাচার
জীবনমরণ ক'রে পণ।

রাতের অঙ্গারে দিনের হীরাতে
কঠিন আকাশের পাহাড়ে প্রদাহে
দগ্ধ বালুচরে স্তব্ধ প্রবাহে !
পারব শ্রাবণের মায়া কি ফেরাতে ?

অথচ পাণ্ডুর রুক্ষ আকাশের
তলায় চেয়ে থাকে হাল্‌কা বাতাসের
একটু ছোঁয়া লেগে ফুলের সাতনরী
গন্ধে রঙে ভরে হৃদয় মরি মরি !

আকাশে কেন চাও নিজের তুলনায়,
কেন যে গ্রীষ্মের অজেয় ফুল নও !

যে ব্যথায় আমি জর্জর
চোখে জল নেই সে ব্যাথায়
সে ব্যথায় শুধু মহাভয়
হারাব আস্থা নির্ভর
যত কিছু আশা আশ্বাস।
যতই পাকাক নাগপাশ
তবু তো এ নয় মরণের
গোপন ছোবল, শোক নেই
এ ব্যাথায় নেই কাদাজল
হেলে ঢোঁড়া কেঁচো জোঁক নেই।

এ জীবনে তোমার আমার
বেঁচে থাকাটাই আকস্মিক,
জঙ্গী পথে সবাই পথিক,
সকলেরই এক খোলা দ্বার।
শুধু আজ ভেদ এক পথে :
নির্বুদ্ধিরা এদিকে নিড়বিড়,
অন্যদিকে একাকার ভিড়
সমুদ্র যে মেলাবে পর্বতে।
সূর্যে আজ আনত পাহাড়
এদিকে পাথর গড়ে হাড়—

অগস্ত্যের ফেরা হবে নাকো
বিন্ধ্য ! যত আশা ক'রে থাকো
অনিবার্য ক্রান্তিতে গম্ভীর
সমুদ্রের বেগে হিমালয়
উৎসারিত নবাগত বীর,
পরাবর্তে নেই পরাজয়,
ধৈর্যে সে যে শ্রমিকের মতো,
সহিষ্ণু সে প্রাণের গ্রানিটে
মাটির মজ্জায় তার ভিটে
একদিনে বর্ষ গড়ে শত।

আজ হোক হিমশিলাপাত
বিন্ধ্য হোক্ বিন্দু বিন্দু ক্ষয়,
এ জীবন তোমার আমার
এ জীবনে জীবন অক্ষয়।

মোহানার মুখে নয়, বিহারে বাংলায় বাঁধে নয়, সমগ্রের স্রোতে,
কিংবা স্রোতের অভাবে, পাহাড়ের উৎস থেকে দীর্ঘ ব্যাপ্ত
আমাদের দুর্ভাগ্যের ভিত্তি জেনো গোটা ইতিহাসে,
সিপাহী বিদ্রোহে নয়, বিদ্রোহের ব্যর্থ প্রয়োজনে,
নবাবী সূর্যাস্তে আর সাহেবীর কালো সূর্যোদয়ে
কলকাতায় জন্মগ্রস্ত আমাদের সন্ত্রাসে সংশয়ে,
বিদেশীর কবন্ধ শোষণে বিরাট দেশের
ছত্রভঙ্গ বিশৃঙ্খল যুগের মিশ্রণে এলোমেলো অদলবদলে,
ঐশ্বর্যে না, সাম্রাজ্যের কুম্ভীপাকে বহু ক্ষতিপূরণের
নানান্ সজ্জায় ; তাই ধনীদরিদ্রের যোগ
এদেশে হল না, ছোটোখাটো বেনিয়ার বণিকের
অবশ্য উদ্ভব হল ; দারিদ্র্যের বিস্তারও হল

ব্যাপক গভীর ; তাই গান্ধিজীর রামরাজত্বের
স্বপ্ন থেকে গেল মরীচিকা, ধনিকেয় দায়ে
দরিদ্রের হল না কিছুই রূপান্তর সংখ্যা বা বিন্যাসে,
অনাবাদী ভূমি-দান হ'য়ে গেল গরু-মেরে জুতা-দান প্রায় ।
দরিদ্রের অছিবাদ ভারতের অর্থের অনর্থে
জন্ম থেকে অসম্ভব, সাম্রাজ্যের আস্তাকুঁড়ে
সে কোন কুকুর হবে অন্যদের অছি, হবে যন্ত্রের মালিক?
তাই একদিকে অনাবৃষ্টি এবং মড়ক,
অন্যদিকে বন্যা আর মারী আমাদের নিত্যসঙ্গী,
এদিকে উদ্বাস্তু আর অন্যদিকে অপচয়
কখনও বা লোভের স্বেচ্ছায়, কখনও বা অকর্মার অনিচ্ছায়—
এই আমাদের ছবি, বুর্জোয়া বিকাশে
লাভে আর লাভের দায়িত্বে আমাদের দেশ
ল'ড়ে গ'ড়ে চলেনি অনেকদিন, কয়েক শতক ।
আজ তাই সকলের পাহাড় খোঁজার পালা ।
সময়ের চূড়ায় চড়ার, সাধারণ্যে সমুদ্রে ডোবার, অরণ্য গড়ার,
সঙ্গীত যেমন গড়ে স্বর পরম্পর সেইভাবে
সমগ্রের সমতলে, মোহানার মুখে, যেমন গড়েছে
মালাবার উপকূলে শতমুখ নদী-খাড়ি সমুদ্র-পাহাড় ॥

মুদ্রণ-শুদ্ধি

	অশুদ্ধ	শুদ্ধ
৩২ পৃষ্ঠা :	পিতৃলোকের স্বল্প তোমার লাস্যে	—স্বপ্ন

৬১-৬৩ পৃষ্ঠা : হাওড়ায় তাই কোণঠাসা হয়ে চেঁচাই কাতরে,
মাথা পোতা।—

এর পরে ছাপা হবে—

ত্বয়া হৃষীকেশ। শতেক ঘায়েও নই ভোঁতা।
নবরূপে সেই মাথাই খাটাই, পটুরঙ্গে
গৌড়জনের সুধাকর হই, চতুরঙ্গে
অংশীদাররা হল কুপোকাৎ!

এবং ৬৩ পৃষ্ঠায় ঐ প্রথম দুই মুদ্রণভ্রান্ত লাইন বাদ যাবে।.

	অশুদ্ধ	শুদ্ধ
৮৭ পৃষ্ঠা :	অতাতের সিঁড়ি	—অতীতের সিঁড়ি
৮৮ পৃষ্ঠা :	কামানের অমর সন্তাষে	—সম্ভাষে
১০৪ পৃষ্ঠা :	৩য় লাইনের শেষ শব্দ হবে	—অপঘাত
১১৯ পৃষ্ঠা :	ক্রবাতুর	—ক্রবাতুর
১৩৯ পৃষ্ঠা :	সুভষিতাবলী	—সুভাষিতাবলী
১৪৮ পৃষ্ঠা :	বৃষ্টি পড়ে শুধু পোড়ে'	— শুধু পোড়ে
১৫৪ পৃষ্ঠা :	ভেড়োয়াটোড়ের	—ভেড়োয়াটাঁড়ের
১৮৫ পৃষ্ঠা :	এই গানে বেঠোফেন কোনদিন পাহাড়ে তরলসঙ্গীত বোনে— হবে	—পাহাড়ে পাহাড়ে তরলসঙ্গীত বোনে
১৯১ পৃষ্ঠা :	ঐ মহাকাল মনপবমের নামে	—মনপবনের নায়ে
২০৬ পৃষ্ঠা :	চেতনে অবচেতনে বাঁধি	—চেতনে অবচেতনে বাঁধি মিল।
২০৭ পৃষ্ঠা :	যুক্তপাণি, মনে জীবন দ্বন্দ্বে	—মনে জীবনে দ্বন্দ্ব
২২৬ পৃষ্ঠা :	সদসৎ তার নিজের সবার কম করো বেশি	—কম কারো বেশি
২৪০ পৃষ্ঠা :	এনে দিলে বীর নির্ভর	—বীর নির্ভয়